নাটক-চন্দ্রিকা।

পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামিনা

প্রণীতা।

প্রকাশক—কাশীমবাজারাধিপতি মহারাজ
শ্রীযুত মণীন্দ্রচন্দ্রনন্দি-মহোদয়স্য আদেশা।

শ্রীরাসবিহারি সাংখ্যতীর্থেন

অনূদিতা সম্পাদিতা চ।

প্রথমং সংস্করণং।

কাশীমবাজার—সত্যরত্নযন্ত্রে
শ্রীললিতমোহন চতুধুরীণেন
মুদ্রিতা।

১৩১২। শুভ-বৈশাখে।

নাটক-চন্দ্রিকা।

পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামিনা
প্রণীতা।

প্রকাশক—কাশীমবাজারাধিপতি মহারাজ
শ্রীযুত মণীন্দ্রচন্দ্রনন্দি-মহোদয়স্য আদেশাৎ।

শ্রীরাসবিহারি সাঙ্খ্যতীর্থেন
অনূদিতা সম্পাদিতা চ।

প্রথমং সংস্করণং।

কাশীমবাজার—সত্যরত্নযন্ত্রে
শ্রীললিতমোহন চতুর্ধুরীণেন
মুদ্রিতা।

১৩১৩। শুভ বৈশাখে।

"শ্রীরূপস্যাঙ্ঘ্রিপদ্মং প্রণতমতিরহং নৌমি ভূমৌ নিপত্য
শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলামৃতসলিলনিধৌ মজ্জিতা যেন লোকাঃ।
শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রোঽপ্যতিশয়কৃপয়া যত্র শক্তিং প্রকাশ্য
শ্রীমদ্বৃন্দাবনীয়ং মধুররতিরসং দর্শয়ামাস সর্ব্বান্ ॥"

উৎসর্গঃ।

——:o:——

লক্ষ্মীনারায়ণং রাধা-
গোবিন্দং নমতার্পিতা।
শোভতাং তৎপদাম্ভোজে
সেয়ং নাটকচন্দ্রিকা॥

প্রকাশক
একান্ত প্রণতদাস—
শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্রনন্দি দাসেন।

সাভিপ্রায় বিজ্ঞপ্তি।

—:o:—

প্রাচীন গ্রন্থপ্রকাশের দ্বিতীয় গ্রন্থ "নাটকচন্দ্রিকা" প্রকাশিত হইল। শ্রীযুক্ত রূপগোস্বামি পাদের প্রণীত গ্রন্থাবলীমধ্যে নাট্যশাস্ত্র তিন খানী, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব এবং দানকেলিকৌমুদী। প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রের মধ্যে শ্রীহর্ষকৃত রত্নাবলী নাট্যশাস্ত্রের যাবতীয় লক্ষণসমন্বিত, এই জন্যই সাহিত্যদর্পণ নামক অলঙ্কার শাস্ত্রে তৎপ্রণেতা শ্রীবিশ্বনাথ কবি সাহিত্যদর্পণের নাটকপ্রকরণ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে প্রায়শঃ উদাহরণ রত্নাবলী হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমাদের বৈষ্ণবকাব্যের মধ্যে ললিতমাধব সেইরূপ, অর্থাৎ ইহাতে নাটকের অধিকাংশ লক্ষণার্থই বিরাজমান। ইত্যাদি কারণে গ্রন্থকর্ত্তা ললিতমাধব নাটক লিখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহার লক্ষণ, উদাহরণ ও লক্ষ্যবিষয়ে লক্ষণসমন্বয় করিবার জন্য পৃথক্ নাটকচন্দ্রিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহার প্রত্যেক লক্ষণের উদাহরণ ললিতমাধব হইতে উদ্ধৃত। বিদগ্ধমাধব, রসসুধাকর, কংসবধ, বীরচরিত, হরিবিলাস ও কেশবচরিত নামক অপর গ্রন্থের উদাহরণ অতীব সামান্য, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে।

বিশেষতঃ নাট্যাঙ্গের লক্ষণ বলিতে যে যুক্তি, প্রাপ্তি, সমাধান, বিমর্শ, উপগূহন, গ্রথন, বিধান, ইত্যাদি বহুতর বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা অভিধান শাস্ত্রের কার্য্যও নিষ্পন্ন হয়, অর্থাৎ ঐ সকল শব্দের প্রকৃত অর্থ লক্ষণ দ্বারা প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার পাঠকের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। এখানে আর একটী বিশেষ কথা বলা আবশ্যক। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ "নাটকচন্দ্রি-

কাতে” কেবল নাটকের বিষয়গুলিই বর্ণন করিয়াছেন, বস্তুতঃ অলঙ্কার শাস্ত্রের বর্ণনীয় বিষয় অনেক, বাক্য, কাব্য, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা, অভিধাদি শক্তি, ধ্বনি, রস, নাট্যাঙ্গ, দোষ, গুণ, রীতি, অলঙ্কার ইত্যাদি। এই সকলের মধ্যে নাটকচন্দ্রিকাতে কেবল নাট্যাঙ্গই বর্ণিত হইয়াছে এবং এই জন্যই “নাটকচন্দ্রিকা” নাম দিয়াছেন, সুতরাং এখানীকে অলঙ্কার শাস্ত্রের অংশ বলা যাইতে পারে। এরূপ করিবার কারণ এই যে, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম স্নেহভাজন শিবানন্দতনয় পূজ্যপাদ কবিকর্ণপূর মহাশয় “অলঙ্কারকৌস্তুভ” নামক বৃহৎ গ্রন্থে উপরিলিখিত সমস্ত বিষয়ই বর্ণন করিয়াছেন, ইহাতে বৈষ্ণবসাহিত্য-ভাণ্ডারে অলঙ্কার শাস্ত্রের অভাব মোচন হইয়াছে, সুতরাং নাট্যাঙ্গে বিস্তৃতি করণ এবং প্রসঙ্গাধীন স্বকৃত নাটক ললিতমাধবের সম্যক্ পরিপুষ্টি সাধনই নাটকচন্দ্রিকা লিখনের উদ্দেশ্য, ইহা সবিশেষ অনুমিত হয়।

প্রসঙ্গাধীন দ্বিতীয় কথা এই যে—অলঙ্কারকৌস্তুভে শান্তরসের মুখ্য ভক্তিরস তাদৃশ সুবিস্তৃত হয় নাই, এজন্য শ্রীরূপ গোস্বামী “হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু” গ্রন্থে সেই ভক্তিরসের বিস্তার করেন। ভক্তি আবার বহুবিধ, তন্মধ্যে শৃঙ্গার বা উজ্জ্বলরসাশ্রিতা ভক্তি বিশেষ গোপনীয়া, এই জন্য এবং গ্রন্থবাহুল্যবোধে রসামৃতে তাহার বিস্তার না করিয়া “উজ্জ্বলনীলমণি” গ্রন্থে উজ্জ্বলরসের অঙ্গ উপাঙ্গ বহুলভাবে বিস্তৃত করিয়াছেন, একারণ রসামৃত ও উজ্জ্বল এই দুই গ্রন্থকেই এক “হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু” বলা যাইতে পারে। ইহা শ্রীজীবগোস্বামীও নিজের সংক্ষিপ্ত লঘুতোষণীর শেষে গ্রন্থ-পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, যথা,—“ভাণিকা দানকেল্যাখ্যা রসামৃতযুগং পুনঃ।” সমষ্টিভাবে ধারিতে গেলে কর্ণপূরের “অলঙ্কারকৌস্তুভ” আর শ্রীরূপ গোস্বামির “নাটক-চন্দ্রিকা”

"হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু" ও "উজ্জ্বলনীলমণি" এই চারিখানীই একমাত্র "অলঙ্কার শাস্ত্র" নামে অভিহিত হইতে পারে। এতন্মধ্যে প্রথম খানীতে অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত সর্ব্বসাধারণ বিষয়ের সমন্বয়, ২য় খানীতে নাট্যাঙ্গের বহুলীকরণ, ৩য় খানীতে সর্ব্বসাধারণ ভক্তিরস এবং শেষ খানীতে রসরাজ শৃঙ্গাররসের বহুবিস্তার মাত্র।

অপিচ, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর মতের সঙ্ক্ষেপ যথা—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শাস্ত্রং ভাগবতং পুরাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

সঙ্ক্ষেপার্থঃ—ব্রজেন্দ্রসুত শ্রীকৃষ্ণই আরাধ্য, তাঁহার ধাম শ্রীবৃন্দাবন, ব্রজবধূবর্গের কৃত দাম্পত্যভাবে শৃঙ্গাররসাত্মিকা উপাসনাই উপাসনা, তাহার শাস্ত্র সাত্ত্বিকপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত এবং ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের অতিরিক্ত প্রেম বা ভগবৎপ্রীতিই পঞ্চম পুরুষার্থ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ইহাই মত, তাহাতেই আমাদের পরম আদর।

উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্যে শৃঙ্গাররসাত্মিকা উপাসনাকে মুখ্য জানিয়াই গোস্বামিপাদগণ উক্ত গ্রন্থ চতুষ্টয়ে এবং অপরাপর গ্রন্থে একমাত্র উপাস্য দেব শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাময় শৃঙ্গার রসের বিস্তৃতি সাধন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের গ্রন্থলেখা বর্ত্তমান কালের মত অর্থ, যশঃ, বা প্রতিষ্ঠালাভের জন্য নহে, কিন্তু আরাধ্য দেবতার একপ্রকার আরাধনার জন্যই। ইহাই যেন মাদৃশ ব্যক্তির ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে অনুমিত হয়।

যে সকল পাঠকবর্গ, বৈষ্ণবনাটক কিংবা প্রাচীন নাটক-শাস্ত্রের আলোচনা করেন, তাঁহারা মনোযোগ দিয়া দেখিবেন, যে নাটকের প্রকৃত আভ্যন্তরীণ মর্ম্ম এই নাটকচন্দ্রিকাতে পদে পদে

পরিস্ফুট। এ যাবৎ এই গ্রন্থ অপ্রকাশিত ছিল। আমরা অনেক অন্বেষণে ইহার প্রাচীন হস্তলিপি প্রাপ্ত হই। এই খানী ১২৫০ সালের চৈত্র মাসের প্রারম্ভে লিখিত, সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে ইহার বয়স ৬২ বৎসর। গ্রন্থখানী অতি বিশুদ্ধ এবং কোনও সংস্কৃতজ্ঞ লোকের পঠিত, সুতরাং ভ্রমপূর্ণ পাঠের সম্ভাবনা কম।

আর এক কথা। ললিতমাধবের যে টীকা আছে, তাহাতে গ্রন্থার্থ অতি অল্প, অধিকাংশ স্থলেই কেবল নাটক-চন্দ্রিকার লক্ষণ উদ্ধৃত করিয়া সমন্বয় করিয়াছেন মাত্র, সুতরাং ললিতমাধবের টীকাকে নাটক-চন্দ্রিকার অংশ বলিলেও চলে। অপিচ, দর্পণ-কারের মত ইনিও স্থলবিশেষে লক্ষণের শ্লোকগুলিকে উদাহরণার্থ খণ্ডশঃ ভাঙ্গিয়া বিন্যাস করিয়াছেন, উদাহরণ বাদে তৎসমষ্টিতে শ্লোকগুলি পূর্ণাঙ্গ হয়।

শেষ নিবেদন এই যে, মাধুর্য্যস্রোতস্বিনীর মধুরধারায় যিনি চির উত্তপ্ত বৈষ্ণবজগৎকে প্রথম শান্তি দান করিয়াছেন, শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলা ব্যতীত যাঁহার লেখনীতে অন্য কথা উদ্গীর্ণ হয় নাই, সেই বৈষ্ণবকবির মুকুটমণি, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র পূজনীয়চরণ শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামিপাদের নাটক-চন্দ্রিকা অজ্ঞানান্ধকার দূর করুক। ইত্যলং বাহুল্যেন।

কাশীমবাজার রাজধানী,
(মুর্শিদাবাদ)
সন ১৩১৩ সাল বৈশাখ।

বিনীত—
শ্রীরাসবিহারি সাঙ্খ্যতীর্থ,
সম্পাদক।

সূচীপত্রং।

——:0:——

শ্রীশ্রীরাধানাথঃ শরণং।

নাটক-চন্দ্রিকা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

বীক্ষ্য ভরতমুনিশাস্ত্রং রসপূর্ব্বসুধাকরঞ্চ রমণীয়ং।
লক্ষণমতিসঙ্ক্ষেপাদ্বিলিখ্যতে নাটকস্যেদং ॥ ১ ॥
নাতীব সঙ্গতত্বাৎ ভরতমুনের্মতবিরোধাচ্চ।
সাহিত্যদর্পণীয়া ন গৃহীতা প্রক্রিয়া প্রায়ঃ ॥ ২ ॥

প্রাচীন নাট্য সূত্রকার ভরতমুনির শাস্ত্র অর্থাৎ ভরতসূত্র এবং রমণীয় রসসুধাকর গ্রন্থ প্রদর্শন পূর্ব্বক অতি সঙ্ক্ষেপে এই নাটকলক্ষণ লেখা যাইতেছে ॥ ১ ॥

নব্য অলঙ্কার শাস্ত্র মধ্যে সাহিত্যদর্পণই বিখ্যাত, কিন্তু তাহা তত সঙ্গত নয় এবং ভরত সূত্রের মতের বিরোধী, সুতরাং এ গ্রন্থে সাহিত্যদর্পণের প্রক্রিয়া প্রায়ই পরিগৃহীত হয় নাই ॥ ২ ॥

দিব্যেন দিব্যাদিব্যেন তথাঽদিব্যেন বা যুতং।
ধীরেণাঢ্যমুদাত্তেন কৃষ্ণশ্চেল্ললিতেন চ ॥ ৩ ॥
শৃঙ্গারবীরান্যতরমুখ্যং রম্যেঽতিবৃত্তযুক্।
প্রস্তাবনান্তসম্বন্ধং সন্ধিসন্ধ্যঙ্গসঙ্গতং ॥ ৪ ॥
সন্ধ্যন্তরৈরেকবিংশত্যা ষট্‌ত্রিংশদ্ভূষণৈর্যুতং।
পতাকাস্থানকৈর্যুক্তমর্থোপক্ষেপকৈস্তথা ॥ ৫ ॥
ভাষাবিধানসংযুক্তং সৎকাব্যগুণগর্ব্বিতং।
নাটকং দোষরহিতং সর্ব্বানন্দপ্রদায়কং ॥ ৬ ॥
(১) তত্র নায়কঃ ॥
স্বয়ং প্রকটিতৈশ্বর্য্যো দিব্যঃ কৃষ্ণাদিরীরিতঃ।

দিব্য, দিব্যাদিব্য ও অদিব্য নায়ক নাটকশাস্ত্রের অভিপ্রেত। অপিচ উক্ত নায়ক ধীর ও উদাত্ত গুণযুক্ত হইবে কিন্তু, কৃষ্ণ যদি নায়ক হন, তবে লালিত্য গুণযুক্ত ও হইতে পারেন ॥ ৩ ॥

নাটকে শৃঙ্গার ও বীররসই প্রধান, অপর রস গুলি অপ্রধান ভাবে থাকিবে, এবং, রমণীয় ইতিবৃত্ত যুক্ত হইবে প্রস্তাবনার শেষ কথার সহিত আরব্ধ নাটকের সম্বন্ধ থাকিবে এবং সন্ধি ও সন্ধ্যঙ্গের সহিত মিলিত হইবে ॥ ৪ ॥

একবিংশতি সন্ধ্যন্তর, ষট্‌ত্রিংশৎ ভূষণ, পতাকাস্থান অর্থোপক্ষেপক ও ভাষাবিধান, এই গুলি নাটকে থাকা আবশ্যক, এতদ্ভিন্ন নাটকমধ্যে প্রশস্তকাব্যের গুণ থাকিবে দোষ সম্বন্ধ থাকিবে না এবং সর্ব্বানন্দ প্রদ হইবে ॥ ৫ ॥ ৬॥

দিব্যোঽপি নরচেষ্টত্বাৎ দিব্যাদিব্যো রঘূদ্বহঃ ॥ ৭ ॥
অদিব্যো ধর্ম্মপুত্রাদিরেষু কৃষ্ণো গুণাধিকঃ।
নায়কানাং গুণাঃ সর্ব্বে যত্র সর্ব্ববিধাঃ স্মৃতাঃ ॥৮॥
লালিত্যোদাত্ত্যয়োরত্র ব্যক্ত্যা শোভাভরোঽধিকঃ।
তেনৈব নায়কো যুক্তঃ শৃঙ্গারোত্তরনাটকে ॥ ৯ ॥
যৎ পরোঢ়োপপত্যোস্তু গৌণত্বং কথিতং বুধৈঃ।
তত্তু কৃষ্ণঞ্চ গোপীশ্চ বিনেতি প্রতিপাদিতং ॥১০॥

(১) এতন্মধ্যে নায়কের লক্ষণ যথা—

যাঁহার ঐশ্বর্য্য স্বয়ং প্রকটিত সেই শ্রীকৃষ্ণ দিব্য নায়ক বলিয়া বিখ্যাত, শ্রীরামচন্দ্র দিব্য হইলেও মানবের মত চেষ্টাপরায়ণ বলিয়া তাঁহাকে দিব্যাদিব্য নায়ক বলা যায় ॥ ৭ ॥

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরাদি অদিব্য নায়ক, এতন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই গুণাধিক, কারণ নায়কের সর্ব্বপ্রকার গুণাবলী তাঁহাতে বিরাজমান ॥ ৮ ॥

বিশেষতঃ লালিত্য এবং উদাত্ত গুণের সমধিক ও প্রচুর শোভা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই সম্যক্ বিরাজমান, এজন্য শৃঙ্গার রসপ্রধান নাটকে শ্রীকৃষ্ণই উপযুক্ত নায়ক ॥ ৯ ॥

আরও এক কথা—আলঙ্কারিক বুধমণ্ডলী যে নাটকশাস্ত্রে পরোঢ়া (পরপত্নী) এবং উপপতিকে অপ্রধান রূপে কীর্ত্তন করেন অর্থাৎ "পরোঢ়া ও উপপতি নাটকের প্রধান নায়িকা বা প্রধান নায়ক হইতে পারে না" এই কথা বলেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণ ও গোপাঙ্গনা ব্যতীত বুঝিতে হইবে, ইহা সম্যক্ প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ১০ ॥

তথাচোক্তং ॥

নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে কবিভিঃ পরোঢ়া
তদ্গোকুলাম্বুজদৃশাং কুলমন্তরেণ।
আশংসয়া রসবিধেরবতারিতানাং
কংসারিণা রসিকমণ্ডলশেখরেণ ॥ ১১ ॥

রসাঃ শৃঙ্গারবীরাদ্যা জ্ঞেয়া রসসুধার্ণবে।
অন্যে হাস্যাদয়ঃ কার্য্যা অস্মিন্নঙ্গতয়া বুধৈঃ ॥১২॥

(২) অথেতিবৃত্তং ॥

ইতিবৃত্তং ভবেৎ খ্যাতং কৢপ্তং মিশ্রমিতি ত্রিধা।
শাস্ত্রপ্রসিদ্ধং খ্যাতং স্যাৎ কৢপ্তং কবিবিনির্ম্মিতং।

এ বিষয়ের প্রমাণ যথা—

"কবিগণ যে, প্রধান শৃঙ্গার রসে পরপত্নীকে স্বীকার করেন না, তাহা গোকুলবাসিনী পদ্মলোচনা গোপাঙ্গনা ব্যতীত, কারণ—রসিকমণ্ডল-শিরোমণি কংসারি শ্রীকৃষ্ণ রসব্যাপারের আস্বাদনাভিলাষেই সেই সকল গোপাঙ্গনাগণকে অবতারিত করিয়াছেন"॥ ১১॥

রসসুধাকর গ্রন্থে জানা যায় যে, নাটকে শৃঙ্গার ও বীরাদি রসকে প্রধান এবং হাস্য প্রভৃতি অপর রসকে অঙ্গ বা অপ্রধান রূপে কল্পনা করিবে ॥ ১২ ॥

(২) অথ ইতিবৃত্ত।

ইতিবৃত্তটী খ্যাত, কৢপ্ত ও মিশ্র ভেদে তিন প্রকার। তন্মধ্যে শাস্ত্র প্রসিদ্ধকে খ্যাত, কবি বিনির্ম্মিতকে কৢপ্ত এবং উক্ত

তয়োঃ সঙ্কুলতা মিশ্রং কল্পিতং রম্যং তু নাটকে ॥
নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ কল্পবৃত্তাতু নাটিকা।
ঈহামৃগো মিশ্রবৃত্ত ইতি নাট্যজ্ঞভাষিতং ॥ ১৩ ॥
(৩) অথ প্রস্তাবনা ॥
অর্থস্য প্রতিপাদ্যস্য তীর্থং প্রস্তাবনোচ্যতে।
প্রস্তাবনায়াস্তু মুখে নান্দী কার্য্যা শুভাবহা ॥ ১৪ ॥
আশীর্নমস্ক্রিয়াবস্তুনির্দ্দেশান্যতমান্বিতা।
অষ্টাভির্দশভির্যুক্তা কিম্বা দ্বাদশভিঃ পদৈঃ ॥১৫॥

উভয় মিশ্রিতকে মিশ্র ইতিবৃত্ত কহে। এই তিনের মধ্যে নাটক শাস্ত্রে কল্পিত ইতিবৃত্তই রমণীয়।

মতান্তরে—

নাটকে খ্যাত ইতিবৃত্ত, নাটিকাতে কল্পিত ইতিবৃত্ত এবং ঈহামৃগ নামক নাটকবিশেষে মিশ্র ইতিবৃত্ত হওয়াই নাট্যাজ্ঞের অভিপ্রেত ॥ ১৩ ॥

(৩) অথ প্রস্তাবনা।

প্রতিপাদ্য বিষয়কে যাহাতে সূচনা করিয়া দেয় তাহার নাম প্রস্তাবনা। এই প্রস্তাবনার প্রারম্ভে শুভাবহা নান্দী অর্থাৎ মঙ্গলাচরণ করিতে হয় ॥ ১৪ ॥

উল্লিখিত নান্দীতে আশীর্ব্বাদ বা নমস্কারের মধ্যে কোন একটী বর্ণিত হইবে। এবং উক্তনান্দী অষ্টপদা, দশপদা, কিংবা দ্বাদশ পদা হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

চন্দ্রনামাঙ্কিতা প্রায়ো মঙ্গলার্থপদোজ্জ্বলা।
মঙ্গলং চক্র-কমল-চকোর-কুমুদাদিকং ॥ ১৬ ॥

তত্রাশীরন্বিতা যথা ললিতমাধবে ॥

সুররিপুসুদৃশামুরোজকোকান্
মুখকমলানি চ খেদয়ন্নখণ্ডঃ।
চিরমখিলসুহৃৎ চকোরনন্দী
দিশতু মুকুন্দযশঃশশী মুদং বঃ ॥ ১৭ ॥

নমস্ক্রিয়ান্বিতা যথা তত্রৈব ॥

অষ্টৌ প্রোক্ষ্য দিগঙ্গনা ঘনরসৈঃ পত্রাঙ্কুরাণাং শ্রিয়া
কুর্ব্বন্মঞ্জুলতাভরস্য চ সদা রামাবলীমণ্ডনং।

প্রায়ই চন্দ্র নামে অঙ্কিত ও মঙ্গলার্থ পদদ্বারা উজ্জ্বল হইবে। চক্রবাক, কমল, চকোর ও কুমুদাদি শব্দই সচরাচর মঙ্গলবাচী ॥১৬॥

তন্মধ্যে আশীর্ব্বাদযুক্তা নান্দী যথা—ললিতমাধবে—১।১।

যাহা দেবশত্রু অসুরকামিনীগণের স্তনচক্রবাক ও মুখকমলের খেদবর্দ্ধনকারী ও সুহৃদ্‌রূপ চকোরবর্গের আনন্দপ্রদ, সেই মুকুন্দের যশঃশশী তোমাদের আনন্দ বিধান করুন ॥ ১৭ ॥

নমস্কারযুক্তা নান্দী ও উক্ত গ্রন্থে যথা—১।২।

অষ্টদিগ্বর্ত্তিনী শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী, ললিতা, বিশাখা, পদ্মা, শৈব্যা, শ্যামলা ও ভদ্রা, এই সকল অঙ্গনাগণকে নিবিড় শৃঙ্গার রস সেবন দ্বারা পরিতৃপ্ত এবং কস্তূরীলিখিত পত্র ভঙ্গ সকলের শোভায় বা মনোজ্ঞাতিশয় সম্পত্তি সমূহে সুন্দরীবর্গের ভূষণ বিধান

যঃ পীনে হৃদি ভানুজামতুলভাং চন্দ্রাকৃতিশ্চোজ্জ্বলাং
রুন্ধানঃ ক্রমতে তমত্র মুদিরং কৃষ্ণং নমস্কুর্ম্মহে ॥ ১৮॥
বস্তুনির্দ্দেশান্বিতা চাত্রৈব।
অষ্টৌ প্রোক্ষ্য দিগঙ্গনা ইত্যাদিরেব ॥ ১৯ ॥
অষ্টপদযুক্তা যথা বীরচরিতে ॥
অন্তঃ স্বচ্ছায় নিত্যায় দেবায় হৃতপাপ্মনে।

পূর্ব্বক নিজের বিশাল হৃদয়ে শ্রীরাধা এবং চন্দ্রাধিক সমুজ্জ্বল কান্তি চন্দ্রাবলীকে ধারণ পূর্ব্বক মৃদু মৃদু পদ সঞ্চারে ইহ জগতে যিনি বিচরণ করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণরূপী জলধরকে নমস্কার করি।

মেঘ পক্ষে একটী অর্থ আছে যথা—

যে মেঘ অঙ্গনাতুল্য অষ্ট দিকে জল সেচন করিয়া, পত্র, অঙ্কুর ও মনোজ্ঞ লতা সমূহের বর্ষাকালীয় শোভা দ্বারা উপবন শ্রেণীর শোভা সম্বর্দ্ধন করেন, এবং যিনি নিজের বিশাল বক্ষে অনুপম সৌরকান্তি ও অত্যুজ্জ্বল চন্দ্রকান্তিকে রোধ করিয়া আকাশ মণ্ডলে ইতস্ততঃ বিচরণ করেন সেই জগতের উপকারী কৃষ্ণ অর্থাৎ শ্যাম-লাভ মুদিরকে (মেঘকে) নমস্কার করি ॥ ১৮ ॥

"অষ্টৌ প্রোক্ষ্য দিগঙ্গনাঃ" এই শ্লোকটীকে বস্তুনির্দ্দেশ-রূপা নান্দীর ও উদাহরণ ধরা যাইতে পারে। কারণ ললিতাদি সখীগণ এবং রাধা চন্দ্রাবল্যাদি প্রেয়সীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অথচ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উক্ত সখী ও প্রেয়সীগণের যে অনুরাগ, তাহাই এখানে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য চরম বস্তু ॥ ১৯ ॥

ত্যক্তক্রমবিভাগায় চৈতন্যজ্যোতিষে নমঃ ॥ ২০ ॥
কশ্চিদষ্টপদাং পাদৈরষ্টাভিঃ পদ্যয়োর্জগৌ ॥২১॥
দশপদান্বিতা যথা ॥
ক্রিয়াসুঃ কল্যাণং ভুজগশয়নাদুত্থিতবতঃ
কটাক্ষাঃ কারুণ্যপ্রসররসবেণীলহরয়ঃ।
হরের্লক্ষ্মীলীলাকমলদলসৌভাগ্যসুহৃদঃ
সুধাসারস্মেরাঃ সুচরিতবিশেষৈকসুলভাঃ ॥২২॥

অষ্ট পদযুক্তা নান্দী যথা বীরচরিতে ১। ১।

যিনি অন্তঃস্বচ্ছ (বিশুদ্ধ সত্ত্বময়), নিত্য (সর্ব্বদা একরূপ), হৃতপাপ (রজস্তমো রূপ মালিন্য হীন), এবং যিনি আদি, মধ্য, অন্তরূপ ক্রম বা কোনরূপ বিভাগ শূন্য, সেই চৈতন্যজ্যোতি অর্থাৎ ব্রহ্মকে নমস্কার। ২০ ॥

কোন কোন পণ্ডিত দুই পদ্যাতে অষ্টপদা নান্দী কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

দশ পদান্বিতা নান্দী যথা—

অনন্তদেব ভুজগশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলে পর, যাঁহার কটাক্ষদৃষ্টি হইতে কারুণ্যসমূহ রূপ নদীতরঙ্গ প্রকাশ পাইতেছে, এবং যে তরঙ্গ লক্ষ্মীদেবীর হস্তস্থিত লীলাপদ্মদলের সৌভাগ্য-বন্ধু অর্থাৎ তাদৃশ পদ্মদলের সদৃশ শোভা সম্পন্ন, অথচ যাঁহার হাস্য সমূহ অমৃতস্রাবী ও কোন এক পুণ্যবিশেষের একমাত্র লভ্য। হরির এইরূপ কটাক্ষদৃষ্টি জগতের কল্যাণ করুন ॥ ২২ ॥

দ্বাদশপদান্বিতা যথা ॥

সুররিপুসুদৃশামুরোজকোকানিত্যাদি।

অত্রৈব চন্দ্রনামাঙ্কিতা মঙ্গলার্থতা চাস্তি ॥ ২৩ ॥

ভারত্যত্রোচিতা বৃত্তিরেষা তু চতুরঙ্গিকা।

প্ররোচনা মুখে চৈব বীথীপ্রহসনে তথা ॥ ২৪ ॥

তত্র প্ররোচনা ॥

দেশকালকথানাথসভ্যাদীনাং প্রশংসয়া।

শ্রোতৃণামুন্মুখীকারঃ কথিতেয়ং প্ররোচনা ॥ ২৫ ॥

যথা ললিতমাধবে ॥

সূত্রধারঃ। কিমিত্যেবমুচ্যতে। পশ্য পশ্য—

"সুররিপুসুদৃশাং" এই শ্লোকেই দ্বাদশপদা নান্দী উক্ত হইয়াছে, এবং সেই শ্লোকেই "শশী" পদের উল্লেখ থাকায় চন্দ্র নামাঙ্কিতা ও মঙ্গলার্থতাও কথিত হইয়াছে ॥ ২৩ ॥

প্ররোচনা, আমুখ, বীথী, এবং প্রহসন নামক চতুরঙ্গা ভারতী বৃত্তি এই নাটকে উল্লিখিত হওয়া উচিত। (ভারতীর বিষয় গ্রন্থ শেষে উক্ত হইবে) ॥ ২৪ ॥

তন্মধ্যে প্ররোচনা যথা—

দেশ, কাল, কথানাথ (নায়ক) এবং সভ্যাদির প্রশংসা দ্বারা শ্রোতৃবর্গের উন্মুখতা সম্পাদনের নাম প্ররোচনা ॥ ২৫ ॥

যথা ললিতমাধবে ১। ১০

সূত্রধার কহিলেন, আর্য্যে, কেন এরূপ বলিতেছেন, দেখুন দেখুন—

চকাস্তি শরদুৎসবঃ স্ফুরতি বৈষ্ণবানাং সভা
চিরস্য গিরিরুদ্গিরত্যমলকীর্ত্তিধারাং হরেঃ।
কিমন্যদিহ মাধবো মধুরমূর্ত্তিরুদ্ভাসতে
তদেষ পরমোদয়স্তব বিশুদ্ধপুণ্যশ্রিয়ঃ ॥ ২৬ ॥

অথ আমুখং ॥

সূত্রধারো নটীং ব্রূতে স্বকার্য্যং প্রতিযুক্তিতঃ।
প্রস্তুতাক্ষেপিচিত্রোক্ত্যা যত্তদামুখমীরিতং ॥ ২৭ ॥
ত্রীণ্যামুখাঙ্গান্যুচ্যন্তে কথোদ্ঘাতঃ প্রবর্ত্তকং।
প্রয়োগাতিশয়শ্চেতি তথা বীথ্যঙ্গযুগ্মকং।
উদ্ঘাত্যকাবলগিতসঙ্গকং মুনিনোদিতং ॥ ২৮ ॥

এই শরৎকালীয় উৎসব, ইহাতে বৈষ্ণবদিগের সভা বিরাজমান, এবং এই গিরি চিরকাল ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণের অমল কীর্ত্তিধারা উদ্গিরণ করিতেছে, অধিক কি, এখানে মধুরমূর্ত্তি মাধব প্রকাশ পাইতেছেন, অতএব এ একটী আপনার বিশুদ্ধ পুণ্য সম্পদের পরমোদয় বলিতে হইবে ॥ ২৬ ॥

অথ আমুখ।

সূত্রধার নটীর প্রতি যুক্তিপ্রদর্শন পূর্ব্বক যে স্বকার্য্য কীর্ত্তন করেন তাহাকে আমুখ কহে। এমন একটু বিচিত্র কৌশল থাকিবে, যাহাতে ঐ স্ব কার্য্য কীর্ত্তনটী নাটকের ভাবি প্রতিপাদ্য বিষয়েরও সূচনা করিয়া দেয় ॥ ২৭ ॥

এই আমুখের তিনটী অঙ্গ। কথোদ্ঘাত, প্রবর্ত্তক, ও প্রয়োগাতিশয়। অপিচ পূর্ব্বে ২৪ শ্লোকে চতুরঙ্গা ভারতী বৃত্তির

তত্র কথোদ্ঘাতঃ ॥

সূত্রিবাক্যং তদর্থং বা স্বেতিবৃত্তসমং যদা।
স্বীকৃত্য প্রবিশেৎ পাত্রং কথোদ্ঘাতঃ স কীর্ত্তিতঃ॥২৯

যথা হরিবিলাসে ॥

নিরুপমমহিমধুরাণাং জগতীদুর্ব্বোধভাবানাং।
লোকোত্তরচরিতানাং হৃদয়ং কো জ্ঞাতুমীশীত ॥

(নেপথ্যে) হন্ত ভোঃ সত্যমাত্থ লোকোত্তরচরিতানাং হৃদয়ং কো জ্ঞাতুমীশীতেতি ॥ ৩০ ॥

অন্তর্গত দ্বিতীয়াঙ্গ বীথী, তাহার অঙ্গ দুইটী উদ্‌ঘাত্যক ও অবলগিত। ইহাই ভরত মুনির কথিত ॥ ২৮ ॥

এতন্মধ্যে কথোদ্‌ঘাত।

নিজের ইতিবৃত্ত বা চরিত্র সমন্বিত সূত্রধারের বাক্য বা বাক্যার্থ স্বীকার করিয়া যখন পাত্র প্রবেশ করেন, তাদৃশ বর্ণনাকে কথোদ্ঘাত নামক প্রস্তাবনা কহে ॥ ২৯ ॥

যথা হরিবিলাসে—

যাঁহাদিগের মাহাত্ম্য নিরুপমও অতি মধুর, এবং ভাবসমূহ জগতের দুর্ব্বোধ, সেই অলৌকিক চরিত্রশালি মহাত্মাদিগের হৃদয় জানিতে কে সমর্থ ?

এই কথা বলিবার অব্যবহিত পরেই নেপথ্য অর্থাৎ বেশ গৃহের মধ্যে উচ্চারিত হইল—

কি আনন্দ! আপনি সত্যই বলিয়াছেন— "অলৌকিক চরিত্রশালি মহাত্মাদিগের হৃদয় জানিতে কে সমর্থ ?" এখানে

অথ প্রবর্ত্তকং ॥

আক্ষিপ্তঃ কালসাম্যেন প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ প্রবর্ত্তকং॥৩১

যথা কেশবচরিতে ॥

উল্লাসয়ন্ সুমনসাং পরিতঃ কলাপং
সংবর্দ্ধয়ন্ সপদি বৈভবমুদ্ধবস্য।
ধীরং মুনেরপি মনো মদয়ন্ সমন্তা-
দানন্দনো মিলতি সুন্দরি মাধবোঽয়ং ॥

সূত্রধারের বাক্য স্বীকার করিয়া নেপথ্য হইতে পাত্র প্রবেশ হইতেছে, অতএব কথোদ্‌ঘাত প্রস্তাবনা বুঝিতে হইবে ॥ ৩০ ॥

অথ প্রবর্ত্তক।

কাল সাম্য বশতঃ যদি প্রবৃত্তি হয় এবং পাত্র আক্ষিপ্ত বা আকৃষ্ট হয় তাহাকে প্রবর্ত্তক কহে। অর্থাৎ সূত্রধার প্রবৃত্ত কালকে আশ্রয় করিয়া যথায় বর্ণন করেন ও সেই প্রবৃত্তকাল বর্ণনায় যদি পাত্রের প্রবেশ হয় তাহাই প্রবর্ত্তক নামক প্রস্তাবনা। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও বলিয়াছেন—"প্রভু কহে কোন মুখে পাত্র সন্নিধান। রায় কহে কালসাম্যে প্রবর্ত্তক নাম" ॥ ৩১ ॥

যথা কেশব চরিতে—

হে সুন্দরি, চতুর্দ্দিকে পুষ্প বা সাধু সমূহকে উল্লাসিত করিতে করিতে, উৎসব বা উদ্ধবের বৈভবকে শীঘ্র বৰ্দ্ধিত করিতে করিতে অধিক কি, মুনিগণের ধীর অন্তঃকরণকেও উন্মত্ত করিতে করিতে এবং সর্ব্বপ্রকারে আনন্দোৎপাদন করিতে করিতে দেখ এই মাধব (বসন্ত বা শ্রীকৃষ্ণ) আসিয়া মিলিত হইতেছেন।

ইতি নিষ্ক্রান্তৌ ততঃ প্রবিশতি মাধবঃ ॥ ৩২ ॥

যথা বা বিদগ্ধমাধবে ॥

সোঽয়ং বসন্তসময়ঃ সমিয়ায় যস্মিন্
পূর্ণং তমীশ্বরমুপোঢ়নবানুরাগং।
গূঢ়গ্রহা রুচিরয়া সহ রাধয়াসৌ
রঙ্গায় সঙ্গময়িতা নিশি পৌর্ণমাসী ॥ ৩৩ ॥

এই কথা বলিয়া নটী ও সূত্রধার রঙ্গভূমি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে পর মাধব প্রবেশ করিতেছেন ॥ ৩২ ॥

অথবা বিদগ্ধমাধবে ১। ১৭

প্রথমার্থ—

সেই এই বসন্ত সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। এ সময়ে নিশাকালে উদয়রাগরঞ্জিত নিশানাথকে সুশোভিত করিবার জন্য মনোহর বিশাখা নক্ষত্রের সহিত পৌর্ণমাসী অন্যান্য গ্রহ প্রকাশ করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। (প্রত্যেক বৈশাখী পূর্ণিমায় বিশাখা নক্ষত্রের প্রায় সম্ভব থাকে, এজন্য উক্ত বর্ণনা হইল)।

দ্বিতীয়ার্থ—

নিশাকালে নবানুরাগে অনুরক্ত পূর্ণতম ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের, কৌতুহল আবিষ্করণার্থ গূঢ় আগ্রহ সহকারে সুন্দরী শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়া পৌর্ণমাসী দেবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৩ ॥

অথ প্রয়োগাতিশয়ঃ ॥

এষোঽয়মিত্যুপক্ষেপাৎ সূত্রধারপ্রয়োগতঃ।
প্রবেশসূচনং যত্র প্রয়োগাতিশয়ো হি সঃ ॥ ৩৪ ॥

যথা ললিতমাধবে গর্ভাঙ্কে ॥

বৃদ্ধয়া শশ্বদারব্ধনিরোধামপি রাধিকাং।
নিরাবাধং সদা সাধু রময়ত্যেষ মাধবঃ ॥ ৩৫ ॥

অথোদ্ঘাত্যকং ॥

পদানি ত্বগতার্থানি তদর্থগতয়ে নরাঃ।
যোজয়ন্তি পদৈরন্যৈস্তদুদ্ঘাত্যকমুচ্যতে ॥ ৩৬ ॥

অথ প্রয়োগাতিশয়।

সূত্রধারের প্রয়োগে "এই আমি" ইত্যাকার উপক্ষেপ বা উদ্বোধক বাক্য বশতঃ যথায় পাত্রপ্রবেশের সূচনা হয়, অর্থাৎ এক প্রয়োগে অন্য প্রয়োগ সাধিত হয়, তাহার নাম প্রয়োগাতিশয় নামক প্রস্তাবনা ॥ ৩৪ ॥

যথা ললিতমাধবে গর্ভাঙ্কে। ১৬।

বৃদ্ধা জটিলা নিরন্তর শ্রীরাধাকে অবরোধ করিয়া রাখিলেও মাধব সর্ব্বদা সুন্দররূপে তাঁহার সহিত বিহার করিয়া থাকেন। (এই বাক্যের পরেই মাধবের প্রবেশ বর্ণিত আছে) ॥ ৩৫ ॥

অথ উদ্ঘাত্যক।

সূত্রধার যে পদ উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা পাত্রের নিজাভিপ্রেত না হইলেও তাহাকে নরগণ যদি নিজাভিপ্রেত ভাবিয়া নিজাভিপ্রায় বোধক পদ দ্বারা নিজাভিপ্রেত বিষয়ে সংক্রামিত করেন, তাদৃশ বাক্যসমন্বিত বর্ণনাই উদ্ঘাত্যক নামক প্রস্তাবনা ॥ ৩৬ ॥

যথা ললিতমাধবে ॥

নটতা কিরাতরাজং নিহত্য রঙ্গস্থলে কলানিধিনা।
সময়ে তেন বিধেয়ং গুণবতি তারাকরগ্রহণং ॥৩৭॥

(নেপথ্যে) হন্ত রাধামাধবয়োঃ পাণিবন্ধং কংস-ভূপতের্ভয়াদভিব্যক্তমুদাহর্তুমসমর্থো নটতা কিরাত-রাজমিত্যপদেশেন বোধয়ন্ ধন্যঃ কোহয়ং চিন্তা-বিক্লবাং মামাশ্বাসয়তি ইতি তত্র পৌর্ণমাসী-প্রবেশঃ ॥ ৩৮ ॥

যথা ললিতমাধবে ১।২০।

কলানিধি নৃত্য করিতে করিতে রঙ্গস্থলে কিরাতরাজকে বধ করিয়া তিনি পূর্ণমনোরথ নামক সময়ে তারার কর গ্রহণ করিবেন ॥ ৩৭ ॥

এই কথার পর নেপথ্যে বলা হইল, কি আশ্চর্য্য! কংস ভূপতির ভয়ে সুস্পষ্ট ভাবে বলিতে না পারিয়া, "নৃত্য করিতে করিতে কিরাত রাজ" এই শব্দচ্ছলে যিনি শ্রীরাধামাধবের পাণি গ্রহণ বুঝাইয়া দিলেন, এই ধন্য ব্যক্তি কে? আমি চিন্তাকুল ছিলাম, আমাকে ঐ বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিলেন, এই কথায় পৌর্ণ-মাসীর প্রবেশ হইয়াছে। (এখানে কিরাতরাজ কংস, তারা শ্রীরাধা এবং করগ্রহণ পাণিগ্রহণ অর্থাৎ বিবাহ, সুতরাং অপরের ভিন্নার্থ শব্দকে নিজাভিপ্রায় বোধক করা হইল বলিয়া উদ্ঘাত্যক প্রস্তাবনা হইল ॥ ৩৮ ॥

অথাবলগিতং ॥

যত্রৈকস্মিন্ সমাবেশ্য কার্য্যমন্যৎ প্রসাধ্যতে।
পরানুরোধাত্তজ্জ্ঞেয়ং নাম্নাঽবলগিতং বুধৈঃ ॥

যথা কংসবধে ॥

নটরাজ পুরুষোত্তম কথং বিলম্বসে।
(নেপথ্যে) ভোঃ কস্ত্বমসি যদত্র মাং ত্বরয়সি।

সূত্রধারঃ। কথময়ং গোপালবেশো ভগবানুপস্থিত এব পশ্য পশ্য ইত্যাদি ॥ ৩৯ ॥

শৃঙ্গারপ্রচুরে নাট্যে যুক্তমামুখমেব হি।

অথ অবলগিত।

একবাক্যে সমাবেশ করিয়া যথায় পরানুরোধে অন্য কার্য্য সাধিত হয় তাহাকে বুধগণ অবলগিত প্রস্তাবনা কহেন।

যথা কংসবধে।

হে নটরাজ পুরুষোত্তম! কেন বিলম্ব করিতেছ?

এই কথার পর নেপথ্যে বলিল, "আঃ কে হে তুমি, যে আমাকে এত ত্বরা করিতেছ?"

এই কথার পর সূত্রধার কহিলেন, এই যে গোপালবেশধারী ভগবানই উপস্থিত হইয়াছেন, দেখ দেখ। এস্থলে নটরাজের সত্বর আহ্বানে গোপালবেশধারী ভগবানের উপস্থিতি অবলগিত প্রস্তাবনার স্থল ॥ ৩৯ ॥

শৃঙ্গার রসপ্রধান নাটকে কথোদ্ঘাত, প্রবর্ত্তক ও প্রয়োগাতিশয় এই তিন অঙ্গযুক্ত আমুখ অর্থাৎ প্রস্তাবনা করাই সঙ্গত। এজন্য

বীথী প্রহসনঞ্চেতি দ্বিবিধে নাত্র লক্ষিতে ॥
অতএবামুখং তত্র ভবেল্ললিতমাধবে ॥ ৪০ ॥
প্রস্তাবনাস্থাপনে দ্বে আমুখস্যাপরে ভিদে।
ইত্যাখ্যায় স্ফুটং কেচিত্তয়োঃ কুর্ব্বন্তি লক্ষণং ॥৪১
বীরাদ্ভুতাদিপ্রায়েষু ভবেৎ প্রস্তাবনোচিতা।
হাস্য-বীভৎস-রৌদ্রাদৌ প্রায়েণ স্থাপনা মতা ॥৪২॥
অথ সন্ধিঃ ॥
একৈকস্যাস্ত্ববস্থায়াঃ প্রকৃত্যা চৈকয়ৈকয়া।
যোগঃ সন্ধিরিতি জ্ঞেয়ো নাট্যবিদ্যাবিশারদৈঃ ॥৪৩

এস্থলে বীথী ও প্রহসনের লক্ষণাদি করা হইল না। অতএব ললিতমাধব নাটকে আমুখ প্রস্তাবনাই করা হইয়াছে, কারণ ললিতমাধব শৃঙ্গাররসপ্রধান নাটক ॥ ৪০ ॥

কোন কোন পণ্ডিত প্রস্তাবনা ও স্থাপনা নামে আমুখের অপর দুইটী ভেদ স্বীকার করিয়া তাহার লক্ষণও করিয়া থাকেন ॥৪১॥

বীররস ও অদ্ভুতাদি রসপ্রধান নাটকে প্রস্তাবনা করা উচিত আর হাস্য, বীভৎস ও রৌদ্রাদি রসপ্রধান নাটকে স্থাপনা করা উচিত ॥ ৪২ ॥

এক এক অবস্থা এবং এক এক প্রকৃতি দ্বারা যে যোগ তাহাকে নাট্যবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণ সন্ধি বলিয়া উল্লেখ করেন ॥ ৪৩ ॥

তত্র প্রকৃতিঃ ॥

পাঞ্চবিধ্যাৎ কথায়াস্তু প্রকৃতিঃ পঞ্চধা স্মৃতা।
বীজং বিন্দুঃ পতাকা চ প্রকরী কার্য্যমেব চ ॥৪৪॥

তত্র বীজং ॥

যত্তু স্বল্পমুপক্ষিপ্তং বহুধা বিস্তৃতিং গতং।
কার্য্যস্য কারণং ধীরৈস্তদ্বীজমিতি কথ্যতে ॥ ৪৫ ॥

যথা ললিতমাধবে প্রথমদ্বিতীয়য়োরঙ্কয়োঃ কল্পিতে মুখসন্ধৌ নিরূঢ়ো রাধামাধবয়োরনুরাগো বীজমুচ্যতে ॥ ৪৬ ॥

অথ বিন্দুঃ ॥

ফলে প্রধানে বীজস্য প্রসঙ্গোক্তৈঃ ফলান্তরৈঃ।

তন্মধ্যে প্রকৃতি যথা।

বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী, কার্য্য এইরূপে কথা পঞ্চপ্রকার থাকায় প্রকৃতিও পঞ্চপ্রকার ॥ ৪৪ ॥

বীজ যথা—

প্রথমে যে কার্য্যকে স্বল্পমাত্রায় আরম্ভ করা যায়, কিন্তু তাহা বহু প্রকারে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, অথচ তাহা কার্য্যের কারণ স্বরূপ, ইহা নাট্যশাস্ত্রে বীজ নামে কথিত ॥ ৪৫ ॥

যেমন—ললিতমাধবের প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কে মুখসন্ধি কল্পিত হইলে শ্রীরাধামাধবের যে নিরূঢ় অনুরাগ, তাহাই বীজ বলিয়া কথিত ॥ ৪৬ ॥

বিন্দু যথা—

প্রাসঙ্গিক ভাবে কথিত বীজের ভিন্ন ভিন্ন ফল দ্বারা নাটকের

বিচ্ছিন্নে যদবিচ্ছেদকারণং বিন্দুরুচ্যতে ॥ ৪৭ ॥

যথা তত্রৈব তৃতীয়চতুর্থয়োঃ কল্পিতে প্রতিমুখ-সন্ধৌ কৃষ্ণপুরগমনাদিনা মুখ্যফলে বিচ্ছিন্নে তেনৈব সমাশ্বাসনং "এতাস্তূর্ণং নয়ত কিয়তীঃ" ইত্যাদি সূর্য্যবাক্যশ্রবণজনিতকৃষ্ণপ্রত্যাশানীরে মঙ্ক্ষু মিমঙ্ক্ষু-মিত্যাদ্যুক্ত্যা গর্ভাঙ্কশ্চ বিন্দুঃ ॥ ৪৮ ॥

(৫) অথ পতাকা ॥

যৎপ্রধানোপকরণং প্রসঙ্গাৎ স্বার্থমৃচ্ছতি।
সা পতাকা বুধৈঃ প্রোক্তা যাদবামাত্যবৃত্তবৎ ॥৪৯

প্রধান ফল বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ ব্যবহিত হইলেও যাহা অবিচ্ছেদের কারণ, তাহাই বিন্দু নামে কথিত ॥ ৪৭ ॥

যেমন—ললিতমাধবের তৃতীয় চতুর্থ অঙ্কে প্রতিমুখ সন্ধি কল্পিত হইলে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাগমনাদি কার্য্যে মুখ্যফল ব্যবহিত হইলেও "ইহাদের মধ্যে কতিপয় প্রেয়সীকে সত্বর লইয়া যাও" ইত্যাদি সূর্য্য বাক্য শুনিয়া তাঁহাদিগের কৃষ্ণলাভের প্রত্যাশা হয়, এবং সেই প্রত্যাশানীরে সত্বর তাঁহারা মজ্জনেচ্ছু হইয়াছেন" এই-রূপ ভাবে শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন তাহাই এস্থলে বিন্দুনামে খ্যাত অথবা গর্ভাঙ্ককেও বিন্দু বলা যায় ॥ ৪৮ ॥

(৫) অথ পতাকা।

যাহা প্রধান উপকরণ, তাহাই যদি প্রসঙ্গাধীন অথবা অতর্কিত ভাবে নিজের অর্থকে প্রকাশ করে, তবে তাহাকে পণ্ডিতগণ পতাকা বলিয়া থাকেন। যেমন ললিতমাধব নাটকের যাদব মন্ত্রির চরিত্র ॥ ৪৯ ॥

যথা তত্রৈব পঞ্চমষষ্ঠয়োঃ কল্পিতে গর্ভসন্ধৌ
পৌর্ণমাস্যুদ্ধববৃত্তং পতাকা ॥ ৫০ ॥

অথ প্রকরী ॥

যৎ কেবলং পরার্থস্য সাধকস্য প্রাদেশভাক্ ।
প্রকরী সা সমুদ্দিষ্টা নববৃন্দাদিবৃত্তবৎ ॥ ৫১ ॥

যথা তত্রৈব সপ্তমাষ্টময়োঃ কল্পিতে বিমর্ষসন্ধৌ
যথা নববৃন্দাবকুলাদিবৃত্তং প্রকরী ॥ ৫২ ॥

অথ কার্য্যং ॥

বস্তুনস্তু সমস্তস্য সাধ্যং কার্য্যমিতি স্মৃতং ॥

ললিতমাধব নাটকের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অঙ্কে গর্ভসন্ধি কল্পিত হইলে পৌর্ণমাসী ও উদ্ধবের যে চরিত্র তাহাই পতাকার উদাহরণ ॥ ৫০ ॥

অথ প্রকরী ।

যাহা কেবল পরার্থের সাধক ও একদেশবর্ত্তী, সেই চরিত্রকে প্রকরী কহে, যেমন ললিতমাধবের নববৃন্দাদির চরিত্র অর্থাৎ নববৃন্দার রচিত নববৃন্দাবনে শ্রীরাধাগোবিন্দের উদ্বাহ সম্মিলন, এখানে নববৃন্দার কার্য্যটী এক স্থানে সংঘটিত, কিন্তু উদ্বাহরূপ পরার্থটী তাহা হইতে সম্পন্ন হইয়াছে ॥ ৫১ ॥

ললিতমাধবের সপ্তম ও অষ্টম অঙ্কে বিমর্ষ সন্ধি কল্পিত হইলে নববৃন্দা ও বকুলাদির চরিত্রই প্রকরী ॥ ৫২ ॥

অথ কার্য্য ।

সমস্ত বস্তুর যাহা সাধ্য, তাহাই কার্য্য নামে কথিত । যথা

রাধামাধবয়োঃ সঙ্গো যথা ললিতমাধবে ॥ ৫৩ ॥
যথাত্র নবমদশময়োঃ কল্পিতে নির্বহণসন্ধৌ
রাধামাধবয়োঃ পুনঃ সঙ্গমপুরঃসরক্রীড়াদি ॥ ৫৪ ॥
প্রধানমঙ্গমিতি চ তত্তু স্যাদ্দ্বিবিধং পুনঃ।
প্রধানং নেতৃচরিতং ব্যাপি কৃষ্ণস্য চেষ্টিতং ॥৫৫॥
নায়কার্থকৃদঙ্গং স্যাৎ নায়কেতরচেষ্টিতং।
নিত্যং পতাকা প্রকরী চাঙ্গং বীজাদয়ঃ ক্বচিৎ ॥৫৬
বীজত্বাদ্বীজমাদৌ স্যাৎ ফলত্বাৎ কার্য্যমন্ততঃ।
তয়োঃ সন্ধানহেতুত্বাৎ মধ্যে বিন্দুং মুহুঃ ক্ষিপেৎ।
যথাযোগং পতাকায়াঃ প্রকর্য্যাশ্চ নিবেশনং ॥৫৭॥

ললিতমাধবে শ্রীরাধামাধবের সঙ্গ অর্থাৎ মিলন ॥ ৫৩ ॥

যেমন ললিতমাধবের নবম ও দশম অঙ্কে নির্বহণ সন্ধি কল্পিত হইলে শ্রীরাধামাধবের পুনর্ব্বার সঙ্গ ও পরস্পর ক্রীড়াদি ॥ ৫৪ ॥

সেই কার্য্য দুই প্রকার। প্রধান এবং অঙ্গ। ব্যাপক ভাবে নায়কের আচরিত যে শ্রীকৃষ্ণচেষ্টা তাহাই প্রধান। নায়ক ভিন্ন অপরের চেষ্টিত অথচ নায়কের প্রয়োজন-সাধক তাহাই অঙ্গ। পতাকা, প্রকরী এবং বীজাদিকেও কোন কোন স্থলে নিত্যরূপে অঙ্গ বলিয়া গণনা করা যায় ॥ ৫৫ ॥ ৫৬ ॥

বীজ অর্থাৎ কারণ বলিয়া বীজ আদিতে এবং ফল অর্থাৎ সাধ্য বলিয়া কার্য্য অন্তে কথিত হয়। বীজও কার্য্যের সন্ধানের হেতু বলিয়া মধ্যস্থলে বিন্দুকে বার বার ক্ষেপণ করিবে। এবং যোগ অনুসারে পতাকা ও প্রকরীরও নিবেশ করিবে ॥ ৫৭ ॥

অতএবাত্র ॥

স্ফুরন্মণিসরাধিকং নবতমালনীলং হরে-

রুদূঢ়নবকুঙ্কুমং জয়তি হারি বক্ষঃস্থলং।

উডুস্তবকিতং সদা তড়িদুদীর্ণলক্ষ্মীভরং

যদভ্রমিব লীলয়া স্ফুটমদভ্রমুদ্ভ্রাজতে ॥ ৫৮ ॥

এবং ষষ্ঠসপ্তমাদিষ্বপি বিন্দুর্দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৫৯ ॥

(৬) অথাবস্থা ॥

কার্য্যস্য পঞ্চধাবস্থা নায়কাদিক্রিয়াবশাৎ।

আরম্ভ-যত্ন-প্রাপ্ত্যাশা-নিয়তাপ্তি-ফলাগমাঃ ॥ ৬০ ॥

যথা ললিতমাধবে ৫। ২২।

যে বক্ষে মণিমালা সমধিক স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, যাহা নবীন তমালবৎ নীলবর্ণ, গাঢ় কুঙ্কুম লিপ্ত, নক্ষত্রমালা নামক হারবিশেষে বিভূষিত, শ্রীবৎসচিহ্নরূপ লক্ষ্মীদেবীর বাসস্থান এবং যাহা লীলায় মেঘতুল্য সমধিক বিরাজিত সেই হারযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ বক্ষস্থলের আজ্ জয় হউক্ ॥ ৫৮ ॥

এইরূপ ষষ্ঠ ও সপ্তম প্রভৃতি অঙ্কেও বিন্দুর পর্য্যালোচনা করিবে ॥ ৫৯ ॥

(৬) অথ অবস্থা।

নায়কাদির ক্রিয়াবশতঃ কার্য্যের অবস্থা পাঁচ প্রকার। আরম্ভ, যত্ন, প্রাপ্ত্যাশা, নিয়তাপ্তি এবং ফলাগম ॥ ৬০ ॥

তত্রারম্ভঃ ॥

বুধৈর্মুখ্যফলোদ্যোগ আরম্ভ ইতি কথ্যতে ॥৬১॥

যথা ললিতমাধবে মুখসন্ধৌ রাধামাধবয়োরন্যোন্যসঙ্গমায় ব্যবসায় আরম্ভঃ ॥ ৬২ ॥

অথ যত্নঃ ॥

যত্নস্তু তৎফলপ্রাপ্তাবৌৎসুক্যেন তু বর্ত্তনং ॥ ৬৩ ॥

যথা তত্রৈব প্রতিমুখসন্ধৌ রাধয়া কৃষ্ণস্যান্বেষণং কৃষ্ণেন চ গন্ধর্ব্বিকৃতনৃত্যাদৌ রাধাবলোকনায়োদ্যমো যত্নঃ ॥ ৬৪ ॥

তন্মধ্যে আরম্ভ।

মুখ্য ফলের উদ্‌যোগকে পণ্ডিতগণ আরম্ভ বলিয়া থাকেন ॥৬১॥

যেমন ললিতমাধবে মুখসন্ধিতে রাধামাধবের পরস্পর সঙ্গমের জন্য যে উদ্‌যোগ, তাহাই এস্থলে আরম্ভ ॥ ৬২ ॥

অথ যত্ন।

ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে উৎসুকতা সহকারে যে প্রবৃত্তি হয় তাহার নাম যত্ন ॥ ৬৩ ॥

যেমন ললিতমাধবের প্রতিমুখ সন্ধিতে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ এবং গন্ধর্ব্বিকৃত নৃত্যাদিতে শ্রীরাধার সন্দর্শন জন্য শ্রীকৃষ্ণের যে উদ্যম, তাহাই এস্থলে যত্ন ॥ ৬৪ ॥

অথ প্রাপ্ত্যাশা ॥

প্রাপ্ত্যাশা তু নিজার্থস্য সিদ্ধিসম্ভাবনা মতা ॥ ৬৫ ॥

তথাচ মুনিনাপ্যুক্তং ॥

ঈষৎ প্রাপ্তির্যদা কাচিৎ ফলস্য পরিকল্প্যতে ।

ভাবমাত্রেণ তং প্রাহুর্বিধিজ্ঞাঃ প্রাপ্তিসম্ভবং ॥৬৬॥

যথা তত্রৈব গর্ভসন্ধৌ রাধায়াঃ সত্রাজিতি সমর্পণেন কৃষ্ণস্য চ ললিতাশঙ্খচূড়রত্নাদিলাভাদিনা সম্ভাবনাযোগ্যত্বাৎ প্রাপ্ত্যাশা ॥ ৬৭ ॥

অথ নিয়তাপ্তিঃ ॥

নিয়তাপ্তিরবিঘ্নেন কার্য্যসংসিদ্ধিনিশ্চয়ঃ ॥ ৬৮ ॥

অথ প্রাপ্ত্যাশা ।

নিজ প্রয়োজনের যে সিদ্ধি সম্ভাবনা, তাহাই প্রাপ্ত্যাশা নামে কথিত ॥ ৬৫ ॥

এজন্য ভরত মুনিও বলিয়াছেন, যথা—

যৎকালে প্রার্থনীয় ফলের ভাবমাত্রে কোন ঈষৎ প্রাপ্তি পরিকল্পিত হয়, বিধিজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহাকেই প্রাপ্তিসম্ভব বা প্রাপ্ত্যাশা বলিয়া থাকেন ॥ ৬৬ ॥

যেমন ললিতমাধবের গর্ভসন্ধিতে, সত্রাজিতের প্রতি শ্রীরাধাকে সমর্পণ করিলে পর, ললিতা ও শঙ্খচূড় রত্নাদির লাভ বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের সম্ভাবনা যোগ্যত্ব হওয়ায় প্রাপ্ত্যাশা কথিত হইয়াছে ॥৬৭॥

অথ নিয়তাপ্তি ।

নির্ব্বিঘ্নে কার্য্যসিদ্ধির যে নিশ্চয় জ্ঞান, তাহাই নিয়তাপ্তি নামে কথিত ॥ ৬৮ ॥

যথা তত্রৈব বিমর্শসন্ধৌ রাধাদর্শনাদবিঘ্নেন ফলসংসিদ্ধিনিশ্চয়ান্নিয়তাপ্তিঃ ॥ ৬৯ ॥

অথ ফলাগমঃ ॥

নিজাভীষ্টফলাবাপ্তির্ভবেদেব ফলাগমঃ ॥ ৭০ ॥

যথা তত্রৈব ॥

নির্বহণসন্ধৌ ব্রজবন্ধুসমাগম-রাধালাভ-রত্নাভিষেকাদিঃ ফলাগমঃ ॥ ৭১ ॥

পতাকায়াস্ত্ববস্থানং ক্বচিদস্তি ন বা ক্বচিৎ।
পতাকয়া বিহীনে তু বীজবিন্দূ নিবেশয়েৎ ॥ ৭২ ॥

যেমন ললিতমাধবের বিমর্শ সন্ধিতে শ্রীরাধাকে সন্দর্শন করিয়া নির্ব্বিঘ্নে ফলসিদ্ধির নিশ্চয় হওয়ায় নিয়তাপ্তি হইয়াছে ॥ ৬৯ ॥

অথ ফলাগম।

নিজের অভিলষিত ফলের যে প্রাপ্তি, তাহাই ফলাগম নামে পরিগণিত ॥ ৭০ ॥

যেমন ললিতমাধবের নির্ব্বহণ সন্ধিতে ব্রজবাসিবন্ধুগণের সমাগম, শ্রীরাধার লাভ, ও রত্নাভিষেকাদি ব্যাপারই ফলাগম ॥৭১॥

পতাকার অবস্থান কোথাও হইতেও পারে, আবার না হইতেও পারে, কিন্তু যথায় পতাকার অবস্থান না হইবে, তথায় বীজ ও বিন্দুর নিবেশ কর্ত্তব্য ॥ ৭২ ॥

(৭) অথ সন্ধ্যঙ্গানি ।।

মুখ্যপ্রয়োজনবশাৎ কথাঙ্গীনাং সমন্বয়ে।
অবান্তরার্থসম্বন্ধঃ সন্ধিঃ সন্ধানরূপকঃ ।। ৭৩ ।।
মুখপ্রতিমুখে গর্ভবিমর্শাবুপসংহৃতিঃ।
পঞ্চৈতে সন্ধয়স্তেষু মুখলক্ষণমুচ্যতে ।। ৭৪ ।।

(৮) অথ মুখং ।।

মুখং বীজসমুৎপত্তির্নানার্থরসসম্ভবা ।। ৭৫ ।।
অত্র তু দ্বাদশাঙ্গানি বীজারম্ভানুরোধতঃ।
রাধামাধবয়োরত্র প্রেমবীজসমুদ্ভবঃ।
সূচিতঃ সৌষ্ঠবাত্তত্র যথা ললিতমাধবে ॥ ৭৬ ॥

(৭) অথ সন্ধ্যঙ্গ সকল।

প্রধান প্রয়োজন বশতঃ কথাঙ্গ সকলের সমন্বয় বিষয়ে অবান্তর প্রয়োজনের যে সম্বন্ধ, ইহাকেই সন্ধি কহে, ইহা সন্ধানরূপ অর্থাৎ উভয়ের সংযোগকারী ॥ ৭৩ ॥

মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ, উপসংহৃতি, সন্ধির অঙ্গ এই পাঁচ প্রকার। ইহাদিগের মধ্যে মুখ-লক্ষণ বলা যাইতেছে ॥ ৭৪ ॥

(৮) অথ মুখ।

যাহাতে নানাবিধ রসের সম্ভব হইয়া থাকে এই রূপে যে বীজের সমুৎপত্তি অর্থাৎ প্রারম্ভাবস্থা তাহার নাম মুখ ॥ ৭৫ ॥

ললিত মাধব নাটকে বীজ নামক নাট্যাঙ্গে শ্রীরাধামাধবের প্রেমবীজ সুন্দর রূপে সূচিত হইয়াছে, সুতরাং বীজারম্ভ অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া তাহার দ্বাদশটী অঙ্গ বলা যাইতেছে ॥ ৭৬ ॥

উপক্ষেপঃ পরিকরঃ পরিন্যাসো বিলোভনং।
যুক্তিঃ প্রাপ্তিঃ সমাধানং বিধানং পরিভাবনা।
উদ্ভেদ-ভেদ-করণান্যেষাং লক্ষণমুচ্যতে ॥ ৭৭ ॥

তত্রোপক্ষেপঃ ॥

উপক্ষেপস্তু বীজস্য সূচনং কথ্যতে বুধৈঃ ॥ ৭৮ ॥

যথা ললিতমাধবে প্রথমেঽঙ্কে।

পৌর্ণমাসী। হন্ত রাধামাধবয়োরিতি পঠিত্বা বৎসে গার্গি শ্রূয়তাং।

কৃষ্ণাপাঙ্গতরঙ্গিতদ্যুমণিজাসম্ভেদবেণীকৃতে
রাধায়াঃ স্মিতচন্দ্রিকাসুরধুনীপূরে নিপীয়ামৃতং।

উপক্ষেপ, পরিকর, পরিন্যাস, বিলোভন, যুক্তি, প্রাপ্তি, সমাধান, বিধান, পরিভাবনা, উদ্ভেদ এবং করণ। এই দ্বাদশটী বীজাঙ্গের যথাক্রমে লক্ষণ বলা যাইতেছে ॥ ৭৭ ॥

তন্মধ্যে উপক্ষেপ।

বীজের সূচনাকে পণ্ডিতগণ উপক্ষেপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন ॥ ৭৮ ॥

যথা ললিতমাধবে প্রথমাঙ্কে ২৩।

পৌর্ণমাসী "রাধামাধবের" এইমাত্র পাঠ করিয়া কহিলেন, হে বৎসে গার্গি (নান্দীমুখি!) শ্রবণ কর।

শ্রীকৃষ্ণের অপাঙ্গতরঙ্গরূপ যমুনা, আর শ্রীরাধার হাস্যচন্দ্রিকা-রূপ সুরধুনী, এই উভয়ের সম্মীলনে বেণী (সঙ্গম) হওয়ায়, সেই বেণীবন্যাতে আমরা অমৃত পান করিয়া অন্তঃকরণের সন্তোষরূপ

অন্তস্তোষতুষারসংপ্লবলবব্যালীঢ়তাপোচ্চয়াঃ
ক্রান্ত্বা সপ্ত জগন্তি সংপ্রতি বয়ং সর্ব্বোর্দ্ধমধ্যাস্মহে॥৭৯

অত্র রাধামাধবয়োরন্নুরাগবীজস্য সূচনমুপ-ক্ষেপঃ ॥ ৮০ ॥

অথ পরিকরঃ ॥

বীজস্য বহুলীকারো জ্ঞেয়ঃ পরিকরো বুধৈঃ ॥৮১॥

যথা তত্রৈব ॥

গার্গী। (সংস্কৃতেন)।

হ্রিয়মবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ, কর্ষতি রাধাং বনায় যা নিপুণা।
সা জয়তি নিসৃষ্টার্থা, বরবংশজকাকলী দূতী ॥৮২॥

হিম সংপ্লাবনে তাপরাশি হইতে পরিমুক্ত হইয়া সম্প্রতি সপ্ত জগৎ আক্রমণ পূর্ব্বক সকলের ঊর্দ্ধভাগে বর্ত্তমান রহিয়াছে॥ ৭৯ ॥

এস্থলে রাধামাধবের পরস্পর চক্ষূরাগ বর্ণিত হওয়ায় অনুরাগ-বীজের সূচনা হইয়াছে, সুতরাং উপক্ষেপ বুঝিতে হইবে ॥ ৮০ ॥

অথ পরিকর।

বীজের বহুলীকরণকে পণ্ডিতগণ পরিকর বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন ॥ ৮১ ॥

যথা ললিতমাধবে ১ম অঙ্কে ৫০।

গার্গী সংস্কৃতভাষায় কহিলেন।

লজ্জাহরণপূর্ব্বক গৃহ হইতে যে শ্রীরাধাকে বনমধ্যে আকর্ষণ করিয়া থাকে, সেই নিপুণা ও উৎকৃষ্ট বংশজাত মুরলীর কাকলী

অত্র বনাকর্ষণাদিনা অনুরাগবীজস্য বহুলীকরণাৎ পরিকরঃ ॥ ৮৩ ॥

অথ পরিন্যাসঃ ॥

বীজনিষ্পত্তিকথনং পরিন্যাস ইতীর্য্যতে ॥ ৮৪ ॥

যথা তত্রৈব প্রথমেঽঙ্কে ॥

রাধা (সরোমাঞ্চং) ললিদে কোক্‌খু কহ্লুত্তি সুণীঅদি জেণ কেঅলং কণ্ণস্‌স জ্জেঅ অদিধীহোন্তেণ উন্মত্তীকিজ্জম্মি ॥ ৮৫ ॥

ললিতে কঃ খলু কৃষ্ণ ইতি শ্রূয়তে। যেন কেবলং কর্ণস্যৈব অতিথীভবতা উন্মত্তীক্রিয়েঽহং। ইতি সংস্কৃত ভাষা ॥ ৮৫ ॥

অর্থাৎ সূক্ষ্ম অস্ফুট ও সুমধুর ধ্বনিরূপ নিসৃষ্টার্থা দূতী জয়যুক্তা হউক ॥ ৮২ ॥

এস্থলে বনাকর্ষণাদি দ্বারা অনুরাগ বীজের বহুলীকরণ হইয়াছে, এজন্য পরিকর নামক নাট্যালঙ্কার বর্ণিত হইল ॥ ৮৩ ॥

অথ পরিন্যাস।

বীজের যে নিষ্পত্তি কথন, তাহার নাম পরিকর [ন্যাস] ॥ ৮৪ ॥

যথা ললিতমাধবে ১ম অঙ্কে ১।০।

শ্রীরাধা রোমাঞ্চিত দেহে কহিলেন—

হে ললিতে! কৃষ্ণ বলিয়া যে কোনও এক জনের নাম শুনা যায়, তিনি কেবল আমার কর্ণাতিথি অর্থাৎ শ্রুতিগোচর হইবামাত্রই আমাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছেন ॥ ৮৫ ॥

অত্র উন্মত্তীকরণেন বীজনিষ্পত্তিকথনাৎ পরিন্যাসঃ ॥ ৮৬ ॥

অথ বিলোভনং ॥

নায়কাদিগুণানাং যদ্বর্ণনং তদ্বিলোভনং ॥ ৮৭ ॥

যথা তত্রৈব ॥

তত্র কৃষ্ণঃ (সন্নিধায়) ।

সমীক্ষ্য তব রাধিকে বদনবিম্বমুদ্ভাস্বরং
ত্রপাভরপরীতধীঃ শ্রয়িতুমস্য তুল্যশ্রিয়ং ।
শশী কিল কৃশীভবন্ সুরধুনীতরঙ্গোক্ষিতাং
তপস্যতি কপর্দ্দিনঃ স্ফুটজটাটবীমাস্থিতঃ ॥৮৮॥

এস্থলে উন্মত্তীকরণবশতঃ বীজনিষ্পত্তি বলা হইল, সুতরাং পরিন্যাস নামক নাট্যাঙ্গ বুঝিতে হইবে ॥ ৮৬ ॥

অথ বিলোভন ।

নায়কাদির গুণের যে বর্ণনা, তাহার নাম বিলোভন ॥ ৮৭ ॥

যথা ললিতমাধবে ১ম অঙ্কে ১১১ ।

শ্রীকৃষ্ণ সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, হে রাধে ! তোমার দেদীপ্যমান মুখমণ্ডল অবলোকন করিয়া শশধর ক্ষীণ হইতেছেন, এবং কিরূপে ঐ বদনতুল্য শোভা লাভ করিব ? এই বাসনায় গঙ্গাতে অবগাহনপূর্ব্বক মহাদেবের বিস্তৃত জটাকাননের আশ্রয় লইয়া তপশ্চরণ করিতেছেন ॥ ৮৮ ॥

অত্র রাধাসৌন্দর্য্যগুণবর্ণনাদ্বিলোভনং ॥ ৮৯ ॥

অথ যুক্তিঃ ॥

সম্যক্ প্রয়োজনানাং হি নির্ণয়ো যুক্তিরিষ্যতে ॥৯০

যথা তত্রৈব ॥

যশোদা। ভঅবদি চন্দাঅলী ণোমালিআ রাহা মাহবীঅ সব্বাও মহ আসাও গুণসোরহপূরেণ পূরেই। তত্থবি বচ্ছোবিঅ বচ্ছা লহুঈ ণেত্তভিঙ্গং সোন্দরমরন্দেণ আণন্দেই ॥ ৯১ ॥

যশোদা। ভগবতি! চন্দ্রাবলী নবমালিকা রাধা মাধবীচ সর্ব্বা মম আশা গুণসৌরভপূরেণ পূরয়তি, তত্রাপি বৎস ইব বৎসা লঘ্বী নেত্রভৃঙ্গং সৌন্দর্য্যমকরন্দেন আনন্দয়তি। ইতি সং। (আশা দিশঃ পক্ষে সর্ব্বাভিলাষান্) ॥ ৯১ ॥

এস্থলে শ্রীরাধার সৌন্দর্য্যগুণ বর্ণিত হওয়ায় বিলোভন নামক নাট্যাঙ্গ কথিত হইল ॥ ৮৯ ॥

অথ যুক্তি।

সম্যক্ প্রয়োজনের যে নির্ণয় তাহাকে যুক্তি কহে ॥ ৯০ ॥

যথা ললিতমাধবে ১। ৯১।

যশোদা কহিলেন, হে ভগবতি! চন্দ্রাবলী, নবমালিকা, শ্রীরাধা ও মাধবী সকলেই গুণরূপ সৌরভপ্রবাহে আমার অভিলাষকে অথবা দিঙ্মণ্ডলকে পূর্ণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তন্মধ্যে বৎস কৃষ্ণের ন্যায় বৎসা কনিষ্ঠা রাধা স্বকীয় সৌন্দর্য্যমকরন্দে সর্ব্বদা আমার নয়নভৃঙ্গের আনন্দ বিধান করিয়া থাকেন ॥ ৯১ ॥

পৌর্ণমাসী । গোকুলেশ্বরি সর্ব্বেষাং গোকুলবাসিনামীদৃগেব সমুদাচার ইতি ॥ ৯২ ॥

অত্র রাধায়াং সর্ব্বতোঽধিকানাং গুণোৎকর্ষাণাং নির্ণয়োযুক্তিঃ ॥ ৯৩ ॥

অথ প্রাপ্তিঃ ॥

প্রাজ্ঞৈঃ সুখস্য সংপ্রাপ্তিঃ প্রাপ্তিরিত্যভিধীয়তে॥৯৪

যথা তত্রৈব ।

তত্র কৃষ্ণঃ (পুনরুৎকর্ণো ভবন্ সপুলকং) ।

মধুরিমলহরীভিঃ স্তম্ভয়ত্যম্বরে যা
স্মরমদসরসানাং সারসানাং রুতানি ।

পৌর্ণমাসী কহিলেন, হে গোকুলেশ্বরি ! গোকুলবাসী সকল লোকেরই এইরূপ ব্যবহার জানিবেন ॥ ৯২ ॥

এস্থলে শ্রীরাধাতে যাবতীয় গুণোৎকর্ষের নির্ণয় হওয়ায় যুক্তি অঙ্গ হইয়াছে ॥ ৯৩ ॥

অথ প্রাপ্তি ।

সম্যক্‌রূপে সুখলাভকেই প্রাজ্ঞগণ নাটকশাস্ত্রে প্রাপ্তি নামক মুখাঙ্গ বলিয়া থাকেন ॥ ৯৪ ॥

যথা ললিতমাধবে ১ । ১০৫ ।

শ্রীকৃষ্ণ পুনশ্চ উৎকর্ণ হইয়া রোমাঞ্চিত দেহে বলিলেন—আহা ! কামমদোন্মত্ত আকাশবিহারী সারস পক্ষিগণের কলরবকেও যে স্বকীয় মাধুর্য্যতরঙ্গে স্তম্ভিত করিতেছে, শ্রীরাধার সেই কিঙ্কিণী-

ইয়মুদয়তি রাধাকিঙ্কিণীঝঙ্কৃতি র্মে
হৃদি পরিণময়ন্তী বিক্রিয়াড়ম্বরাণি ॥ ৯৫ ॥

অত্র রাধাকিঙ্কিণীঝঙ্কৃতিশ্রবণাৎ কৃষ্ণস্য সুখ-সংপ্রাপ্তিঃ প্রাপ্তিঃ ॥ ৯৬ ॥

অথ সমাধানং ॥

বীজস্য পুনরাধানং সমাধানমিহোচ্যতে ॥ ৯৭ ॥

যথা তত্রৈব ॥

তত্র রাধা (সাস্রং) কুন্দলদে অবি ণাম ইমস্‌স একস্‌স বি হদণেত্তস্‌স মগ্‌গং কখণম্পি আরোহিস্‌সদি সো মে ধন্নস্‌স কন্নস্‌স অদিধী ॥ ৯৮ ॥

কুন্দলতে! অপি নাম অস্য একস্যাপি হতনেত্রস্য মার্গং ক্ষণমপি আরোহিষ্যতি স মে ধন্যস্য কর্ণস্য অতিথিঃ। ইতি সং ॥ ৯৮ ॥

ঝঙ্কার আবিষ্কৃত হইয়া আমার হৃদয়মধ্যে বিকারসকলকে চরম বৃদ্ধি লাভ করাইতে লাগিল ॥ ৯৫ ॥

এস্থলে শ্রীরাধার কিঙ্কিণীঝঙ্কার শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের যে সুখলাভ তাহাই প্রাপ্তি নামক অঙ্গ ॥ ৯৬ ॥

অথ সমাধান।

বীজের যে পুনর্ব্বার আধান, তাহাই এস্থলে সমাধান নামে খ্যাত ॥ ৯৭ ॥

যথা ললিতমাধবে ১। ১০৩ ॥

শ্রীরাধা রোদন করিতে করিতে কহিলেন—সখি কুন্দলতে! যিনি আমার সুকৃতশালী কর্ণের অতিথি হইলেন, তিনি কি জন্য

অত্র স্বয়ং রাধয়া পুনরনুরাগবীজস্যাধানাৎ সমাধানং ॥ ৯৯ ॥

অথ বিধানং ॥

সুখদুঃখকরং যত্তু তদ্বিধানং বুধা বিদুঃ ॥ ১০০ ॥

যথা তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে ॥

রাধা (দূরতঃ কৃষ্ণমীষদালোক্য জনান্তিকং সংস্কৃতেন) ॥

সহচরি নিরাতঙ্কঃ কোঽয়ং যুবা মুদিরদ্যুতি-
র্ব্রজভুবি কুতঃ প্রাপ্তো মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ।

এই মাদৃশ লোকের নেত্রপথে আরোহণ করিবেন, অর্থাৎ তুমি যাঁহার নাম শুনাইলে, আমি কি তাঁহাকে একবার দেখিতে পাইব ? ৯৮ ॥

এ স্থলে স্বয়ং শ্রীরাধা পুনর্ব্বার অনুরাগ বীজের আধান করায় সমাধান নামক বীজাঙ্গ কথিত হইয়াছে ॥ ৯৯ ॥

অথ বিধান।

যাহাতে সুখ দুঃখ উভয়েরই সংঘটন হয়, তাহাকে বিধান কহে ॥ ১০০ ॥

যথা ললিতমাধবে ২। ২৩।

শ্রীরাধা দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে ঈষৎ অবলোকন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ব্যবধানে ত্রিপতাকাকৃতি অঙ্গুলিসঙ্কেতে প্রাসঙ্গিক কথা দূর করিয়া সর্ব্ব সমক্ষেই সখীকে কহিতে লাগিলেন—হে সহচরি !

অহহ চটুলৈরুৎসর্পদ্ভির্দৃগঞ্চলতস্করৈ-
র্মম ধৃতিধনং চেতঃকোষাদ্বিলুণ্ঠ্যতীহ যঃ ॥ ১০১ ॥

(পুনরবেক্ষ্য) হদ্ধী হদ্ধী পমাদো পমাদো ললিদে পেক্‌খ পেক্‌খ, ণং বহ্মআরিণং দট্‌ঠুণ বিক্‌খুহিদং মে হদহিঅঅং, তা ইমস্‌স মহাপাবস্‌স অগ্‌গিপ্পবেসো জ্জেব্ব পাআচ্চিত্তং ॥ ১০২ ॥

ললিতা। হলা সচ্চং কধেসি তা ণূণং সবণ্ণত্তণং ভামেদি ॥ ১০৩ ॥

হা ধিক্ হা ধিক্, প্রমাদঃ প্রমাদঃ, ললিতে! পশ্য পশ্য এনং ব্রহ্মচারিণং দৃষ্ট্বা বিক্ষুব্ধং মে হতহৃদয়ং, তস্মাৎ অস্য মহাপাপস্য অগ্নিপ্রবেশএব প্রায়শ্চিত্তং। ইতি সং ॥ ১০২ ॥

সখি সত্যং কথয়সি, তৎ নূনং সবর্ণত্বং ভ্রময়সি। ইতি সং ॥১০৩

মদমত্ত মতঙ্গজ-বিক্রমশালী নির্ভীকমনাঃ এবং জলদকান্তি এই যুবা কে? কোথা হইতে ইনি শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিলেন? ইনি যে আপন চঞ্চল নয়নাঞ্চলরূপী শ্রীকর দ্বারা আমার চিত্ত-কোষ হইতে ধৈর্য্যধন অপহরণ করিতেছেন ॥ ১০১ ॥

শ্রীরাধা পুনশ্চ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন :—

হা ধিক্ হা ধিক্, কি প্রমাদ, কি প্রমাদ, ললিতে! দেখ দেখ, এই ব্রহ্মচারীকে দর্শন করিয়া আমার হতহৃদয় ক্ষুব্ধ হইতেছে, অতএব এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত একমাত্র অগ্নিপ্রবেশ ॥ ১০২ ॥

ললিতা কহিলেন, সখি! সত্য কহিতেছ, যাইহৌক নিশ্চয় সবর্ণত্ব ভ্রম হইতেছে ॥ ১০৩ ॥

রাধা (পুনর্নিভাল্য সংস্কৃতেন)।

সহচরি হরিরেষ ব্রহ্মবেশং প্রপন্নঃ
কিময়মিতরথা মে বিদ্রবত্যন্তরাত্মা।
শশধরমণিবেদী স্বেদধারাং প্রসূতে
ন কিল কুমুদবন্ধোঃ কৌমুদীমন্তরেণ ॥ ১০৪ ॥

অত্র রাধায়াঃ কৃষ্ণবুদ্ধ্যা বিপ্রবুদ্ধ্যা চ সুখদুঃখ-কথনাদ্বিধানং ॥ ১০৫ ॥

অথ পরিভাবনা ॥

শ্লাঘ্যৈশ্চিত্তচমৎকারো গুণাদ্যৈঃ পরিভাবনা ॥১০৬

যথা তত্রৈব প্রথমেঽঙ্কে।

শ্রীরাধা পুনর্ব্বার দর্শন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় কহিলেন :—

হে সহচরি! ইনি সাক্ষাৎ হরি, ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া আগমন করিয়াছেন, নতুবা আমার অন্তরাত্মা কেন দ্রবীভূত হইবে? দেখ, কুমুদবান্ধব চন্দ্রের চন্দ্রিকা ব্যতীত চন্দ্রকান্তমণি-নির্ম্মিত বেদী কখনও কি ঘর্ম্মধারা প্রসব করে? ॥ ১০৪ ॥

এস্থলে শ্রীরাধার কৃষ্ণবুদ্ধিতে সুখ এবং বিপ্রবুদ্ধিতে দুঃখ কথিত হওয়ায় বিধান নামক বীজাঙ্গ কথিত হইল ॥ ১০৫ ॥

অথ পরিভাবনা।

প্রশংসনীয় গুণাদি দ্বারা যে চিত্তের চমৎকার সাধন, তাহার নাম পরিভাবনা ॥ ১০৬ ॥

যথা ললিতমাধবে ১। ১০৬।

রাধা (সচমৎকারং সংস্কৃতেন) ॥

কুলবরতনুধর্ম্মগ্রাববৃন্দানি ভিন্দন্
সুমুখি নিশিতদীর্ঘাপাঙ্গটঙ্কচ্ছটাভিঃ।
যুগপদয়মপূর্ব্বঃ কঃ পুরো বিশ্বকর্ম্মা
মরকতমণিলক্ষৈর্গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি ॥ ১০৭ ॥

ললিতা। হলা সো এসো দে পরাণণাধো ॥১০৮॥

রাধা (সোন্মাদং পুনঃ সংস্কৃতেন)।

স এষ কিমু গোপিকাকুমুদিনীসুধাদীধিতিঃ
স এষ কিমু গোকুলস্ফুরিতযৌবরাজ্যোৎসবঃ।

ললিতা। সখি! স এষঃ তে প্রাণনাথঃ। ইতি সং ॥ ১০৮ ॥

শ্রীরাধা বিস্ময়ান্বিত হইয়া সংস্কৃত ভাষায় কহিলেন ঃ—

হে সুমুখি! বলিতে পার? এই সম্মুখবর্ত্তী লোকটী কোন্ অপূর্ব্ব বিশ্বকর্ম্মা, ইনি সুতীক্ষ্ণ ও সুদীর্ঘ কটাক্ষরূপ পাষাণভেদী পদার্থে অবলাগণের উৎকৃষ্ট শরীরতুল্য কুলধর্ম্মরূপ প্রস্তরগুলিকে খণ্ড খণ্ড করণ এবং লক্ষ লক্ষ মরকত মণিদ্বারা গোষ্ঠপ্রদেশ রচনা-করণ, এককালে এই দুই কার্য্যই সম্পাদন করিতেছেন ॥ ১০৭ ॥

ললিতা কহিলেন, হে সখি! এ ব্যক্তি তোমার সেই প্রাণনাথ॥১০৮

শ্রীরাধা উন্মত্তভাবে পুনশ্চ সংস্কৃত ভাষায় কহিলেন ঃ—সখি! ইনি কি সেই গোপীকুমুদিনীবিকাসক সুধাদীধিতি চন্দ্র? ইনি কি সেই গোকুলের শোভমান যৌবরাজ্যের উৎসব? এবং ইনিই কি আমার সেই মানসকোকিলের আনন্দদাতা বসন্ত? হে

স এষ কিমু মন্মনঃপিকবিনোদপুষ্পাকরঃ
কৃশোদরি দৃশোর্দ্বয়ীমমৃতবীচিভিঃ সিঞ্চতি ॥১০৯॥
অত্র কৃষ্ণস্য বৈদগ্ধ্যসৌন্দর্য্যাদিগুণদর্শনেন রাধা-চমৎকারকথনাৎ পরিভাবনা ॥ ১১০ ॥

অথোদ্ভেদঃ ॥

বীজস্য তু য উদ্ঘাটঃ স উদ্ভেদ ইতি স্মৃতঃ ॥১১১॥

যথা তত্রৈব দ্বিতীয়েঽঙ্কে ॥

রাধা। (অপবার্য্য সংস্কৃতেন)
চলাক্ষি গুরুলোকতঃ স্ফুরতি তাবদন্তর্ভয়ং
কুলস্থিতিরলঞ্চ মে মনসি তাবদুন্মীলতি।
চলন্মকরকুণ্ডলস্ফুরিতফুল্লগণ্ডস্থলং
ন যাবদপয়োক্ষতামিদমুপৈতি বক্ত্রাম্বুজং ॥১১২॥

কৃশোদরি! যাইহৌক ইনি যে আমার লোচনযুগলে সুধাতরঙ্গ অভিষেচন করিতে লাগিলেন ॥ ১০৯ ॥

এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের নবীন তরুণতা ও সৌন্দর্য্যাদি গুণদর্শনে যে শ্রীরাধার চমৎকার বর্ণনা, তাহাই পরিভাবনা ॥ ১১০ ॥

অথ উদ্ভেদ।

বীজের যে উদ্ঘাটন, তাহাই উদ্ভেদ নামে কথিত ॥ ১১১ ॥

যথা ললিতমাধবে ২। ৪৯।

শ্রীরাধা কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া প্রকাশ করিয়া সংস্কৃতে কহিলেন :—
হে লোলনয়নে কুন্দলতে! আমি যতক্ষণ পদ্মালোচনের চঞ্চল

অত্রাদৌ সংবৃতস্যানুরাগবীজস্য স্বমুখেনৈবো-দ্ঘাটনাদুদ্ভেদঃ ॥ ১১৩ ॥

অথ ভেদঃ ॥

বীজস্যোত্তেজনং ভেদো যদ্বা সংঘাতভেদনং ॥১১৪

যথা তত্রৈব।

কুন্দলতা। রাহে জাণে অক্‌খলিদং তুহ্ম সদীব্বদং তা অলং সঅং বিক্‌খাবিদেণ ॥ ১১৫ ॥

কুন্দলতা। রাধে! জানে অস্খলিতং তব সতীব্রতং, তৎ অলং স্বয়ং বিখ্যাপিতেন। সং। ১১৫ ॥

মকরকুণ্ডল-স্ফুরিত গণ্ডযুক্ত বদনপদ্ম দর্শন না করি, তৎক্ষণ আমার মনোমধ্যে গুরুজন হইতে আন্তরিক ভয়স্ফূর্ত্তি, ও কুল-মর্য্যাদা সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে॥ ১১২॥

এস্থলে প্রথমে যে অনুরাগ বীজ সংবৃত ছিল তাহাই উদ্‌ঘাটিত হওয়ায় উদ্ভেদ হইয়াছে॥ ১১৩॥

অথ ভেদ।

বীজের উত্তেজন অথবা সংঘাত ভেদ অর্থাৎ আত্মভেদকে ভেদ কহে॥ ১১৪॥

যথা ললিতমাধবে। ২। ৪০। ৪১।

কুন্দলতা কহিলেন, হে রাধে! তোমার সতীব্রত যে অস্খলিত তাহা আমি জানি, অতএব নিজে নিজে তাহা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই॥ ১১৫॥

বিশাখা। (সাভ্যসূয়ং) কুন্দলদে কাক্খু অং রা তুমং বিঅ বংশীএ তিণ্ণি সংজ্ঝং আঅড্‌ঢীঅদি॥১১৬॥

কুন্দলতা। (সনর্ম্মস্মিতং সংস্কৃতেন)।

দদামি সদয়ং সদা বিশদবুদ্ধিরাশীঃশতং
ভবাদৃশি পতিব্রতাব্রতমখণ্ডিতং তিষ্ঠতু।
শ্রুতেঽখিলমাধুরীপরিণতেঽপি বেণুধ্বনৌ
মনঃ সখি মনাগপি ত্যজতি বো ন ধৈর্য্যং যথা॥১১৭

অত্র কুন্দলতয়া রাধাদিপ্রেমবীজস্যোত্তেজনা-দ্ভেদনাচ্চাত্মনস্তাভ্যো ভেদঃ॥ ১১৮॥

বিশাখা। কুন্দলতে! কা খলু অপরা ত্বমিব বংশিকয়া ত্রিসন্ধ্যং আকৃষ্যতে। সং। ১১৬॥

বিশাখা অসূয়া প্রকাশ করিয়া কহিলেন—হে কুন্দলতে! তোমার মত এমন কে আছে যে, বংশী তাহাকে ত্রিসন্ধ্যা আকর্ষণ করিবে?॥ ১১৬॥

কুন্দলতা পরিহাস করিয়া হাসিতে হাসিতে সংস্কৃতে কহিলেন—হে বিশাখে! আমি বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে শত শত আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, আপনার মত লোকের নিকট পতিব্রতাব্রত অখণ্ডিত ভাবে অবস্থিতি করুক। অপিচ হে সখি! যে বংশীধ্বনি নিখিল মাধুরীর সার, তাহা কর্ণগোচর হইলেও যেন আপনাদের মন বিন্দুমাত্র ধৈর্য্য ত্যাগ না করে॥ ১১৭॥

এস্থলে কুন্দলতাকর্তৃক রাধাদির প্রেমবীজের উত্তেজন এবং আত্মভেদ কীর্ত্তিত হওয়ায় তাহাদের হইতে ভেদ কথিত হইল॥১১৮॥

অথ করণং ॥

প্রস্তুতার্থসমারম্ভঃ করণং পরিচক্ষতে ॥ ১১৯ ॥

যথা তত্রৈব। কুন্দলতা। (সংস্কৃতেন)।

ত্রপাং ত্যজ কুড়ুঙ্গকং প্রবিশ সন্তু তে মঙ্গলা-
ন্যনঙ্গসমরাঙ্গণে পরমসাংযুগীনা ভব।
বিবস্বদুদয়ে ভবদ্বিজয়কীর্ত্তিগাথাবলী
পুরঃ সখি মুরদ্বিষঃ সহচরীভিরুদ্গীয়তাং ॥১২০॥

অত্র প্রস্তুতক্রীড়ারূপস্যার্থস্য সমারম্ভকথনাৎ করণং ॥ ১২১ ॥

(৯) অথ প্রতিমুখসন্ধিঃ ॥

ভবেৎ প্রতিমুখং দৃশ্যাদৃশ্যবীজপ্রকাশনং।

অথ করণ।

প্রস্তুত বিষয়ের আরম্ভকে করণ কহে॥ ১১৯ ॥

যথা ললিতমাধবে ২। ৪৭।

কুন্দলতা সংস্কৃত ভাষায় কহিলেন, হে রাধে! লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ কর, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি অনঙ্গ-সমরাঙ্গণে জেত্রী হও, সূর্য্যোদয় হইলে সহচরীগণ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে তোমার বিজয়কীর্ত্তিরূপ গাথাবলী উচ্চৈঃস্বরে গান করুক॥ ১২০॥

এস্থলে প্রস্তুত ক্রীড়াবিষয়ের আরম্ভ কথিত হওয়ায় করণ হইল॥ ১২১॥

(৯) অথ প্রতিমুখ সন্ধি।

দৃশ্য এবং অদৃশ্য বীজের প্রকাশকে প্রতিমুখ কহে। বিন্দুও

বিন্দুপ্রযত্নোপগমাদঙ্গান্যস্য ত্রয়োদশ ॥ ১২২ ॥
বিষমাত্যন্তবিশ্লেষাদ্রাধামাধবয়োরিহ।
দৃশ্যাদৃশ্যং প্রেমবীজং যথা ললিতমাধবে ॥১২৩॥
বিলাসঃ পরিসর্পশ্চ বিধূতং শমনর্ম্মণী।
নর্ম্মদ্যুতিঃ প্রগমনং বিরোধঃ পর্য্যুপাসনং।
পুষ্পং বজ্রমুপন্যাসো বর্ণসংহার ইত্যপি ॥ ১২৪ ॥
তত্র বিলাসঃ ॥
বিলাসঃ সঙ্গমার্থস্তু ব্যাপারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
যথা তত্রৈব চতুর্থাঙ্কে।
মাধবঃ (অধরে বেণুং বিন্যস্য)।
অক্ষ্ণোর্বন্ধুং হরিহয়হরিন্নাগরি প্রাগরিক্তাং
রাগেণাবিষ্কুরু গুরুরুচং ভানবীয়াং নবীনাং।

প্রযত্নের উপগম হেতু এই প্রতিমুখের অঙ্গ ত্রয়োদশ॥ ১২২ ॥

শ্রীরাধামাধবের বিষম বিয়োগকে দৃশ্য প্রেমবীজ, এবং আত্যন্তিক বিয়োগকে অদৃশ্য প্রেমবীজ বলা যায়, ইহা ললিতমাধবে উক্ত আছে॥ ১২৩ ॥

বিলাস, পরিসর্প, বিধূত, শম, নর্ম্ম, নর্ম্মদ্যুতি, প্রগমন, বিরোধ, পর্য্যুপাসন, পুষ্প, বজ্র, উপন্যাস, বর্ণসংহার এই ত্রয়োদশটী প্রতিমুখের অঙ্গ ॥ ১২৪ ॥

তন্মধ্যে বিলাস।

সঙ্গমার্থব্যাপারকে বিলাস কহে॥

যথা ললিতমাধবে ৪। ২২।

মাধব অধরে বেণুবিন্যাস করিয়া কহিলেন— অহে পূর্ব্ব-

চক্রাভিখ্যঃ কিমপি বিরহাদাকুলঃ কাকুলক্ষং
কুর্ব্বন্ মুখ্যস্ত্বয়ি সবয়সামর্থিভাবং তনোতি ॥১২৫
অত্র মাধবস্য সঙ্গমার্থব্যাপারকথনাদ্বিলাসঃ ॥১২৬
অথ পরিসর্পঃ ॥
স্মৃতির্নষ্টস্য বীজস্য পরিসর্প ইতিস্মৃতঃ ॥ ১২৭ ॥
যথা তত্রৈব। তত্র কৃষ্ণঃ ॥
সখে সত্যমাশয়ৈব কদর্থ্যমানোঽস্মি। যতঃ—
নীরে মঙ্ক্ষু মিমঙ্ক্ষু মার্ত্তমুখরামুদ্দিশ্য চণ্ডদ্যুতৈ-
র্দূরান্মণ্ডলতঃ কৃপাতুরতয়া যৎ প্রাদুরাসীত্তদা।

দিগঙ্গনে! তুমি অনুরক্তা হইয়া নয়নবন্ধু সূর্য্যদেবের অভিনব গুরুতর সৌরকান্তিকে সত্বর আবিষ্কার কর। দেখ এই মুখ্য চক্রবাক কোন এক অনির্ব্বচনীয় বিরহবশতঃ আকুল হইয়া তোমার নিকট লক্ষ লক্ষ বার কাকুবাক্যে * বয়স্যগণমধ্যে যাচকভাব বিস্তার করিতেছে ॥ ১২৫ ॥

এস্থলে মাধবের সঙ্গমার্থ ব্যাগার কথিত হওয়ায় বিলাস নামক প্রতিমুখাঙ্গ কীর্ত্তিত হইল ॥ ১২৬ ॥

অথ পরিসর্প।

নষ্ট বীজের স্মৃতিকে পরিসর্প কহে ॥ ১২৭ ॥

যথা ললিতমাধবে ৪। ১০।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, সখে মধুমঙ্গল! সত্য আশাই আমাকে

* কাকুঃ স্ত্রিয়াং বিকারো যঃ শোকভীত্যাদিভির্ধ্বনেঃ। অর্থাৎ শোকং এব ভয়াদি বশতঃ যে স্বরের বিকার (বিকৃত স্বর) তাহাকে কাকু কহে।

হাধিপ্বাগমৃতেন তেন জনিতস্তস্যাঃ পুনঃ সঙ্গম-
প্রত্যাশাঙ্কুর উচ্চকৈর্ম্মম সখে স্বান্তং হঠাদ্বিধ্যতি॥ ১২৮

অত্র রাধাতিরোধানান্নষ্টস্যানুরাগবীজস্য বচনেনানুস্মরণাৎ পরিসর্পঃ ॥ ১২৯ ॥

অথ বিধূতং ॥

বিধূতং কথিতং দুঃখমভীষ্টার্থানবাপ্তিতঃ।
অথবানুনয়াদীনাং বিধূতং স্যাৎ নিরাকৃতিঃ॥ ১৩০

এরূপ ক্লেশ প্রদান করিতেছে। কারণ যখন মুখরা আতুরা হইয়াও হঠাৎ জলমগ্না হইয়া উদ্গাতা হইয়াছিল, সেই সময়ে মুখরাকে লক্ষ্য করিয়া সুদূর মণ্ডল হইতে অর্থাৎ আকাশবাণীতে বলিয়াছিলেন যে "শ্রীরাধার সহিত পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের মিলন হইবে" হে সখে! সেই বাক্যামৃত দ্বারা পুনশ্চ সহসা তাঁহার সঙ্গমাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া সহসা আমার মনকে সুদৃঢ়রূপে বিদ্ধ করিতেছে ॥ ১২৮ ॥

এস্থলে শ্রীরাধার তিরোধান হেতু অনুরাগবীজ নষ্ট হইয়াছিল, আকাশ বাণীতে তাহারই অনুস্মরণ কীর্ত্তিত হওয়ায় পরিসর্প নামক প্রতিমুখাঙ্গ বলা হইল ॥ ১২৯ ॥

অথ বিধূত।

অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তিনিবন্ধন যে দুঃখ তাহাই বিধূত। অথবা অনুনয়াদির নিরাকরণকেও বিধূত কহে ॥ ১৩০ ॥

যথা তত্রৈব তৃতীয়াঙ্কে।

রাধা। (সাক্রন্দং)।

নিপীতা ন স্বৈরং শ্রুতিপুটিকয়া নর্ম্মভণিতি-
র্ন দৃষ্টা নিঃশঙ্কং সুমুখি মুখপঙ্কেরুহরুচঃ।
হরের্বক্ষঃপীঠং ন কিল ঘনমালিঙ্গিতমভূ-
দিতি ধ্যায়ং ধ্যায়ং স্ফুটতি লুঠদন্তর্ম্ম মনঃ॥১৩১

অত্র প্রকটমেব দুঃখং বিধৃতং॥ ১৩২॥

অথবা তত্রৈব।

পৌর্ণমাসী। সমাকর্ণয় বরবর্ণিনীবর্ণিতং।

যথা ললিতমাধবে ৩। ২৬।

শ্রীরাধা রোদন করিতে করিতে কহিলেন, হে সুমুখি! শ্রীকৃষ্ণের পরিহাস বাক্য সকল আমি কর্ণপুট দ্বারা যথেষ্টরূপে শ্রবণ করি নাই, তদীয় মুখকমলকান্তি নির্ভয়ে সন্দর্শন করি নাই, এবং তাঁহার বিশাল বক্ষস্থলকে আমি গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করি নাই, অতএব হে সখি! এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমার মন অভ্যন্তরে বিলুণ্ঠিত হইয়া বিদীর্ণ হইতেছে॥ ১৩১॥

এস্থলে দুঃখ সুস্পষ্ট, সুতরাং বিধৃত॥ ১৩২॥

অথবা ঐ ললিতমাধবে ৩। ১৭।

পৌর্ণমাসী বলিলেন, বৃন্দে! বরবর্ণিনী শ্রীরাধা কি বলিতেছেন শ্রবণ কর।

(নেপথ্যে)।

মাশ্বাসনং বিরচয় ত্বমিদং হতাশে
শুষ্যন্মুখী মম গুণং পরিকীর্ত্তয়ন্তী।
দূরাদমার্দ্দবভৃতোঽপি মুহুঃ ক্ষমায়াঃ
কুক্ষিং বিদারয়তি পশ্য রথাঙ্গনেমিঃ ॥ ১৩৩ ॥

অত্র বিশাখাকৃতানুনয়স্য রাধয়াঽগ্রহণাদ্বিধূতং॥১৩৪

অথ শমঃ।

অরতেঃ শমনং ধীরৈঃ শম ইত্যভিধীয়তে ॥১৩৫॥

যথা তত্রৈব চতুর্থেঽঙ্কে।

বৃন্দা। নাগরেন্দ্র মুঞ্চ বৈমনস্যং, সাম্প্রতং ভবদভীষ্টসিদ্ধয়ে শারিকামুখেন ললিতাং সন্দিশ্য বিশাখয়া ভবন্তং নিবেদয়িষ্যামি ॥ ১৩৬ ॥

অতঃপর শ্রীরাধা নেপথ্য হইতে বলিলেন— হে হতাশে বিশাখে! মদীয় গুণকীর্ত্তনে শুষ্কমুখী হইয়া আর আমাকে আশ্বাসিত করার প্রয়োজন নাই, ঐ দেখ রথচক্রাগ্র অতি কঠিন ধরোদর বিদীর্ণ করিতেছে ॥ ১৩৩ ॥

এস্থলে বিশাখার অনুনয়কে শ্রীরাধা গ্রহণ করেন নাই, এজন্য বিধূত নামক প্রতিমুখাঙ্গ কীর্ত্তিত হইল ॥ ১৩৪ ॥

অথ শম।

অরতির শান্তি করাকে পণ্ডিতগণ শম কহেন ॥ ১৩৫ ॥

যথা ললিতমাধবে ৪। ৩১।

বৃন্দা কহিলেন, হে নাগরেন্দ্র! বিমনস্কতা পরিত্যাগ করুন্

অত্র জটিলয়া রাধায়াং নীতায়াং বৃন্দয়া মাধবস্যা-রতিশমনাচ্ছমঃ ॥ ১৩৭ ॥

অপঠিত্বা শমং কশ্চিৎ পঠত্যত্র তু তাপনং ॥১৩৮॥

তথাহি ॥

উপায়াদর্শনং যত্তু তাপনং নাম তদ্ভবেৎ ॥১৩৯॥

যথা তৃতীয়েঽঙ্কে।

বৃন্দা। (দক্ষিণতঃ প্রেক্ষ্য) হা ধিক্ পশ্য পশ্য।

ন বক্তুং নাবক্তুং পুরগমনবার্ত্তাং মুরভিদঃ
ক্ষমন্তে রাধায়ৈ কথমপি বিশাখাপ্রভৃতয়ঃ।

সম্প্রতি আপনার অভীষ্টসিদ্ধির জন্য শারিকামুখে ললিতাকে আদেশ করিয়া বিশাখা দ্বারা আপনাকে জানাইব ॥ ১৩৬ ॥

এস্থলে, জটিলা শ্রীরাধাকে লইয়া গেলে শ্রীকৃষ্ণের মনে যে অরতি ঘটিয়াছিল, বৃন্দা তাহার শান্তি করায় শম নামক প্রতি-মুখাঙ্গ কীর্ত্তিত হইল ॥ ১৩৭ ॥

কোন কোন পণ্ডিত এস্থলে শম পাঠ না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে "তাপন" পাঠ করেন ॥ ১৩৮ ॥

তথাহি—উপায়ের যে অদর্শন, তাহাকে তাপন কহে ॥ ১৩৯ ॥

যথা ললিতমাধবে ৩। ১২।

বৃন্দা দক্ষিণদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, হা ধিক্ দেখুন দেখুন— বিশাখা প্রভৃতি সখীগণ শ্রীরাধার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন বলিতে সমর্থ হইতেছে না, এবং না বলিয়াও কোন

সমন্তাদাক্রান্তা নিবিড়জড়িমশ্রেণিভিরিমাঃ
পরং কর্ণাকর্ণি ব্যবসিতিমধীরা বিদধতি ॥১৪০॥
অত্রোপায়াদর্শনং প্রকটমেব ॥ ১৪১ ॥

অথ নর্ম্ম ॥

পরিহাসপ্রধানং যদ্বচনং নর্ম্ম তদ্বিদুঃ ॥ ১৪২ ॥

যথা তত্রৈব চতুর্থেঽঙ্কে ॥

জটিলা। (নাসিকাগ্রে তর্জ্জনীং বিন্যস্য শিরোধুন্বতী সাশ্চর্য্যং)।

অরে বালিআভুঅঙ্গা কং ডংসিদুং এত্থ ভম্মসি॥১৪৩

মাধবঃ। লম্বোষ্ঠি ভবতীমেব গোষ্ঠপিশাচীং॥১৪৪

জটিলা। অরে বালিকাভুজঙ্গ! কং দষ্টুমত্র ভ্রমসি। সং ॥১৪৩॥

ক্রমে থাকিতে পারিতেছে না, এবং সকলে সমধিক জড়তাপ্রাপ্ত হইয়া চাঞ্চল্য সহকারে কেবল কাণাকাণি করিতেছে ॥ ১৪০ ॥

এখানে উপায়ের অপ্রাপ্তি সুস্পষ্টই দেখা যাইতেছে ॥ ১৪১ ॥

অথ নর্ম্ম।

পরিহাসপ্রধান যে বাক্য, তাহাই নর্ম্ম ॥ ১৪২ ॥

যথা ললিতমাধবে ৪। ২৯।

জটিলা নাসিকাপ্রান্তে তর্জ্জনী বিন্যাস করিয়া শিরশ্চালন করিতে করিতে আশ্চর্য্য সহকারে কহিলেন, অরে বালিকাভুজঙ্গ! তুই কাহাকে দংশন করিবার জন্য এখানে ভ্রমণ করিতেছিস্ ॥১৪৩॥

মাধব কহিলেন— হে লম্বোষ্ঠি! আপনিই গোষ্ঠের পিশাচী (আপনাকেই দংশন করিতে এখানে ভ্রমণ করিতেছি) ॥ ১৪৪ ॥

অত্র প্রকটমেব নর্ম্ম ॥ ১৪৫ ॥

অথ নর্ম্মদ্যুতিঃ ॥

নর্ম্মজাতা রুচিঃ প্রাজ্ঞৈর্নর্ম্মদ্যুতিরুদীরিতা ॥১৪৬॥

যথা তত্রৈব।

তত্র ললিতা। (স্মিত্বা)

অই সরলে! তুজ্ঝ হিঅএ কত্থূরিআ-পত্তভঙ্গং লিহন্তীএ মএ পচ্চক্খীকিদ-সিবিণসঙ্গি-ণাঅরকুঞ্জর-বিব্ভমাসি, তা ফুড়ং কধেহি, তিইঅজণ-সঙ্গাজোগ্গে তস্মিং ওসরে দীহসুত্তা ণীবীসহঅরী ঝত্তি ণিকন্তা ণব ত্তি ॥ ১৪৭ ॥

ললিতা। অয়ি সরলে! তব হৃদয়ে কস্তূরিকাপত্রভঙ্গীং লিখন্ত্যা ময়া প্রত্যক্ষীকৃতস্বপ্নসঙ্গিনাগরকুঞ্জরবিভ্রমাসি, তৎ স্ফুটং

এখানে পরিহাসপ্রধান বাক্য সুস্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে ॥ ১৪৫ ॥

অথ নর্ম্মদ্যুতি।

পরিহাসপ্রধান বাক্য হইতে যে রুচি হয়, প্রাজ্ঞগণ তাহাকে নর্ম্মদ্যুতি বলিয়া থাকেন ॥ ১৪৬ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৪। ২৫।

ললিতা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন— অয়ি সরলে! আমি যখন তোমার হৃদয়ে কস্তূরীদ্বারা পত্রভঙ্গ লিখিতেছিলাম, সেই সময় প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, স্বপ্নে নাগরকুঞ্জর তোমার সহিত বিলাস করিয়াছেন, অতএব স্পষ্ট করিয়া বল। সেখানে তোমরা

শ্রীরাধা (স্বগতং) কধং তক্কিদং অত্থি ধুত্তাএ।
(প্রকাশং সভ্রূভঙ্গং) বামে! কিত্তি অলিঅং আসঙ্কসি ॥ ১৪৮ ॥

অত্র ললিতানর্ম্মজাতয়া রাধায়া রুচ্যা ধৃত্যা বা নর্ম্মদ্যুতিঃ ॥ ১৪৯ ॥

অথ প্রগমনং ॥

উত্তরোত্তরবাক্যন্তু ভবেৎ প্রগমনং পুনঃ ॥১৫০॥

কথয়, তৃতীয়জনসঙ্গাযোগ্যে তস্মিন্নবসরে দীর্ঘসূত্রা নীবীসহচরী ঝটিতি নিষ্ক্রান্তা ন বা? ইতি। সং ॥ ১৪৭ ॥

শ্রীরাধা। কথং তর্কিতমস্তি ধূর্ত্তয়া। বামে! কিমিতি অলিকং আশঙ্কসে ॥ সং ॥ ১৪৮ ॥

দুইজন ব্যতীত অপর তৃতীয় জনের সঙ্গযোগ্যতা ছিল না। সে সময় তোমার দীর্ঘসূত্রশালিনী * নীবীসহচরী নির্গত হইয়াছিল কি না? ॥ ১৪৭ ॥

শ্রীরাধা মনে মনে কহিলেন— এই ধূর্ত্তা কিরূপে অনুভব করিল? প্রকাশ করিয়া ভ্রূভঙ্গী পূর্ব্বক কহিলেন হে প্রতিকূলবর্ত্তিনি ললিতে! কেন তুমি মিথ্যা আশঙ্কা করিতেছ? ॥ ১৪৮ ॥

এস্থলে ললিতার পরিহাসপ্রধান বাক্যে শ্রীরাধার রুচি বা ধৃতি উৎপন্ন হওয়ায় নর্ম্মদ্যুতি হইয়াছে ॥ ১৪৯ ॥

অথ প্রগমন।

উত্তরোত্তর বাক্যকে প্রগমন কহে ॥ ১৫০ ॥

---

* ঘাগ্‌রা বাঁধিবার রজ্জুকে নীবী অর্থাৎ কটিবন্ধন কহে।

যথা তৃতীয়েঽঙ্কে।

তত্র শ্রীরাধা।

বঅ-ণরবই-ণন্দণং সবন্ধুং

রহপ্পবরোবরি পেক্খিঅ প্ফুরন্তং।

স্খলতি মম বপুঃ কথং ধরিত্রী

ভ্রমতি কুতঃ কিমমী নটন্তি নীপাঃ ॥ ১৫১ ॥

ললিতা। সহি রাহে! মা বিসীদ, পব্বদ-পরিক্কমোবক্কমো এসো ॥ ১৫২ ॥

শ্রীরাধা। ব্রজনরপতি-নন্দনং সবন্ধুং, রথপ্রবরোপরি প্রেক্ষ্য স্ফুরন্তং। সং ॥ ১৫১ ॥

ললিতা। সখি রাধে! মা বিষীদ, পর্ব্বতপরিক্রমোপক্রম-এষঃ। সং ॥ ১৫২ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৩। ১৪। ১৫।

শ্রীরাধা নেপথ্য হইতে কহিতেছেন—ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধুজনের সহিত উৎকৃষ্ট রথোপরি বিরাজমান দেখিয়া আমার দেহ স্খলিত হইতেছে কেন? কি জন্য পৃথিবী ঘুরিতেছে? এবং এই কদম্ববৃক্ষরাজিই বা কেন নৃত্য করিতে লাগিল? ॥ ১৫১ ॥

ললিতা নেপথ্য হইতে কহিলেন, সখি রাধে! বিষণ্ণা হইও না, পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করার এই আরম্ভমাত্র ॥ ১৫২ ॥

শ্রীরাধা (নেপথ্যে সংস্কৃতেন)।

সহচরি পরিজ্ঞাতং সদ্যঃ সমস্তমিদং ময়া
পটিমপটলৈস্ত্বং নিহ্নোতুং কিয়ৎ প্রভবিষ্যসি।
বিরম কৃপণে ভাবী নায়ং হরের্বিরহক্লমো-
মম কিমভবন্ কণ্ঠে প্রাণা মুহুর্নিরপত্রপাঃ ॥১৫৩

ইত্যত্র রাধাললিতয়োরুত্তরোত্তরং প্রগমনং ॥১৫৪॥

অথ বিরোধঃ ॥

যত্র ব্যসনমায়াতি বিরোধঃ স নিগদ্যতে ॥ ১৫৫ ॥

যথা তত্রৈব। তত্র শ্রীরাধা ॥

চেতঃ খিন্নজনে হরেঃ পরিণতং কারুণ্যবীচীভরৈ-

শ্রীরাধা নেপথ্য হইতে সংস্কৃতে কহিলেন—হে সহচরি! আমি অদ্যই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়াছি। তুমি চাতুর্য্য সমূহ দ্বারা কিছু কি গোপন করিতে পারিবে? হে কৃপণে! ক্ষান্ত হও, আমার হরিবিরহ-বেদনা উপস্থিত হইবে না, কারণ যে সকল প্রাণ বারবার কণ্ঠদেশে আসিতেছে, তাহারাও কি নির্লজ্জ হইবে? অর্থাৎ তাহারা কি শীঘ্র দেহ ত্যাগ করিয়া গমন করিবে না ॥১৫৩॥

এখানে শ্রীরাধা ও ললিতাসখীর যে উত্তরোত্তর বাক্য, তাহাই প্রগমন ॥ ১৫৪ ॥

অথ বিরোধ।

যথায় বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার নাম বিরোধ ॥১৫৫॥

যথা ললিতমাধবে ৩। ২৭।

শ্রীরাধা কহিলেন, হে বিশাখে! শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত খিন্ন জনের প্রতি

রিত্যাভীরনতভ্রুবাং সখি ভবেদালোকসম্ভাবনা।
মর্ম্মগ্রন্থিনিকৃন্তনব্যসনিনী তং তাদৃশং বৈরিণী
ক্রূরেয়ং বিরহব্যথা ন সহতে মদ্ভাগধেয়োৎসবং॥১৫৬

অত্র স্পষ্ট এব ব্যসনাগমনেন বিরোধঃ ॥ ১৫৭ ॥

অথ পর্য্যুপাসনং ॥

রুষ্টস্যানুনয়ো ধীরৈঃ পর্য্যুপাসনমীরিতং ॥১৫৮

যথা তত্রৈব চতুর্থে।

জটিলা। (উপসৃত্য) অই অহিসারমগ্গোবজ্ঝাইনি ললিদে! এণ্হিং পুত্তও মে অহিমন্নু বিদূরে

জটিলা। অয়ি অভিসারমার্গোপাধ্যায়িনি ললিতে! ইদানীং

কারুণ্যতরঙ্গাবলীতে পরিপূর্ণ বটে, এজন্য আভীরসুন্দরীদিগের ভাগ্যে কৃষ্ণদর্শনের সম্ভাবনা কখনও হইতে পারে। মর্ম্মগ্রন্থির ছেদনকারিণী পরমশত্রু এই ক্রূর বিরহবেদনা আমার সৌভাগ্যাতিশয় সহ্য করিতে পারিতেছে না ॥ ১৫৬ ॥

এস্থলে বিপদাগমন বশতঃ সুস্পষ্টই বিরোধ ॥ ১৫৭ ॥

অথ পর্য্যুপাসন।

রোষযুক্ত ব্যক্তির অনুনয়কে পর্য্যুপাসন কহে ॥ ১৫৮ ॥

যথা ললিতমাধবে ৪। ২৮।

জটিলা উপস্থিত হইয়া কহিলেন, অয়ি অভিসার মার্গের উপাধ্যায়িনি ললিতে! সম্প্রতি আমার পুত্র অভিমন্যু বহুদূর

গদোত্থি, তা সুন্নং ঘরং মুক্কিঅ কীস তুএ আণীদা এত্থ বহূড়ী॥ ১৫৯॥

ললিতা। (সশঙ্কমাত্মগতং) হদ্ধী হদ্ধী ডাহিণীএ অডাহিণপইদীএ ডহিদহ্মি বুড্‌ঢিআএ। (প্রকাশং) অজ্জে! গগ্গীএ বন্নিদং, অজ্জ মাহবী-পুপ্‌ফেহিং পূইদো সূরো সুরহীকোড়িপ্পদো হোদিত্তি মাহবী-মণ্ডবং লম্ভিদা মএ রাহী, তা পসীদ পসীদ॥ ১৬০॥

পুত্রো মে অভিমন্যুর্বিদূরে গতোঽস্তি, তৎ শূন্যং গৃহং ত্যক্ত্বা কস্মাৎ ত্বয়া আনীতা অত্র বধূঃ। সং॥ ১৫৯॥

ললিতা। হা ধিক্ হা ধিক্, ডাকিন্যা অদক্ষিণপ্রকৃত্যা দগ্ধাস্মি বৃদ্ধয়া। আর্য্যে! গার্গ্যা বর্ণিতং, অদ্য মাধবীপুষ্পৈঃ পূজিতঃ সূর্য্যঃ সুরভিকোটিপ্রদো ভবতি, ইতি মাধবীমণ্ডপং লম্ভিতা ময়া রাধা, তৎ প্রসীদ প্রসীদ। সং॥ ১৬০॥

গমন করিয়াছে, অতএব তুমি শূন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কেন আমার বধূটীকে এখানে লইয়া আসিয়াছ? ১৫৯॥

ললিতা শঙ্কিতচিত্তে মনে মনে কহিলেন, হা ধিক্ হা ধিক্, ক্রূর-স্বভাবা ডাকিনী বৃদ্ধা আমাকে জ্বালাইয়া মারিল। পুনশ্চ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, হে আর্য্যে! গার্গী বলিয়াছেন যে, অদ্য মাধবী-পুষ্প দ্বারা সূর্য্যদেব পূজিত হইলে কোটি ধেনু প্রদান করিবেন, এজন্য আমি শ্রীরাধাকে মাধবীমণ্ডপে আনয়ন করিয়াছি, অতএব প্রসন্না হউন্, প্রসন্না হউন্॥ ১৬০॥

অত্র রুষ্টায়া জটিলায়া ললিতয়াঽনুনয়াৎ পর্য্যুপাসনং ॥ ১৬১ ॥

অথ পুষ্পং ॥

সবিশেষাভিধানং যৎ পুষ্পং তদিতি সঙ্গিতং ॥১৬২॥

যথা তত্রৈব তৃতীয়ে।

বিদূরে কংসারির্মুকুটিতশিখণ্ডাবলিরসৌ
পুরো গৌরাঙ্গীভিঃ কলিতপরিরম্ভো বিলসতি।
(ইতি সাভ্যসূয়ং পুনর্নিরূপ্য সখেদং)।
ন কান্তোঽয়ং শঙ্কে সুরপতিধনুর্দ্ধামমধুর-
স্তড়িল্লেখাহারী গিরিমবললম্বে জলধরঃ ॥১৬৩॥

এখানে রুষ্টা জটিলাকে ললিতা অনুনয় করায় পর্য্যুপাসন হইল ॥ ১৬১ ॥

অথ পুষ্প।

যাহা সবিশেষরূপে অভিধান অর্থাৎ বাক্যকথন তাহাই পুষ্প নামে কথিত ॥ ১৬২ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৩। ৪০।

শ্রীরাধা কহিলেন, ললিতে! দূরবর্ত্তী শিখণ্ডচূড় কংসারি গৌরাঙ্গীগণ কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া অগ্রে বিহার করিতেছেন। (এই বলিয়া অসূয়ার সহিত পুনশ্চ নিরূপণ করিয়া সখেদে কহিলেন) সখি! নিশ্চয় জানিলাম ইনি সে কান্ত নহেন, ইন্দ্রধনু ও বিদ্যুদ্ভূষিত মধুরমূর্ত্তি নবীনজলধর পর্ব্বতশিখর অবলম্বন করিতেছেন ॥ ১৬৩ ॥

অত্র পুনর্জ্জলধরতয়া বিশেষজ্ঞানাৎ পুষ্পং ॥১৬৪॥

অথ বজ্রং ॥

বজ্রং তদিতি বিজ্ঞেয়ং সাক্ষান্নিষ্ঠুরভাষণং॥১৬৫॥

তথা তত্রৈব চতুর্থে।

জটিলা। (পৃষ্ঠতঃ পরিক্রম্য পুত্রস্য হস্তমাকর্ষন্তী সাপেক্ষং)।

রে গোউলকিসোরী-লম্পডআ! অরে পরঘর-লুণ্ঠণআ! কহং তুমংপি অপ্পণো পুত্তং মন্নিস্সদি জড়িলা ॥ ১৬৬ ॥

জটিলা। রে গোকুলকিশোরীলম্পটক! অরে পরগৃহলুণ্ঠনক! কথং ত্বামপি আত্মনঃ পুত্রং মংস্যতি জটিলা। সং ॥ ১৬৬ ॥

এস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে পুনর্ব্বার জলধররূপে বিশেষ জ্ঞান হওয়ায় পুষ্প হইল ॥ ১৬৪ ॥

অথ বজ্র।

সাক্ষাৎরূপে নিষ্ঠুর বাক্যকে বজ্র কহে ॥ ১৬৫ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৪। ৩২।

জটিলা পশ্চাদ্ভাগে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পুত্রের হস্ত ধরিয়া আক্ষেপ সহকারে কহিলেন— অরে গোকুলকিশোরীগণের লম্পট! অরে পরগৃহলুণ্ঠনক! জটিলা কি তোমাকেও নিজের পুত্র বলিয়া মানিবে? কখনই না॥ ১৬৬ ॥

অত্র জটিলায়া যৎ কৃষ্ণধিয়া পুত্রং প্রতি নিষ্ঠুর-ভাষণং তদ্বজ্রং ॥ ১৬৭ ॥

অথোপন্যাসঃ ॥

যুক্তিভিঃ সহিতো যোঽর্থ উপন্যাসঃ স ইষ্যতে॥ ১৬৮

যথা তত্রৈব তৃতীয়ে (নেপথ্যে)।

অদ্য প্রাণপরার্দ্ধতোঽপি দয়িতে দূরং প্রয়াতে হরৌ
হা ধিগ্দুঃসহশোকশঙ্কুভিরভূদ্বিদ্ধান্তরা রাধিকা।
তেনাস্যাঃ প্রতিষেধমার্য্যচরিতে ত্বং মা কৃথা মা কৃথাঃ
ক্ষীণেয়ং ক্ষণমত্র সুষ্ঠু বিলুঠন্ত্যার্ত্তস্বরং রোদিতু॥ ১৬৯

অত্র যুক্তিসহিতার্থতা প্রকটৈব ॥ ১৭০ ॥

এস্থলে কৃষ্ণবোধে পুত্রের প্রতি যে জটিলা নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিলেন, তাহাই বজ্র ॥ ১৬৭ ॥

অথ উপন্যাস।

যুক্তির সহিত যে অর্থ, তাহাই উপন্যাস ॥ ১৬৮ ॥

যথা ললিতমাধবে ৩। ২৯।

বৃন্দা নেপথ্য হইতে কহিলেন, হা ধিক্, হে আর্য্যচরিতে মুখরে! প্রাণাধিক প্রিয়তম হরি আজ দূরদেশে গমন করায় শ্রীরাধা দুঃসহ শোকশঙ্কু দ্বারা অন্তর্বিদ্ধা হইয়াছেন, অতএব তুমি আর ইহাঁকে নিষেধ করিও না, এই ক্ষীণাঙ্গী ক্ষণকাল ভূমিলুণ্ঠনপূর্ব্বক আর্ত্তস্বরে রোদন করুক ॥ ১৬৯ ॥

এখানে সযুক্তিক বাক্য প্রয়োগ করায় উপন্যাস হইয়াছে॥ ১৭০॥

কেচিৎ "উপন্যাসঃ প্রসাদনং" ইতি বদন্তি ॥১৭১

তত্রোদাহরণং চতুর্থে।

জটিলা। কুলপুত্তি! সিরেণ মে সাবিদাসি॥১৭২

অত্র জটিলয়া রাধাপ্রসাদনং ॥ ১৭৩ ॥

অথ বর্ণসংহারঃ ॥

সর্ব্ববর্ণোপগমনং বর্ণসংহার ইষ্যতে ॥ ১৭৪ ॥

যথা তত্রৈব ॥

দৈত্যাচার্য্যাস্তদাস্যে বিকৃতিমরুণতাং মল্লবর্য্যাঃ সখায়ো গণ্ডৌন্নত্যং খলেশাঃ প্রলয়মৃষিগণা ধ্যানমুষ্ণাস্রমম্বাঃ

জটিলা। কুলপুত্রি! শিরসা ময়া শপ্তাসি। সং ॥ ১৭২ ॥

কোন কোন পণ্ডিত প্রসন্নতাসাধনকে উপন্যাস কহেন ॥ ১৭১ ॥

তদ্বিষয়ে উদাহরণ যথা ললিতমাধবে ৪। ৩৫।

জটিলা কহিলেন হে কুলপুত্রি! আমি তোমাকে মাথার দিব্য দিতেছি ॥ ১৭২ ॥

এস্থলে জটিলাকর্ত্তৃক শ্রীরাধার প্রসন্নতাসম্পাদনই উপন্যাস ॥১৭৩

অথ বর্ণ সংহার।

সর্ব্ববর্ণের (জাতির) সম্মীলনকে বর্ণসংহার কহে ॥ ১৭৪ ॥

যথা ললিতমাধবে ৪। ৪।

রঙ্গস্থলে মুকুন্দকে সন্দর্শন করিয়া, দৈত্যাচার্য্যগণ বদনবিকৃতি, মল্লগণ রক্তবর্ণ, সখারা হাস্যমুখ, খল সকল অচৈতন্য, ঋষিগণ ধ্যান, মাতৃগণ উষ্ণঅশ্রু, যোদ্ধৃগণ রোমাঞ্চ, দেবেন্দ্রবর্গ

রোমাঞ্চং সাংযুগীনাঃ কমপি নবচমৎ কারমন্তঃসুরেন্দ্রা-
লাস্যং দাসাঃ কটাক্ষং যযুরসিতদৃশঃ প্রেক্ষ্য রঙ্গে মুকুন্দং
॥ ১৭৫ ॥

অত্র দৈত্যাচার্য্যনারদাদয়ো ব্রাহ্মণাঃ, ক্ষিতীশ-সাংযুগীনাদয়ঃ ক্ষত্রিয়াঃ, মল্লা দাসাশ্চ বৈশ্যশূদ্রাদয় ইতি বর্ণসংহারঃ ॥ ১৭৬ ॥

(১০) অথ গর্ভসন্ধিঃ ॥

দৃষ্টাদৃষ্টস্য বীজস্য গর্ব্ভো হ্রাসগবেষণাৎ।
দ্বাদশাঙ্গো ভবেদেষ পতাকাংশানুসারতঃ ॥১৭৭

কোন এক অপূর্ব্ব নূতন আশ্চর্য্য ভাব, দাসগণ নৃত্য এবং অসিতাপাঙ্গী রমণীগণ কটাক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিলেন ॥ ১৭৫ ॥

এস্থলে দৈত্যাচার্য্য নারদাদি ব্রাহ্মণ, ক্ষিতীশ ও সাংযুগীন প্রভৃতি ক্ষত্রিয়, মল্লগণ বৈশ্য এবং দাসগণ শূদ্র, এইরূপে সর্ব্ববর্ণের সম্মীলন বর্ণিত হওয়ায় বর্ণসংহার হইয়াছে ॥ ১৭৬ ॥

(১০) অথ গর্ভসন্ধি।

দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট বীজের গর্ভ:ক গর্ভসন্ধি কহে, ইহা হ্রাস ও অন্বেষণ বশতঃ হইয়া থাকে। পতাকাংশের অনুসারে গর্ভসন্ধির অঙ্গ দ্বাদশটী। যথা—অভূতাহরণ, মার্গ, রূপ, উদাহরণ, ক্রম, সংগ্রহ, অনুমান, তোটক, অধিবল, উদ্বেগ, সম্ভ্রম ও আক্ষেপ ॥ ১৭৭ ॥

রাজেন্দ্রতাপ্রসঙ্গেন হ্রাসো বন্দিজনোক্তিতঃ ।
পুনরন্বেষণং জাতং প্রসেনান্বেষণাৎ পুনঃ ॥১৭৮॥
হ্রাসোঽভূৎ পুনরন্বেষ্টির্ললিতাদর্শনাদভূৎ ।
হরেঃ প্রণয়বীজস্য যথা ললিতমাধবে ॥

তত্র। অভূতাহরণং তৎ স্যাদ্বাক্যং যৎ কপটাশ্রয়ং॥১৭৯
যথা তত্রৈব পঞ্চমেঽঙ্কে ।
বিরচয়ন্ জননীমতিবিস্মিতাং
ভুজচতুষ্টয়বানজনিষ্ট যঃ ।
স ভগিনীং তব শূরসুতাত্মজো
যদুবরঃ পরিণেষ্যতি রুক্মিণীং ॥ ১৮০ ॥

রাজেন্দ্রতাপ্রসঙ্গে বন্দিজনের উক্তিবশতঃ হ্রাস, প্রসেনের অন্বেষণের পর পুনশ্চ অন্বেষণ হইয়াছিল ॥ ১৭৮ ॥

ললিতমাধবে বর্ণিত আছে যে ললিতাসন্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-বীজের হ্রাস ও পুনরন্বেষণ হইয়াছিল ॥

তন্মধ্যে, যাহা কপটাশ্রয় বাক্য, তাহাই অভূতাহরণ ॥ ১৭৯ ॥

যথা ললিতমাধবে ৫ । ৮ ।

পৌর্ণমাসী কহিলেন, যিনি ভুজচতুষ্টয়ে জননীকে বিস্মিত করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই শূরসুতের আত্মজ অর্থাৎ বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অথবা বসুদেবের ভগিনী শ্রুতশ্রবার পুত্র রুক্মিণীর পাণিগ্রহণ করিবেন ॥ ১৮০ ॥

অত্র কপটবাক্যমিদমভূতাহরণং ॥ ১৮১ ॥

অথ মার্গঃ ॥

মার্গস্তত্ত্বার্থকথনং ॥ ১৮২ ॥

যথা তত্রৈব তত্র শ্রীকৃষ্ণঃ। (পত্রিকায়াং)।

নিখিলাঃ শিখিনীর্নয়ন্নপি, সুখানি জাত্যাসিতাপাঙ্গীঃ।
রময়তি কৃষ্ণঃ সুঘনো, বৃন্দাবনগন্ধিনীরেব ॥ ১৮৩ ॥

অত্র হরিণা হৃদয়তত্ত্বপ্রকটনান্মার্গঃ ॥ ১৮৪ ॥

অথ রূপং ॥

রূপং বাক্যং বিতর্কবৎ ॥ ১৮৫ ॥

এখানে সুস্পষ্ট কপটবাক্যই অভূতাহরণ ॥ ১৮১ ॥

অথ মার্গ।

তত্ত্বার্থ কথনকে মার্গ কহে ॥ ১৮২ ॥

যথা ললিতমাধবে ৫। ১০।

(শ্রীকৃষ্ণের পত্রিকা নারদ পাঠ করিতেছেন) শ্রীকৃষ্ণরূপী সুন্দর মেঘ, স্বভাবসিদ্ধ অসিতাপাঙ্গী ময়ূরীগণের সুখ সম্পাদন করিলেও বৃন্দাবনগন্ধিনী বলিয়াই তাহাদিগকে রমণ করাইতেছেন ॥ ১৮৩ ॥

এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়স্থ তত্ত্ব প্রকট করায় মার্গ নামক গর্ভসন্ধি হইল ॥ ১৮৪ ॥

অথ রূপ।

বিতর্কযুক্ত বাক্যকে রূপ কহে ॥ ১৮৫ ॥

যথা তত্রৈব। তত্র শ্রীকৃষ্ণঃ। (সাশঙ্কং)।

সখে! কথমনুভূতপূর্ব্বেব কাপি শিঞ্জিতসরণী প্রসহ্য মামার্দ্রীকরোতি॥ ১৮৬॥

অত্র চন্দ্রাবলীনূপুরাদি-সিঞ্জিতশ্রবণাৎ কৃষ্ণস্য বিতর্কো রূপং॥ ১৮৭॥

অথোদাহরণং॥

সোৎকর্ষং বচনং যত্তু তদুদাহরণং মতং॥১৮৮॥

যথা তত্রৈব। তত্র সুপর্ণঃ। (নির্ব্বর্ণ্য সবিস্ময়ং)॥

সৌন্দর্য্যাম্বুনিধের্বিধায় মথনং দম্ভেন দুগ্ধাম্বুধে-
র্গীর্ব্বাণৈরুদহারি চারুচরিতা যা সারসম্পন্ময়ী।

যথা ললিতমাধবে ৫। ৩২।

শ্রীকৃষ্ণ আশঙ্কার সহিত গরুড়কে কহিলেন— সখে গরুড়! কোন পূর্ব্বানুভূত ভূষণধ্বনিরূপা নদী হঠাৎ আমাকে আর্দ্রীভূত করিয়া তুলিল॥ ১৮৬॥

এস্থলে চন্দ্রাবলীর নূপুরাদি ভূষণধ্বনি শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের যে বিতর্ক, তাহাই রূপ॥ ১৮৭॥

অথ উদাহরণ।

উৎকর্ষযুক্ত যে বাক্য তাহাই উদাহরণ নামে কথিত॥ ১৮৮॥

যথা ললিতমাধবে ৫। ২৯।

গরুড় রুক্মিণীর রূপ দেখিয়া বিস্মিত ভাবে কহিলেন—দেবগণ ক্ষীরসাগর মন্থনচ্ছলে সৌন্দর্য্যসমুদ্র মন্থন করিয়া সুচরিত্রা ও সারসম্পন্ময়ী যে লক্ষ্মীকে আহরণ করিয়াছেন, অহো! এই রাজকুমারী

সা লক্ষ্মীরপি চক্ষুষাং চিরচমৎকারক্রিয়াচাতুরীং
ধত্তে হন্ত তথা ন কান্তিভিরিয়ং রাজ্ঞঃ কুমারী যথা
॥ ১৮৯ ॥

অত্র চন্দ্রাবলীরূপোৎকর্ষকথনমুদাহরণং ॥ ১৯০ ॥

অথ ক্রমঃ ॥

ভাবজ্ঞানং ক্রমো যদ্বা চিন্ত্যমানার্থসঙ্গতিঃ ॥ ১৯১ ॥

যথা তত্রৈব ষষ্ঠে ॥

নববৃন্দা। (স্বগতং)।

জনিতকনকলক্ষ্মীবিভ্রমে নেত্রবীথীং
গতবতি চিরকালাদংশুকে কংসহন্তুঃ।
অলঘুভিরপি যত্নৈর্দুস্তরাং সংবরীতুং
বিকৃতিমতুলবাধাং হন্ত রাধা দধাতি ॥ ১৯২ ॥

স্বকীয় সৌন্দর্য্যে যেমন চক্ষুর চিরচমৎকার ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন, সেই লক্ষ্মীও তদ্রূপ করিতে পারেন না॥ ১৮৯॥

এস্থলে চন্দ্রাবলীর রূপোৎকর্ষ বর্ণনাই উদাহরণ নামে কথিত॥ ১৯০ ॥

অথ ক্রম।

ভাবজ্ঞানকে ক্রম কহে, অথবা চিন্ত্যমান বিষয়ের অর্থসঙ্গতিকেও ক্রম বলা যায়॥ ১৯১ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৬। ১৮।

নববৃন্দা মনে মনে কহিলেন,— চিরকালের পর উজ্জ্বল স্বর্ণসদৃশ শ্রীকৃষ্ণের পীত বসন নিরীক্ষণ করিয়া শ্রীরাধার গুরুতর বিকার

অত্র নববৃন্দয়া রাধায়া ভাবজ্ঞানাৎ চিন্ত্যমান-হরিচিহ্নস্য রাধয়া দর্শনাদ্বা ক্রমঃ ॥ ১৯৩ ॥

অথ সংগ্রহঃ ॥

সামদানার্থসংযোগঃ সংগ্রহঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥১৯৪

যথা তত্রৈব পঞ্চমে। ভীষ্মঃ। (সাদরং) ॥

অবিদিতস্তনয়ামনয়ান্নয়-
ন্নুপকৃতিং কৃতবান্ মম জাম্ববান্।
মুনিমনঃপ্রণিধেয়পদাম্বুজ-
স্ত্বমপি যেন বরো দুহিতুর্বরঃ ॥ ১৯৫ ॥

উপস্থিত হইয়াছে, বোধ হয় ইনি বহু বহু যত্ন করিয়াও তাহা সংবরণ করিতে না পারায় অসীম বাধাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ১৯২ ॥

এস্থলে নববৃন্দা শ্রীরাধার ভাব জানিতে পারিয়াছেন বলিয়া অথবা চিন্ত্যমান হরিচিহ্নকে শ্রীরাধা দর্শন করিয়াছেন বলিয়া ক্রম নামক গর্ভসন্ধি হইল ॥ ১৯৩ ॥

অথ সংগ্রহ।

সাম-সান্ত্বনা, দান-অর্পণ, এই উভয়ের যে অর্থসংযোগ, তাহাকে সংগ্রহ কহে ॥ ১৯৪ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৫। ৩৬।

ভীষ্মক সাদরে কহিলেন— জাম্ববান্ প্রচ্ছন্ন ভাবে অন্যায় পূর্ব্বক আমার তনয়া হরণ করিয়া উপকার করিয়াছে, যে উপকার দ্বারা আপনি আমার তনয়ার উৎকৃষ্ট বর হইলেন, অথচ আপনার পাদপদ্মকে মুনিগণ মনে মনে সবিশেষ প্রণিধান করিয়া লাভ করিতে কথঞ্চিৎ সমর্থ হয়েন, আপনি এমন দুর্লভ বস্তু ॥ ১৯৫ ॥

অত্র সামনিনিহ্নুতকন্যাসমর্পণাদিনা সংগ্রহঃ ॥১৯৬

অথানুমানং ॥

লিঙ্গাভ্যূহোঽনুমানতা ॥ ১৯৭ ॥

যথা তত্রৈব ষষ্ঠে। চন্দ্রাবলী। (সংস্কৃতেন)।

সাধর্ম্ম্যং মধুরিপুবিপ্রযোগভাজাং
তন্বঙ্গী মুহুরিয়মঙ্গকৈস্তনোতি।
প্রাকৃত্যঃ প্রিয়সখি মাধুরীং কিমেনাং
দৈন্যেঽপি প্রথয়িতুমার্ত্তয়ঃ ক্ষমন্তে ॥ ১৯৮ ॥

অত্র দৈন্যেঽপি মাধুরীদর্শনেন লিঙ্গেন কৃষ্ণবিপ্রযোগভাক্ত্বস্যাভ্যূহোঽনুমানং ॥ ১৯৯ ॥

এখানে সান্ত্বনা বশতঃ কন্যার্পণাদি দ্বারা সংগ্রহ হইল ॥ ১৯৬ ॥

অথ অনুমান।

কোন চিহ্নের দ্বারা কোন বিষয়ের যে অভ্যূহ অর্থাৎ উহ্যকরণ, তাহাকে অনুমান কহে ॥ ১৯৭ ॥

যথা ললিতমাধবে ৬।২২।

চন্দ্রাবলী সংস্কৃত ভাষায় কহিলেন— এই কৃশাঙ্গী মুহুর্মুহুঃ অঙ্গদ্বারা কৃষ্ণবিয়োগিনীদিগের সাধর্ম্ম্য বিস্তার করিতেছেন, হে প্রিয়সখি! এই সকল পীড়া যদি প্রাকৃত হইত, তবে এত দীনতাতেও কি এরূপ মাধুর্য্য প্রকাশ পাইতে পারে? ॥ ১৯৮ ॥

এখানে দীনতাবস্থাতেও মাধুর্য্যদর্শন রূপ চিহ্ন দ্বারা "শ্রীরাধা কৃষ্ণবিয়োগিনী" এই বিষয়ের উহ্যকরণ হইল সুতরাং অনুমান-সঙ্গতির বাধা নাই ॥ ১৯৯ ॥

অথ তোটকং।

বচঃ সংরম্ভি তোটকং ॥ ২০০ ॥

যথা তত্রৈব ষষ্ঠে। নারদঃ।

মণীন্দ্রং পারীন্দ্রঃ প্রবরমহরন্নিঘ্নতনয়ং
বিনিঘ্নন্নেতঞ্চ প্রবলমথ ভল্লূকনৃপতিঃ।
পরাভূয় স্বৈরী তমপি মুরবৈরী তব ধনং
তদা হর্ত্তা পাপ ত্বমসি পতিতস্তাপজলধৌ ॥২০১

অত্র সংরম্ভেণ তোটকং প্রকটমেব ॥ ২০২ ॥

অথাধিবলং ॥

বুধৈরধিবলং প্রোক্তং কপটেনাধিবঞ্চনং ॥২০৩॥

অথ তোটক।

সংরম্ভ অর্থাৎ বেগযুক্ত বাক্যকে তোটক কহে ॥ ২০০ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৬। ১৫।

নারদ কহিলেন— আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, সত্রাজিৎ! তুমি পাপিষ্ঠ, যখন এই স্যমন্তক মণিহরণ জন্য সিংহ প্রসেনকে বধ করিবে, পরে জম্ববান্ যখন সিংহ বধ করিয়া ঐ মণি গ্রহণ করিবেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববান্‌কে পরাভূত করিয়া তোমার এই মণি হরণ করিয়া লইবেন, যাহা হৌক্ তুমি ত এখন কেবল অনুতাপসাগরে মগ্ন হইলা ॥ ২০১ ॥

এস্থলে সংরম্ভ বাক্যে তোটক প্রকটরূপেই জানা যাই-তেছে ॥ ২০২ ॥

অথ অধিবল।

কপট করিয়া বঞ্চনা করিলে, বুধগণ তাহাকে অধিবল কহেন॥২০৩

যথা তত্রৈব পঞ্চমে। শ্রীকৃষ্ণঃ।

পর্য্যশীলি পশুপালঘটায়াং
কেলিরঙ্গঘটনায় ময়া যঃ।
সুষ্ঠু সোঽয়মকরোৎ পরদুর্গে
বেশয়ন্ সচিবতাং নটবেশঃ॥ ২০৪॥

অত্র নটবেশকপটেন পরবঞ্চনমধিবলং॥ ২০৫॥

অথোদ্বেগঃ॥

শত্রুচৌরাদিসম্ভূতং ভয়মুদ্বেগ উচ্যতে॥ ২০৬॥

যথা তত্রৈব ষষ্ঠে।

চন্দ্রাবলী। (জনান্তিকং) সহি মাহবি! পেক্‌খ

চন্দ্রাবলী। সখি মাধবি! পশ্য, এষ আর্য্যপুত্রস্য সত্যসঙ্কল্পিতা-

---

যথা ললিতমাধবে। ৫। ২৬।

শ্রীকৃষ্ণ নর্ত্তকবেশে কহিলেন— আমি কেলিকৌতুক ঘটনার জন্য পশুপালগণের মধ্যে যাহা অভ্যাস করিয়াছি, আজ্ সেই নটবেশ পরদুর্গ প্রবেশ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সাহায্য করিল॥ ২০৪॥

এস্থলে নটবেশরূপ কপটদ্বারা অপর বিষয় বঞ্চিত হওয়ায় অধিবল হইয়াছে॥ ২০৫॥

অথ উদ্বেগ।

শত্রু এবং চৌর প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন যে ভয়, তাহাকে উদ্বেগ কহে॥ ২০৬॥

যথা ললিতমাধবে। ৬। ২১।

চন্দ্রাবলী গোপনে কহিলেন, সখি মাধবি! দেখ, সত্যভামার এই

এসো অজ্জউত্তস্স সচ্চসংকপ্পদা-সেহুবিমদ্দণো সচ্চভামাএ সোন্দেরপূরো ধীরং বি মং আন্দোলেদি ॥ ২০৭ ॥

অত্রাদ্ভুতরূপসপত্নীদর্শনাচ্চন্দ্রাবল্যা উদ্বেগঃ ॥২০৮॥

অথ সম্ভ্রমঃ ॥

শক্রব্যাঘ্রাদিসম্ভূতা শঙ্কা স্যাদিহ সম্ভ্রমঃ ॥২০৯॥

যথা তত্রৈব পঞ্চমে। (নেপথ্যে) ॥

সপ্তিঃ সপ্তীরথ ইহ রথঃ কুঞ্জরঃ কুঞ্জরো মে
তূণস্তূণো ধনুরুত ধনুর্ভোঃ কৃপাণী কৃপাণী।

সেতুবিমর্দ্দনঃ সত্যভামায়াঃ সৌন্দর্য্যপূরো ধীরামপি মামান্দোলয়তি। সং ॥ ২০৭ ॥

সৌন্দর্য্য সমূহ আর্য্যপুত্রের সত্যসঙ্কল্প নাশের হেতু, যদাপি আমি সুধীরা, তথাপি আমাকেও আন্দোলিত করিতেছে ॥ ২০৭ ॥

এখানে সপত্নীর অদ্ভুত রূপ সন্দর্শনে চন্দ্রাবলীর উদ্বেগ হইয়াছে ॥ ২০৮ ॥

অথ সম্ভ্রম।

শক্রু এবং ব্যাঘ্রাদি সম্ভূত শঙ্কাকে এস্থলে সম্ভ্রম বলা যায় ॥২০৯॥

যথা ললিতমাধবে। ৫। ৩৯।

নেপথ্যে ধ্বনি হইল— এই আমার অশ্ব, এই আমার অশ্ব, এই আমার হস্তী, এই আমার হস্তী, অহে! এই ধনুঃ, এই ধনুঃ, এই ছোরিকা, এই ছোরিকা, ভয় কি, ভয় কি, এই আমি, এই

কা ভীঃ কা ভীরয়মহমহং হা ত্বরধ্বং ত্বরধ্বং
রাজ্ঞঃ পুত্রী বত হৃতহৃতা কামিনা বল্লবেন ॥২১০

অত্র স্পষ্ট এব সম্ভ্রমঃ ॥ ২১১ ॥

অথাক্ষেপঃ ॥

গর্ভবীজসমুৎক্ষেপমাক্ষেপং পরিচক্ষতে ॥ ২১২ ॥

যথা তত্রৈব ষষ্ঠে।

শ্রীকৃষ্ণঃ। (সবৈক্লব্যং)।

নিখিলসুহৃদামর্থারম্ভে বিলম্বিতচেতসো
মসৃণিতশিখো যঃ প্রাপ্তোঽভূন্মনাগিব মার্দ্দবং।
স খলু ললিতাসান্দ্রস্নেহপ্রসঙ্গঘনীভবন্
পুনরপি বলাদিদ্ধে রাধাবিয়োগময়ঃ শিখী ॥২১৩॥

আমি, হা কষ্ট, হা কষ্ট, ত্বরান্বিত হও, ত্বরান্বিত হও, হায়! একটা কামুক গোপালক রাজপুত্রীকে হরণ করিল ॥ ২১০ ॥

এখানে সুস্পষ্ট সম্ভ্রম দেখাইতেছে ॥ ২১১ ॥

অথ আক্ষেপ।

গর্ভবীজ অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন কারণকে যদি বহির্ভূত করা যায় তাহাকে আক্ষেপ কহে ॥ ২১২ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৬। ৩৫।

শ্রীকৃষ্ণ ব্যাকুল হইয়া কহিলেন— নিখিল সুহৃদের প্রয়োজন বশতঃ আমার মনে বিলম্ব হইয়াছে, শ্রীরাধার বিচ্ছেদাগ্নিও আমার নিকট মৃদু হইয়াছিল, সম্প্রতি ললিতার স্নেহপ্রসঙ্গে গাঢ়তর হইয়া পুনর্ব্বার যেন ঐ অগ্নি বল প্রকাশ করিয়াই জ্বলিয়া উঠিল ॥ ২১৩ ॥

অত্র সুহৃদর্থসম্পাদনে গর্ভিতস্য রাধানুরাগস্য পুনর্ললিতাদর্শনেনোৎক্ষেপাদাক্ষেপঃ ॥ ২১৪ ॥

(১১) অথ বিমর্শসন্ধিঃ ॥

যত্র প্রলোভনক্রোধব্যসনাদ্যৈর্বিমৃশ্যতে।
বীজবান্ গর্ভনির্ভিন্নঃ স বিমর্শ ইতীর্য্যতে ॥২১৫
প্রকরী নিয়তাপ্ত্যানুগুণ্যাদত্রাঙ্গকল্পনং।
বকুলানবৃন্দাদিপ্রলোভনবশাদ্যথা ॥ ২১৬ ॥

এস্থলে সুহৃদগণের কার্য্য সম্পাদন বিষয়ে শ্রীরাধাগত যে অনুরাগ প্রচ্ছন্ন ছিল, ললিতাসন্দর্শনে তাহা উৎক্ষিপ্ত হওয়ায় আক্ষেপ হইল ॥ ২১৪ ॥

(১১) অথ বিমর্শসন্ধি।

প্রলোভন, ক্রোধ ও ব্যসনাদি দ্বারা যথায় বীজবান্ পদার্থকে অভ্যন্তর হইতে ভেদ করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক প্রদর্শিত করা হয়, অর্থাৎ যথায় মুখ্যফলের উপায়টী অভ্যন্তর হইতে অধিক ভাবে প্রকাশিত হয় এবং শোভা ও ভয়াদি দ্বারা ব্যবহিত হয় তাহার নাম বিমর্শ ॥ ২১৫ ॥

এক দেশস্থ, প্রাসঙ্গিক অথচ আকাঙ্ক্ষালব্ধ চরিত্রকে প্রকরী কহে। যাঁহার চরিত্র কীর্ত্তন করা যায়, তাঁহার যে চরিত্রটী প্রকৃত বিষয়ের উপযোগী নহে, তাহাকে প্রকরী বলা যায় না। এইরূপ প্রকরীর নিয়ত প্রাপ্তির সাদৃশ্য বশেই বিমর্শের অঙ্গ কল্পিত হয়। যেমন বকুলা ও নববৃন্দাদির প্রলোভনবশে ললিতমাধবে বিমর্শ কল্পিত হইয়াছে ॥ ২১৬ ॥

দেবীশঙ্কাদিতশ্চাত্র প্রেমবীজবিমর্শনং।
রাধামাধবয়োঃ প্রোক্তং স্ফুটং ললিতমাধবে ॥২১৭
অববাদোঽত্র সংফেটো বিদ্রবদ্রবশক্তয়ঃ।
দ্যুতিপ্রসঙ্গৌ চ্ছলনং ব্যবসায়ো বিরোধনং॥২১৮
প্ররোচনা বিবলনমাদানং স্যুস্ত্রয়োদশ ॥ ২১৯ ॥
তত্রাববাদঃ ॥
দোষপ্রখ্যাববাদঃ স্যাৎ ॥ ২২০ ॥
যথা তত্রৈব সপ্তমেঽঙ্কে।
শ্রীরাধা। (সব্যথং সংস্কৃতেন)।
চিরাদদ্য স্বপ্নে মম বিবিধযত্নাদুপগতে
প্রপেদে গোবিন্দঃ সখি নয়নয়োরঙ্গণভুবং।

ললিতমাধব গ্রন্থে দেবীশঙ্কাদি করণে শ্রীরাধামাধবের প্রেম-বীজের বিমর্শন সুব্যক্ত ভাবে উক্ত হইয়াছে ॥ ২১৭ ॥

এই বিমর্শসন্ধিতে অববাদ, সংফেট, বিদ্রব, দ্রব, শক্তি, দ্যুতি, প্রসঙ্গ, ছলন, ব্যবসায়, বিরোধন, প্ররোচনা, বিবলন, এবং আদান এই ত্রয়োদশটী অঙ্গ আছে ॥ ২১৮ ॥ ২১৯ ॥

তন্মধ্যে অববাদ যথা—

দোষ প্রখ্যাপনকে অববাদ কহে ॥ ২২০ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৭। ১১।

শ্রীরাধা ব্যথানুভব পূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষায় কহিলেন— বহু দিনান্তে বিবিধ যত্নে আজ আমার স্বপ্নদশা উপস্থিত হয়, তৎকালে গোবিন্দ আমার নয়ন দ্বয়ের অঙ্গণভূমিতে আগত হইয়াছিলেন,

গৃহীত্বা হা হন্ত ত্বরিতমথ তস্মিন্নপি রথং
কথং প্রত্যাসন্নঃ স খলু পুরুষো রাজপুরুষঃ॥২২১
অত্রাক্রূরস্য ক্রৌর্য্যকীর্ত্তনাদববাদঃ ॥ ২২২ ॥
অথ সংফেটঃ ॥
সংফেটো রোষভাষণং ॥ ২২৩ ॥
যথা তত্রৈব ।
শ্রীরাধা । (সংস্কৃতেন) ॥
শাস্তু দ্বারবতীপতিস্ত্রিজগতীং সৌন্দর্য্যপর্য্যাচিতঃ
কিন্নস্তেন বিরম্যতাং কথমসৌ শাপাগ্নিরুজ্জ্বাল্যতে ।
যুষ্মাভিঃ স্ফুটযুক্তিকোটিগরিমব্যাহারিণীভির্বলা-
দাক্রষ্টুং ব্রজরাজনন্দনপদাম্ভোজান্ন শক্যা বয়ং ॥২২৪

কিন্তু হা কষ্ট ! এমন সময়েও একটা রাজপুরুষ কোথা হইতে রথ লইয়া উপস্থিত হইল ॥ ২২১ ॥

এস্থলে অক্রূরের ক্রূরতা কীর্ত্তন হওয়ায় অববাদ নামক বিমর্শসন্ধি হইল ॥ ২২২ ॥

অথ সংফেট ।

রোষভাষণ অর্থাৎ ক্রোধযুক্ত বাক্যকে সংফেট কহে ॥ ২২৩ ॥

যথা ললিতমাধবে । ৭ । ২ ।

শ্রীরাধা সংস্কৃত ভাষায় কহিলেন— দ্বারকানাথ সৌন্দর্য্য-সমূহে পরিপূর্ণ হইয়া ত্রিজগৎ শাসন করিতেছেন করুন তাহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই। ক্ষান্ত হও, কেন আর ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত করিতেছ। তোমরা সুস্পষ্ট ভাবে কোটি কোটি গুরুত

অত্র বকুলাং প্রতি গূঢ়রোষোক্ত্যা সংফেটঃ ॥২২৫॥

অথ বিদ্রবঃ ॥

বিদ্রবো বধবন্ধাদিঃ ॥ ২২৬ ॥

যথা তত্রৈবাষ্টমে।

শ্রীকৃষ্ণঃ। প্রিয়ে! ক্ষণমদ্ভুতমাকর্ণ্যতাং সাম্প্রতমহং স্বরসৌগন্ধিকমাহরিষ্যন্ পাণ্ডবেন সহ খাণ্ডবাটবীং প্রাবিশং, তত্র মৃগানাহিণ্ডতো গাণ্ডীবিনঃ শ্যেনাভ্যাং নিগৃহীতয়োঃ পক্ষিণোরেকঃ প্রাহেত্যাদি ॥ ২২৭ ॥

যুক্তি সঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিলেও ব্রজেন্দ্রনন্দনের পাদপদ্ম হইতে আমাকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবা না॥ ২২৪ ॥

এস্থলে বকুলার প্রতি শ্রীরাধার যে গূঢ় রোষোক্তি, তাহাই সংফেট॥ ২২৫ ॥

অথ বিদ্রব।

বধ বন্ধনাদিকে বিদ্রব কহে॥ ২২৬॥

যথা ললিতমাধবে। ৮। ১২।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে প্রিয়ে! ক্ষণকাল অদ্ভুত কথা শ্রবণ কর, এখন আমি স্বরকহ্লার কুসুম আহরণ জন্য অর্জ্জুনের সহিত খাণ্ডবারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। তথায় গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন মৃগান্বেষণ করিতেছিলেন, এই সময়ে হঠাৎ দুইটী শ্যেন (বাজ) পক্ষী আসিয়া দুইটী পক্ষিকে আক্রমণ করায় ঐ নিগৃহীত পক্ষিদ্বয়ের মধ্যে একটী বলিল, ইত্যাদি॥ ২২৭ ॥

অত্র পক্ষিনিগ্রহাদিনা বিদ্রবঃ ॥ ২২৮ ॥

অত্র দ্রবঃ ॥

দ্রবো গুরুতিরস্ক্রিয়া ॥ ২২৯ ॥

যথা তত্রৈব।

মাধবী। ভট্টিদারিএ কাসারে পসারিদ-ণিঅব্বদং বগীং সুমরিঅ হসামি ॥ ২৩০ ॥

ইত্যত্র স্বামিন্যা রাধায়া উপহাসেন দ্রবঃ ॥২৩১॥

অথ শক্তিঃ।

বিরোধশমনং শক্তিঃ ॥ ২৩২ ॥

মাধবী। ভর্ত্তৃদারিকে! কাসারে প্রসারিতনিজব্রতাং বকীং স্মৃতা হসামি ॥ সং ॥ ২৩০ ॥

এস্থলে পক্ষিনিগ্রহাদি দ্বারা বিদ্রব নামক বিমর্শসন্ধি কথিত হইল ॥ ২২৮ ॥

অথ দ্রব।

গুরু তিরস্কারকে দ্রব কহে ॥ ২২৯ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৮৯৫।

মাধবী কহিলেন, হে রাজকন্যে! সরোবরমধ্যে নিজব্রত-বিস্তার কারিণী বকীকে স্মরণ করিয়া হাসিতেছি ॥ ২৩০ ॥

এস্থলে স্বামিনী শ্রীরাধার প্রতি উপহাস করায় দ্রব হইল ॥ ২৩১ ॥

অথ শক্তি।

বিরোধের শান্তিকরণকে শক্তি কহে ॥ ২৩২ ॥

যথা তত্রৈব।

নববৃন্দা। (লতান্তরে স্থিত্বা)।

হন্ত কথমঙ্গীকৃতরাধাপ্রসাধনা দেবীয়মুপলব্ধা তদেয মাধবো যাবদেনাং রাধিকাং প্রতীত্য ন প্রমাদমাদধাতি তাবদেবাহং পদ্যমেকং হারীতেন হারয়ামীতি ॥ ২৩৩ ॥

অত্র রাধাত্বেন চন্দ্রাবলীজ্ঞানাদুৎপন্নস্য বিরোধস্য শমনাচ্ছক্তিঃ ॥ ২৩৪ ॥

অথ দ্যুতিঃ ॥

তর্জ্জনোদ্বেজনে দ্যুতিঃ ॥ ২৩৫ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৮। ৩৫।

নববৃন্দা লতামধ্যে থাকিয়া কহিলেন, হায়! শ্রীরাধার বেশ ভূষা ধারণ করিয়া দেবী কিরূপে আগমন করিলেন? অতএব "ইনি শ্রীরাধা" এই বলিয়া মাধব যতক্ষণ না প্রমাদগ্রস্ত হয়েন, তৎকাল মধ্যেই আমি একটী পদ্য হারীতপক্ষি দ্বারা প্রেরণ করি ॥ ২৩৩ ॥

এস্থলে চন্দ্রাবলীকে শ্রীরাধা বলিয়া জ্ঞান হওয়ায় যে বিরোধ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার শান্তি করায় শক্তি হইল ॥ ২৩৪ ॥

অত দ্যুতি।

তর্জ্জন ও উদ্বেজনকে দ্যুতি কহে ॥ ২৩৫ ॥

যথা তত্রৈব।

শ্রীরাধা। (সভয়ং)।

হন্ত চঞ্চল চঞ্চরীঅ চিট্‌ঠ চিট্‌ঠ, এষা লীলাকমলেণ তাড়েমি তুমং ধিট্‌ঠং ॥ ২৩৬ ॥

ইত্যত্র ভ্রমরং প্রতি তর্জ্জনেন দ্যুতিঃ ॥ ২৩৭ ॥

অথ প্রসঙ্গঃ ॥

প্রস্তুতার্থস্য শমনং প্রসঙ্গঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

প্রসঙ্গং কথয়ন্ত্যন্যে গুরূণাং পরিকীর্ত্তনং ॥ ২৩৮ ॥

শ্রীরাধা। হন্ত চঞ্চল চঞ্চরীক! তিষ্ঠ তিষ্ঠ, এষা লীলাকমলেন তাড়য়ামি ত্বাং ধূর্ত্তং ॥ সং ॥ ২৩৬ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৮। ২৪।

শ্রীরাধা সভয়ে কহিলেন, হা কষ্ট, অরে চঞ্চল চঞ্চরীক (ভ্রমর!), তুই অতি ধূর্ত্ত, থাক্, থাক্, এই আমি তোকে লীলাকমল দ্বারা প্রহার করিতেছি ॥ ২৩৬ ॥

এস্থলে ভ্রমর হইতে উদ্বেগ এবং ভ্রমরের প্রতি তর্জ্জন করায় দ্যুতি হইল ॥ ২৩৭ ॥

অথ প্রসঙ্গ।

প্রস্তুত বিষয়ের যে শান্তিকরণ, তাহাকে প্রসঙ্গ কহে। গুরুদিগের যে কীর্ত্তন তাহাকেও কোন কোন পণ্ডিত প্রসঙ্গ বলিয়া থাকেন ॥ ২৩৮ ॥

তত্রাদ্যং যথা তত্রৈবাষ্টমে।

শ্রীকৃষ্ণঃ। (সহর্ষং)।

চর্চ্চাং সিঞ্চতি শোষয়ত্যপি মিথো বিস্পর্দ্ধমেবাসকৃ-
ন্নেত্রদ্বন্দ্বমুরশ্চ যদ্বিরহতো বাষ্পায়মাণং মম।
হন্ত স্বপ্নশতেঽপি দুর্লভতরপ্রেক্ষোৎসবা প্রেয়সী
প্রাপ্যোৎসঙ্গমতর্কিতং মম কথং সা রাধিকা বর্ত্ততে
॥ ২৩৯ ॥

অত্র প্রস্তুতস্য বিরহদুঃখস্য শমঃ প্রসঙ্গঃ ॥ ২৪০ ॥

দ্বিতীয়ং যথা সপ্তমে।

শ্রীরাধা। (সংস্কৃতেন)।

খেলন্মঞ্জুলবেণুমণ্ডিতমুখী সাচিভ্রমঁল্লোচনা
মুগ্ধে মূর্দ্ধ্নি শিখণ্ডিনী ধৃতবপুর্ভঙ্গীত্রয়াঙ্গীকৃতিঃ।

প্রথম যথা, ললিতমাধবে। ৮। ৩।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, যাঁহার বিরহে নেত্রদ্বয় বাষ্পপূর্ণ হইয়া স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক বক্ষস্থলের লিপ্ত চন্দন সেচন করিতে থাকিলে বক্ষস্থল উষ্ণ হইয়া তাহা শুষ্ক করিতে লাগিল। হায়! শত শত স্বপ্নেও যাঁহার দর্শনোৎসব দুর্লভ সেই প্রিয়তমা শ্রীরাধা আমাকে ক্রোড়দেশে প্রাপ্ত হইয়া কি অবস্থিতি করিবেন?॥ ২৩৯ ॥

এস্থলে প্রস্তুত বিরহদুঃখের শান্তিকরণই শম॥ ২৪০ ॥

দ্বিতীয় যথা, ললিতমাধবে। ৭। ১৪।

শ্রীরাধা সংস্কৃত ভাষায় কহিলেন— হে মুগ্ধে নববৃন্দে! বেণু

কৈশোরে কৃতসঙ্গতিঃ স্মরমুনেরারাধ্যতে শাসনা-
দস্মাভিঃ পিতুরালয়ে জলধরশ্যামদ্যুতির্দেবতা ॥২৪১

অত্রেষ্টদেবনারদয়োঃ পিতুশ্চ কীর্ত্তনাদ্গুরু-কীর্ত্তনং ॥ ২৪২ ॥

অথ ছলনং ॥

অপমানাদিকরণং ছলনং পরিকীর্ত্তিতং ॥ ২৪৩ ॥

যথাষ্টমে শ্রীকৃষ্ণঃ।

হন্ত কলিকণ্ডূলতুণ্ডমাত্রসর্ব্বস্বে তমোময়ি মাধবিকে বিরম্যতাং ত্বয়োপরঞ্জয়িতুমশক্যেয়ং চন্দ্রাবলী ॥ ২৪৪ ॥

বিলাসে যাঁহার বদন সুশোভিত, নয়ন বাম দিকে বক্র, মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া, শরীর ললিত ত্রিভঙ্গ এবং আকৃতি কিশোর, সেই নবজলধরকান্তি দেবতাকে আমরা নারদের উপদেশে পিত্রালয়ে উপাসনা করিতাম ॥ ২৪১ ॥

এখানে ইষ্টদেবের, নারদের ও পিতার নাম কীর্ত্তিত হওয়ায় গুরু কীর্ত্তন হইল ॥ ২৪২ ॥

অথ ছলন।

অপমানাদি করণকে ছলন কহে ॥ ২৪৩ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৮। ৫।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—অহো ক্রোধময়ি মাধবি! তোমার কলহ কণ্ডূতিযুক্ত মুখখানীই সর্ব্বস্ব, অতএব ক্ষান্ত হও, তুমি চন্দ্রাবলীর স্বভাবের অন্যথা করিতে সমর্থা হইবে না ॥ ২৪৪ ॥

অত্র মাধবীভর্ৎসনেনাপমানাচ্ছলনং ॥ ২৪৫ ॥

অথ ব্যবসায়ঃ ॥

ব্যবসায়স্তু সামর্থ্যপ্রখ্যাপনমুদীর্য্যতে ॥ ২৪৬ ॥

যথা সপ্তমে।

শ্রীরাধা। (নিবৃত্য সলজ্জং সংস্কৃতেন)।

কংসারেরবলোকমঙ্গলবিনাভাবাদধন্যেঽধুনা
বিভ্রাণা হতজীবিতে প্রণয়িতাং নাহং সখি প্রাণিমি।
ক্রূরেয়ং ন বিরোধিনী যদি ভবেদাশাময়ী শৃঙ্খলা
প্রাণানাং ধ্রুবমর্ব্বুদান্যপি ততস্ত্যক্তুং সুখেনোৎসহে
॥ ২৪৭ ॥

এখানে মাধবীকে ভর্ৎসনা করায় যে অপমান তাহাই ছলন ॥২৪৫॥

অথ ব্যবসায়।

সামর্থ্য প্রখ্যাপনকে ব্যবসায় কহে ॥ ২৪৬ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৭। ১৩।

শ্রীরাধা নিবৃত্ত হইয়া সলজ্জভাবে সংস্কৃত ভাষায় কহিলেন—হে সখি! আশাময়ী কঠিন শৃঙ্খলা যদি বিরোধিনী না হইত, তাহা হইলে সম্প্রতি কংসারির মঙ্গলময় দর্শনবিহীন ও অধন্য সুতরাং হতভাগ্য জীবনকে ভাল বাসিয়া আর জীবিত থাকিতাম না, নিশ্চয়ই অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ প্রাণকেও সুখে ত্যাগ করিতে সমর্থা হইতাম ঃ—

"আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শোহ্যঙ্গনানাং।
সদ্যঃপাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রযোগে রুণদ্ধি॥"

অত্র প্রাণার্ব্বুদত্যাগায় সামর্থ্যকথনাৎ ব্যবসায়ঃ ॥ ২৪৮ ॥

কশ্চিত্তু।

ব্যবসায়স্তু বিজ্ঞেয়ঃ প্রতিজ্ঞাহেতুসম্ভবঃ।
ইত্যাহ ॥ ২৪৯ ॥

যথা তত্রৈব সপ্তমে।

শ্রীরাধা। (সংস্কৃতেন)।

যস্যোত্তংসঃ স্ফুরতি চিকুরে কেকিপুচ্ছপ্রণীতো
হারঃ কণ্ঠে বিলুঠতি কৃতঃ স্থূলগুঞ্জাবলীভিঃ।

দৃঢ় বৃন্ত যেমন পতনোন্মুখ কুসুমকে রক্ষা করে, সেইরূপ "অবশ্যই পতিকে পাইব" স্ত্রীগণের এইরূপ আশাবন্ধন কুসুমের মত সদ্যঃ পতনশীল ও প্রীতিযুক্ত মনকে রক্ষা করে। কালিদাসের লিখিত মেঘদূতের মেঘমুখে যক্ষপত্নীর বিরহস্বভাববর্ণনটী অবিকল ঐরূপ ॥ ২৪৭ ॥

এখানে অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ প্রাণত্যাগে সামর্থ্য কথিত হওয়ায় ব্যবসায় হইল ॥ ২৪৮ ॥

প্রতিজ্ঞা এবং হেতুর সম্ভাবনা হইলে ব্যবসায় হয়, ইহাও কোন কোন পণ্ডিতের মত ॥ ২৪৯ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৭। ৬।

শ্রীরাধা সংস্কৃত ভাষায় কহিলেন, হে সখি বকুলে! যাঁহার শিরস্থ কেশকলাপে ময়ূরপিচ্ছের চূড়া শোভা পাইতেছে, যাঁহার কণ্ঠে, স্থূল স্থূল গুঞ্জার হার দোহুল্যমান, যাঁহার বদনকমলে বেণু

বেণুর্বক্ত্রে রচয়তি রুচিং হন্ত চেতস্ততো মে
রূপং বিশ্বোত্তরমপি হরে র্নান্যদঙ্গীকরোতি ॥ ২৫০ ॥

অথ বিরোধনং ॥

বিরোধনং বিরোধোক্তিঃ সংরব্ধানাং পরস্পরং ॥২৫১

যথাষ্টমে।

চন্দ্রাবলী (সোল্লুণ্ঠস্মিতং)।

অই লোলুহে আলি কীস মং অণামন্তিঅ তং ণিঅ-মহাবরদং তুএ সুট্‌ঠু পড়িট্‌ঠিদং।

চন্দ্রাবলী। অয়ি লোলুপে আলি! কস্মাৎ মাং অনামন্ত্র্য তৎ নিজমহাব্রতং সুপ্রতিষ্ঠিতং।

বিরাজিত, হায়! সেই প্রকার রূপ ভিন্ন হরির অন্য অলৌকিক রূপকেও আমার মন অঙ্গীকার করিতে ইচ্ছা করিতেছে না।

এখানে প্রতিজ্ঞা সুস্পষ্ট ॥ ২৫০ ॥

অথ বিরোধন।

ক্রুদ্ধ ব্যক্তিদিগের পরস্পর বিরোধ বাক্যকে বিরোধন কহে ॥২৫১॥

যথা ললিতমাধবে। ৮। ৩৮।

চন্দ্রাবলী মানকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া ব্যাজস্তুতি ভাবে শ্রীরাধাকে কহিলেন, অয়ি লোলুপে সখি! কেন আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তুমি নিজের সেই মহাব্রত প্রতিষ্ঠা করিলে?

শ্রীরাধা। দেই সরণ্ণস্স জণস্স সংরকৃখণে অক্খমাসি তধাবি পরিহসেসি, ণং ঈসরীণং ক্খু জুত্তং এদং।

অত্র নিগূঢ়সংরম্ভয়োশ্চন্দ্রাবলীরাধয়োর্বিরোধোক্ত্যা বিরোধনং ॥ ২৫২ ॥

অথ প্ররোচনা ॥

সিদ্ধবদ্ভাবিনোঽর্থস্য সূচনা স্যাৎ প্ররোচনা ॥২৫৩

যথা সপ্তমে। নববৃন্দা।

অলং বিলাপৈঃ সময়ক্রমস্য

দুরূহরূপা গতয়ো ভবন্তি।

রাধা। দেবি! শরণ্যস্য জনস্য সংরক্ষণে অক্ষমাসি, তথাপি পরিহসসি, নূনং ঈশ্বরীণাং খলু যুক্তমেতৎ ॥ ২৫২ ॥

শ্রীরাধা কহিলেন, দেবি! শরণাগত জনের রক্ষণ বিষয়ে অসমর্থা হইয়া আবার পরিহাস করিতেছেন, হাঁ, ক্ষমতাশালিনী স্ত্রীগণের ইহা উপযুক্তই বটে।

এখানে চন্দ্রাবলী ও শ্রীরাধা উভয়েরই ক্রোধ নিগূঢ়, তাহাতে যে বিরোধ বাক্য, তাহাই এখানে বিরোধন ॥ ২৫২ ॥

অথ প্ররোচনা।

যাহা পরে হইবে এরূপ বিষয়কে সিদ্ধবৎ সূচনা করার নাম প্ররোচনা ॥ ২৫৩ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৭। ৫।

নববৃন্দা কহিলেন, সখি রাধে! আর বিলাপ করিও না,

শরন্মুখে পশ্য সরস্তটীষু
খেলন্ত্যকস্মাৎ খলু খঞ্জরীটাঃ ॥ ২৫৪ ॥

অত্র খঞ্জরীটদৃষ্টান্তেন ভাবিকৃষ্ণসঙ্গমস্য সূচনাৎ প্ররোচনা ॥ ২৫৫ ॥

যদ্বা তত্রৈব।

শ্রীরাধা (সংস্কৃতেন)।

অজনি সফলঃ সোঽয়ং ভূয়ান্ কলেবরধারণে
সহচরি পরিক্লেশো যোঽভূন্ময়া কিল সেবিতঃ।
অহহ যদিমাঃ শ্যামশ্যামাঃ পুরো মম বল্লবী-
কুলকুমুদিনীবন্ধোস্তাস্তাঃ স্ফুরন্তি মরীচয়ঃ ॥২৫৬

সময়ক্রমের গতি কিছু বুঝা যায় না, দেখ, শরৎ ঋতুর প্রারম্ভেই খঞ্জন সকল অকস্মাৎ সরোবরের তটে ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হয় ॥ ২৫৪ ॥

এখানে খঞ্জনের দৃষ্টান্ত দ্বারা ভাবী কৃষ্ণসঙ্গম সূচিত হওয়ায় প্ররোচনা হইল ॥ ২৫৫ ॥

প্রকারান্তর যথা ললিতমাধবে। ৭। ১৭।

শ্রীরাধা সংস্কৃতে কহিলেন, হায়! যদি এই বল্লবীকুলরূপ কুমুদিনীগণের বন্ধু সেই কৃষ্ণচন্দ্রের অতিশয় শ্যামবর্ণ সেই সেই কান্তিসমূহ আমার অগ্রে স্ফূর্ত্তি পায়, সহচরি! তবেই আমি জানিব যে, শরীরধারণ জন্য পূর্ব্বে যে গুরুতর ক্লেশ অনুভব করিয়াছি, এখন সেই ক্লেশ সফল হইল ॥ ২৫৬ ॥

অত্র প্রতিমাদর্শনানন্দেন ভাবি কৃষ্ণসঙ্গস্য সিদ্ধবৎ সূচনা ॥ ২৫৭ ॥

অথ বিবলনং ॥

আত্মশ্লাঘা বিবলনং ॥ ২৫৮ ॥

যথাষ্টমে।

শ্রীকৃষ্ণঃ। (সবিস্ময়ং)।

কোঽয়ং মাধুর্য্যেণ মমাপি মনোহরন্ মণিকুড্যমবষ্টভ্য পুরো বিরাজতে। (পুনর্নিভাল্য)। হন্ত কথমত্রাহমেব প্রতিবিম্বিতোঽস্মীতি ॥ ২৫৯ ॥

(সৌৎসুক্যং)।

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।

যে কৃষ্ণসঙ্গ পরে হইবে, তাহাকে প্রতিমা দর্শন জন্য আনন্দে এস্থলে সিদ্ধবৎ সূচনা করা হইল ॥ ২৫৭ ॥

অথ বিবলন।

আত্মশ্লাঘাকে বিবলন কহে ॥ ২৫৮ ॥

যথা ললিতমাধবে, ৮। ৩২।

শ্রীকৃষ্ণ মণিভিত্তিতে আত্মপ্রতিবিম্ব দেখিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন—মাধুর্য্য দ্বারা আমারও মনোহরণ পূর্ব্বক মণিভিত্তি অবলম্বন করিয়া বিরাজ করিতেছে, এ কে? পুনর্ব্বার দেখিয়া কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! আমিই যে দেখিতেছি মণিভিত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছি। এই বলিয়া পুনশ্চ ঔৎসুক্য সহকারে কহিলেন—

অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥ ২৬০ ॥
অত্র বিস্ময়েন নিজরূপশ্লাঘনং বিবলনং ॥২৬১॥
অথাদানং ॥
আদানং কার্য্যসংগ্রহঃ ॥ ২৬২ ॥
যথাষ্টমে ॥
নববৃন্দা। (শ্রীরাধামবেক্ষ্য) হন্ত হন্ত।
আলোকে কমলেক্ষণস্য সজলাসারে দৃশৌ লক্ষয়ে
নাশ্লেষে কিল শক্তিভাগতিপৃথুস্তম্ভা ভুজাবল্লরী।

আমার কি গুরুতর আশ্চর্য্য মাধুর্য্যরাশি। আমি পূর্ব্বে ত ইহা কখনই দর্শন করি নাই! অধিক আর কি বলিব, শ্রীরাধা যেমন আমাকে দেখিয়া সানন্দে সত্বর উপভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, অহো! আমারও এই মাধুর্য্যরাশি দর্শন করিয়া সানন্দে সত্বর উপভোগ করিতে ইচ্ছা হইতেছে ॥ ২৫৯ ॥ ২৬০ ॥

এখানে সবিস্ময়ে আত্মরূপের শ্লাঘা করাই বিবলন ॥ ২৬১ ॥

অথ আদান।

কার্য্যসংগ্রহকে আদান কহে ॥ ২৬২ ॥

যথা ললিতমাধবে! ৮। ৯।

নববৃন্দা শ্রীরাধাকে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ সহকারে কহিলেন—নেত্রযুগল কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের সন্দর্শনে প্রবৃত্ত হইলেও জলধারায় পরিপূর্ণ হইয়া কোন ক্রমেই দর্শনে সমর্থ হইতেছে না, ভুজবল্লী আলিঙ্গনে সমর্থা হইয়াও প্রবল স্তম্ভভাব (নিশ্চেষ্টতা) অবলম্বন করিয়া অসমর্থ হইতেছে, এবং কণ্ঠ গদ্গদ স্বরে পূর্ণ হওয়ায় বাণী

বাণী গদগদকুণ্ঠিতোত্তরবিধৌ নালং চিরোপস্থিতে

বৃত্তিঃ কাপি বভূব সঙ্গম-নয়ে বিঘ্নঃ কুরঙ্গীদৃশঃ॥২৬৩

অত্র কৃষ্ণদর্শনাদিরূপকার্য্যসংগ্রহাদাদানং॥ ২৬৪॥

কশ্চিত্তু বিদ্রববিবলনচ্ছলনান্যত্র ন পঠিত্বা খেদপ্রতিষেধচ্ছাদনানি পঠতি লক্ষয়তি চ॥ ২৬৫॥

তত্র খেদঃ॥

মনশ্চেষ্টাসমুৎপন্নঃ শ্রমঃ খেদ ইতীর্য্যতে॥২৬৬

যথা সপ্তমে।

শ্রীরাধা। (সংস্কৃতেন)।

মমাযাসীদ্দূরে দিগপি হরিসঙ্গপ্রণয়িনী

প্রপেদে খেদেন ত্রুটিরপি মহাকল্পপদবীং।

আর উত্তরদানে পারগ হইতেছে না, হায়! বহুকালের পর সঙ্গম-নীতি উপস্থিত হইলেও মৃগলোচনার এ কোন্ অপূর্ব্ব বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল?॥ ২৬৩॥

এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাদিরূপ কার্য্য সংগ্রহ হওয়ায় আদান হইল॥ ২৬৪॥

কোন কোন পণ্ডিতগণ বিদ্রব, বিবলন, ছলন, এই তিনটীকে বিমর্শসন্ধিতে পাঠ করেন না, তৎপরিবর্ত্তে যথাক্রমে খেদ, প্রতিষেধ ও ছাদন পাঠ করিয়া তাহার লক্ষণও নির্দ্দেশ করেন॥২৬৫॥

তন্মধ্যে খেদ।

মানসিক চেষ্টাসমুৎপন্ন যে শ্রম, তাহাকে খেদ বলিয়া উল্লেখ করা যায়॥ ২৬৬॥

দহত্যাশাসর্পীর্বিরচিতপদঃ প্রাণদহনো
বলাম্মাং দুর্লীলঃ কমিহ্ করবৈ হন্ত শরণং ॥২৬৭

অথ প্রতিষেধঃ ॥

ঈপ্সিতার্থপ্রতীঘাতঃ প্রতিষেধ ইতীর্য্যতে ॥২৬৮

যথাষ্টমে।

শ্রীরাধা (সমীক্ষ্য সখেদমাত্মগতং)।

কধং ইন্দীঅরে রহঙ্গীএ সঙ্গমিতুং অহিণন্দিদে মচ্ছরা কলহংসী মিলিদা ॥ ২৬৯ ॥

শ্রীরাধা। কথং ইন্দীবরে রথাঙ্গ্যা সঙ্গন্তুং অভিনন্দিতে মৎসরা কলহংসী মিলিতা। সং ॥ ২৬৯ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৭। ১।

শ্রীরাধা সংস্কৃতে কহিলেন— কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ যে দিগ্‌ভাগে বহিতেছে, সে দিগ্‌ভাগ আমার বহুদূরবর্ত্তী, কৃষ্ণবিরহে ত্রুটি-পরিমিত কালও মহাকল্পের সমান হইয়া উঠিল, আশারূপ ঘৃতস্থিত দুর্বিনীত প্রাণাগ্নিও আবার বলপূর্ব্বক আমাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। হায়! এখন আমি কাহার শরণাপন্ন হইব ? ॥ ২৬৭ ॥

অথ প্রতিষেধ।

অভিলষিত বিষয়ের নিরাকরণকে প্রতিষেধ কহে ॥ ২৬৮ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৮। ৩৮।

শ্রীরাধা দর্শন করিয়া সখেদে মনে মনে কহিলেন— হায়! সঙ্গমের জন্য চক্রবাকী ইন্দীবরকে অভিনন্দিত করায় মৎসরা কলহংসী আসিয়া মিলিত হইল কেন ? ॥ ২৬৯ ॥

অত্র দেব্যাগমনাৎ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গপ্রতীঘাতঃ ॥ ২৭০ ॥

অথ ছাদনং ॥

কার্য্যার্থমপমানাদেঃ সহনং ছাদনং মতং ॥ ২৭১ ॥

যথা সপ্তমে ॥

(প্রবিশ্য) নববৃন্দা।

সখি সত্যে মা বিষাদং কৃথাঃ, পশ্য পশ্য।
পাদে নিপত্য বদরীমবলম্বমানা
কান্তং রসালমনুবিন্দতি মাধবীয়ং।
প্রাণেশসঙ্গমবিধৌ বিনিবিষ্টচিত্তা
নো পারবশ্যকদনং মনুতে হি সাধ্বী ॥ ২৭২ ॥

অত্র স্পষ্টমেব ছাদনং ॥ ২৭৩ ॥

এস্থলে দেবীর আগমনে কৃষ্ণসঙ্গের ব্যাঘাত হওয়ায় প্রতিষেধ হইল ॥ ২৭০ ॥

অথ ছাদন।

কার্য্যের জন্য অপমানাদি সহ্য করার নাম ছাদন ॥ ২৭১ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৭। ৩।

নববৃন্দা প্রবেশ করিয়া কহিলেন,— সখি! সত্যবিষয়ে বিষাদ করিও না, দেখ দেখ, এই মাধবী পদে নিপতিত হইয়া বদরীকে অবলম্বন পূর্ব্বক আম্রতরুকে প্রাপ্ত হইল। আহা! এই সাধ্বী প্রাণেশ্বরের সঙ্গমবিষয়ে চিত্তকে নিবিষ্ট করায়, আর পরবশ্যতাজন্য দুঃখানুভব করিতেছে না ॥ ২৭২ ॥

এখানে ছাদন সুস্পষ্ট ॥ ২৭৩ ॥

(১২) অথ নির্ব্বহণসন্ধিঃ ॥

মুখসন্ধ্যাদয়ো যত্র বিকীর্ণা বীজসংযুতাঃ।
মহাপ্রয়োজনং যান্তি তন্নির্ব্বহণমুচ্যতে ॥ ২৭৪ ॥

(১২) অথ নির্বহণ সন্ধি।

যথায় মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ এবং বিমর্শ, এই গুলি আপন আপন স্থানে উপক্ষিপ্ত হইয়া বীজ অর্থাৎ নায়কনায়িকা-গত অনুরাগের সহিত মিলিত ভাবে অবস্থান করে অথচ সর্ব্বশেষে সকলেই একমাত্র মহাপ্রয়োজনকে সাধন করে। নাটকের এইরূপ যথাযথ অবয়ব সংস্থানকে নির্বহণ কহে। মুখাদির ভাবার্থ যথা—

প্রত্যেক কথার অংশ গুলি একটী মাত্র প্রয়োজনযুক্ত হইয়া মধ্যবর্ত্তী অবান্তর প্রয়োজনের সহিত তাহাদের যে মিলন তাহাই সন্ধি।

নানা বিষয় ও রসের সহিত যথায় অনুরাগের উৎপত্তি হয়, অথচ তাহা প্রারম্ভের সহিত সংযুক্ত থাকে তাহার নাম মুখ।

উল্লিখিত মুখসন্ধি-যুক্ত যে ফলের প্রধান উপায় তাহার প্রকাশাবস্থা যথায় অংশতঃ লক্ষ্য এবং অলক্ষ্য হইয়া থাকে, তাহার নাম প্রতিমুখ।

ফলের যে প্রধান উপায়টী আদ্যাবস্থ এবং লক্ষ্যালক্ষ্য অনুরাগোৎপত্তির উদ্দিষ্ট হয়, অথচ তাদৃশ উপায়-প্রকাশ কখনও লুক্কায়িত হয়, কখনও বা তাহাকে অন্বেষণ করিয়া লইতে হয়, ইহার নাম গর্ভ। ফলিতার্থ এই যে, মুখ্যফল যাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে তাহাই গর্ভ।

যথায় মুখ্যফলের উপায়টী অভ্যন্তর হইতে অধিক ভাবে

অত্রাঙ্গকল্পনা কার্য্যফলাগমসমাগমাৎ।
রাধাদীনান্তু সর্ব্বাসাং কুমারীণামবাপ্তিতঃ।
উদ্বাহাদ্যুৎসবঃ প্রোক্তো যথা ললিতমাধবে॥২৭৫-৬
সন্ধির্বিরোধো গ্রথনং নির্ণয়ঃ পরিভাষণং।
প্রসাদানন্দসময়াঃ কৃতির্ভাষোপগূহনে ॥ ২৭৭ ॥
পূর্ব্বভাবোপসংহারৌ প্রশস্তিশ্চ মনীষিভিঃ।
ইতি নির্ব্বহণস্যাঙ্গান্যুক্তান্যস্য চতুর্দ্দশ ॥ ২৭৮ ॥
অত্র সন্ধিঃ ॥
বীজোপগমনং সন্ধিঃ ॥ ২৭৯ ॥

প্রকাশ পায়, অথচ শাপ ও ভয়াদি দ্বারা বিঘ্নযুক্ত হইয়া থাকে ইহাকে বিমর্শ কহে ॥ ২৭৪ ॥

কার্য্য এবং ফলাগমের সম্মীলন হওয়ায় এই নির্ব্বহণসন্ধিতে অঙ্গ কল্পিত হয়। এই কারণেই শ্রীরাধাদি সমস্ত কুমারীবর্গকে পাইয়া উদ্বাহ প্রভৃতি উৎসব কথিত হইয়াছে। ইহার উদাহরণ স্থল ললিতমাধব নাটক ॥ ২৭৫ ॥ ২৭৬ ॥

উক্ত নির্বহণসন্ধির চতুর্দ্দশটী অঙ্গ যথা— সন্ধি, বিরোধ, গ্রথন, নির্ণয়, পরিভাষণ, প্রসাদ, আনন্দ, সময়, কৃতি, ভাষা, উপগূহন, পূর্ব্বভাব, উপসংহার এবং প্রশস্তি। আলঙ্কারিক পণ্ডিতগণ নির্ব্বহণের এই ১৪টী অঙ্গ উল্লেখ করেন ॥ ২৭৭ ॥ ২৭৮ ॥

এতন্মধ্যে সন্ধি।

বীজের উপগমনকে সন্ধি কহে ॥ ২৭৯ ॥

যথা তত্রৈব নবমেঽঙ্কে।

শ্রীকৃষ্ণঃ।

নির্দ্ধূতামৃতমাধুরীপরিমলঃ কল্যাণি বিম্বাধরো
বক্ত্রং পঙ্কজসৌরভং কুহুরুতশ্লাঘাভিদস্তে গিরঃ।
অঙ্গশ্চন্দনশীতলস্তনুরিয়ং সৌন্দর্য্যসর্ব্বস্বভাক্
ত্বামাসাদ্য মমেদমিন্দ্রিয়কুলং রাধে মুহুর্ম্মোদতে॥২৮০

অত্রানুরাগবীজোপগমনাৎ সন্ধিঃ ॥ ২৮১ ॥

অথ বিরোধঃ ॥

বিরোধঃ কার্য্যমার্গণং ॥ ২৮২ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৯। ৯।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে কহিলেন— হে কল্যাণি! তোমার বিম্বাধর অমৃতের মাধুরীও পরিমলকে দূরীভূত করিতেছে, তোমার বদন পদ্মগন্ধযুক্ত, তোমার বচনাবলী কোকিলের কণ্ঠস্বরকে তিরস্কার করিতেছে, এবং তোমার এই অঙ্গ চন্দনতুল্য সুশীতল ও সৌন্দর্য্যের সারস্বরূপ, অতএব হে রাধে! তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমার ইন্দ্রিয়গণ মুহুর্মুহুঃ আনন্দিত হইতে লাগিল ॥ ২৮০ ॥

এখানে অনুরাগরূপ বীজের উপগম হওয়ায় সন্ধিনামক নির্ব্বহণসন্ধির প্রথম অঙ্গ হইয়াছে ॥ ২৮১ ॥

অথ বিরোধ।

কার্য্যান্বেষণকে বিরোধ কহে ॥ ২৮২ ॥

যথা তত্রৈব।

নববৃন্দা।

মাধবীবিরহিতাং মধুবীরঃ

কুণ্ডিনেশ্বরসুতাং নিশময্য।

নন্দয়ন্ স্ফুরদমন্দবিলাসৈ-

র্হাসকন্দল-লসন্মুখমাহ ॥ ২৮৩ ॥

সত্যাখ্যস্য বিলোকায় লোকস্যাত্মভুবার্থিতঃ।

প্রতিষ্ঠাসুরহং দেবি তত্রানুজ্ঞা বিধীয়তাং ॥ ২৮৪ ॥

অত্র রাধাসঙ্গমকার্য্যস্য মার্গণাদ্বিরোধঃ ॥ ২৮৫ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৯। ৭—৮।

নববৃন্দা কহিলেন, কুণ্ডিনেশ্বরসুতা চন্দ্রাবলী মাধবীবিরহিতা হইয়া রহিয়াছেন, মধুবীর শ্রীকৃষ্ণ এই কথা শুনিয়া দেবীকে বলিতে লাগিলেন, বলার সময় তাঁহার মুখমণ্ডল হাস্যকন্দলে শোভিত হইল এবং সম্পূর্ণ বিলাসমাধুরী স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল ॥ ২৮৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,— হে দেবি! আত্মভূ ব্রহ্মা সপ্তম স্বর্গের মধ্যে সত্যনামক স্বর্গলোকের সন্দর্শন জন্য আমাকে প্রার্থনা করিয়াছেন, অতএব আমি তথায় যাইতে ইচ্ছা করিয়াছি, আপনি তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন। এখানে আত্মভূ শব্দের দ্বিতীয়ার্থ কামদেব ॥ ২৮৪ ॥

এস্থলে উল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণোক্তিতে রাধাসঙ্গমরূপ কার্য্যের অন্বেষণ হওয়ায় বিরোধনামক নির্বহণ সন্ধি হইল ॥ ২৮৫ ॥

অথ গ্রথনং ॥

গ্রথনং সদুপক্ষেপঃ ॥ ২৮৬ ॥

যথা তত্রৈব।

শ্রীরাধা। (শ্রীকৃষ্ণং পশ্যন্তী)।

অঞ্জলিমেত্তং সলিলং, সভরীএ অহিলসন্তীএ।
উবরি সঅং ণঅ-জলদো, ধারাবরিসী সমুল্লসই॥২৮৭

অত্র পুনঃ সহসা শ্রীকৃষ্ণদর্শনরূপস্য সদর্থস্যোপক্ষেপাদ্‌গ্রথনং ॥ ২৮৮ ॥

অথ নির্ণয়ঃ ॥

নির্ণয়স্ত্বনুভূতোক্তিঃ ॥ ২৮৯ ॥

শ্রীরাধা। অঞ্জলিমাত্রং সলিলং শফর্য্যা অভিলষন্ত্যা উপরি স্বয়ং নবজলদো ধারাবর্ষী সমুল্লসতি। সং ॥ ২৮৭ ॥

অথ গ্রথন।

সং অর্থাৎ প্রশস্ত বিষয়ের উপক্ষেপকে গ্রথন কহে ॥ ২৮৬ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৯। ১৯।

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া কহিলেন,— যে শফরী (পুঁটিমাচ) অঞ্জলিমাত্র সলিলের জন্য অভিলাষ করিতেছিল, তাহার উপর নবজলধর নিজেই সলিলধারা বর্ষণ করিয়া তাহার প্রতি উল্লাসিত হইলেন ॥ ২৮৭ ॥

এস্থলে পুনর্ব্বার সহসা শ্রীকৃষ্ণদর্শনরূপ সদর্থের উপক্ষেপ হওয়ায় গ্রথন হইল ॥ ২৮৮ ॥

অথ নির্ণয়।

অনুভূত উক্তিকে নির্ণয় কহে ॥ ২৮৯ ॥

যথা তত্রৈব। শ্রীকৃষ্ণঃ।

নবমদনবিনোদৈঃ কেলিকুঞ্জেষু রাধে
নিমিষবত্তুপরামং কামমাসেতুষীণাং।
উপচিতপরিতোষপ্রোষিতাপত্রপাণাং
স্মরসি কিমিব তাসাং শারদীনাং ক্ষপাণাং ॥২৯০

অত্র স্পষ্ট এব নির্ণয়ঃ ॥ ২৯১ ॥

অথ পরিভাষণং ॥

পরিভাষা মিথোজল্পঃ পরিবাদোঽথবা ভবেৎ ॥২৯২

তত্রাদ্যং যথা তত্রৈব।

মধুমঙ্গলঃ। (সভয়ং) ভোদি! কিত্তি আঅদাসি।

মধুমঙ্গলঃ। ভবতি! কিমিতি আগতাসি?

যথা ললিতমাধবে। ৯। ৪৫।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে রাধে! কেলিকুঞ্জের মধ্যে যে সমুদয় রাত্রিতে নব নব কামক্রীড়াতে পরিতোষ বৃদ্ধি পাওয়ায় লজ্জা দূরীভূত হইয়াছিল এবং সেই রাত্রিসকল দীর্ঘ হইলেও আনন্দ-বশতঃ যেন নিমেষকালের মত চলিয়া গিয়াছে, প্রেয়সি! সেই শারদীয় রজনী কি তোমার মনে পড়ে? ॥ ২৯০ ॥

এখানে নির্ণয় সুস্পষ্ট ॥ ২৯১ ॥

অথ পরিভাষণ।

পরস্পর কথোপকথন অথবা পরিবাদ অর্থাৎ তিরস্কারকে পরিভাষণ কহে ॥ ২৯২ ॥

তন্মধ্যে প্রথম যথা ললিতমাধবে। ৯। ১৯।

মধুমঙ্গল সভয়ে কহিলেন,— ভবতি! কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছ?

সুকণ্ঠী। ইমস্‌স পণ্‌হোত্তরস্‌স সরিক্‌খং অণ্ণং বি মহুরং সুণিদুং ॥ ২৯৩ ॥

মধুমঙ্গলঃ। ভোদি পণ্‌হোত্তরং বি তুএ সুণিদং।

সুকণ্ঠী। ণ কেঅলং ইদং জেবব ॥ ২৯৪ ॥

মধুমঙ্গলঃ। অবরং কিং।

সুকণ্ঠী। জং কিম্পি দিট্‌টং তং গদুঅ দেঈএ ণিবেদিস্‌সং ॥ ২৯৫ ॥

অত্র বিদূষক-সুকণ্ঠ্যোর্মিথোজল্পঃ ॥ ২৯৬ ॥

সুকণ্ঠী। অস্য প্রশ্নোত্তরস্য সদৃক্ষং অন্যদপি মধুরং শ্রোতুং। সং॥২৯৩

মধুমঙ্গলঃ। প্রশ্নোত্তরমপি ত্বয়া শ্রুতং?

সুকণ্ঠী। ন কেবলমিদমেব। সং ॥ ২৯৪ ॥

মধুমঙ্গলঃ। অপরং কিং?

সুকণ্ঠী। যৎ কিমপি দৃষ্টং, তদ্ গত্বা দেব্যৈ নিবেদয়িষ্যামি। সং ॥ ২৯৫ ॥

সুকণ্ঠী কহিলেন,— এই প্রশ্নোত্তরের সদৃশ অন্য কোন মধুর বিষয় শ্রবণের নিমিত্ত ॥ ২৯৩ ॥

মধুমঙ্গল কহিলেন— তুমি প্রশ্নোত্তরও শুনিয়াছ?

সুকণ্ঠী কহিলেন— কেবল ইহাই নয় ॥ ২৯৪ ॥

মধুমঙ্গল কহিলেন— আর কি?

সুকণ্ঠী কহিলেন— যাহা কিছু দেখিয়াছি, তাহা গিয়া দেবীকে নিবেদন করি ॥ ২৯৫ ॥

উক্ত প্রবন্ধে বিদূষক ও সুকণ্ঠীর পরস্পর কথোপকথনই পরিভাষণ ॥ ২৯৬ ॥

দ্বিতীয়ং যথা তত্রৈব !

মধুমঙ্গলঃ। (সংস্কৃতেন)।

অসি বিষকণ্ঠী কঠিনে, কিমিতি সুকণ্ঠীতি ভণ্যসে চেটি !

অথবা কামমশস্তা, ভদ্রেত্যভিধীয়তে বিষ্টিঃ ॥ ২৯৭ ॥

অত্র পরিবাদঃ ॥ ২৯৮ ॥

অথ প্রসাদঃ ॥

শুশ্রূষাদ্যুপসম্পান্না স্যাৎ প্রসাদঃ প্রসন্নতা ॥২৯৯॥

যথা নবমে। শ্রীকৃষ্ণঃ। (সহর্ষং)।

সুকণ্ঠিকে বাঢ়মস্মিন্নর্থে দুষ্করস্তে ময়া নিষ্ক্রয়ঃ॥৩০০

দ্বিতীয় যথা ললিতমাধবে। ৯। ২০।

মধুমঙ্গল সংস্কৃতে কহিলেন, হে কঠিনে চেটি! তোমার কণ্ঠস্বর বিষের মত, তবুও কেন সুকণ্ঠী বলিয়া কথিত হও? অথবা হইতেও পারে, কারণ, সম্পূর্ণ অমঙ্গলরূপা যে বিষ্টি তাহাকেও লোকে ভদ্রা (মঙ্গলময়ী) অর্থাৎ বিষ্টিভদ্রা বলিয়া উল্লেখ করে। সেইরূপ ভাবে তুমিও সুকণ্ঠী হইতে পার ॥ ২৯৭ ॥

এখানে সুকণ্ঠীর তিরস্কারই পরিবাদ সুতরাং পরিভাষণ ॥ ২৯৮ ॥

অথ প্রসাদ।

শুশ্রূষাদি দ্বারা যে প্রসন্নতা জন্মে, তাহাকে প্রসাদ কহে ॥ ২৯৯ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৯। ২১।

শ্রীকৃষ্ণ সহর্ষে কহিলেন, সুকণ্ঠিকে! তুমি যে শ্রীরাধার সহিত মিলন করাইলা, তোমার এই উপকারের প্রত্যুপকার করা আমার সম্পূর্ণ দুঃসাধ্য ॥ ৩০০ ॥

অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদঃ স্পষ্ট এব ॥ ৩০১ ॥

অথানন্দঃ ॥

আনন্দোঽভীষ্টসংপ্রাপ্তিঃ ॥ ৩০২ ॥

যথা তত্রৈব দশমে।

নয়নয়োস্তনয়োরপি যুগ্মতঃ
পরিপতদ্ভিরসৌ পয়সাং ঝরৈঃ।
অহহ বল্লবরাজবিলাসিনী
স্বতনয়ং প্রণয়াদভিসিঞ্চতি ॥ ৩০৩ ॥

অত্র যশোদায়া আনন্দঃ ॥ ৩০৪ ॥

যথাবা তত্রৈব। শ্রীকৃষ্ণঃ। (সানন্দং)।

চিরেণাদ্য গোকুলবাসিনমিবাত্মানমভিমন্যমানঃ

এখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা সুস্পষ্ট ॥ ৩০১ ॥

অথ আনন্দ।

অভীষ্ট বস্তুর সম্যক্ প্রাপ্তিকে আনন্দ কহে ॥ ৩০২ ॥

যথা ললিতমাধবে। ১০। ১৩।

আহা! গোপরাজপত্নী যশোদার স্তনদ্বয় ও নয়নদ্বয় হইতে এক সময়ে দুগ্ধধারা ও অশ্রুধারা পতিত হইতেছে এবং তদুভয়-দ্বারা সাদরে স্বীয় পুত্রের অভিষেক করিতেছেন ॥ ৩০৩ ॥

এখানে শ্রীকৃষ্ণজনিত যশোদার আনন্দ ॥ ৩০৪ ॥

অপিচ ললিতমাধবে। ১০। ২৬।

শ্রীকৃষ্ণ সানন্দে যশোদাকে কহিলেন, জননি! আজ আমি

প্রমোদমুগ্ধোঽস্মি ॥ ৩০৫ ॥

অত্র শ্রীকৃষ্ণস্যানন্দঃ ॥ ৩০৬ ॥

অথ সময়ঃ ॥

সময়ো দুঃখসংক্ষয়ঃ ॥ ৩০৭ ॥

যথা তত্রৈব দশমে।

শ্রীরাধা। (মুখাদঞ্চলমপাস্য সবিক্রোশং)।

হা হা কধং পিঅসহী মে ললিদা, কধং বচ্ছলা ভঅবদী, হা কধং অজ্জিআ মুহরা (ইত্যানন্দেন ঘূর্ণন্তী ভূমৌ স্খলতি) ॥ ৩০৮ ॥

অত্র সুহৃদ্দর্শনাৎ শ্রীরাধায়া দুঃখসংক্ষয়ঃ ॥৩০৯

বহুকালের পর আপনাকে গোকুলবাসির ন্যায় বিবেচনা করিয়া প্রমোদে মুগ্ধ হইতেছি ॥ ৩০৫ ॥

এখানে যশোদাদিজনিত শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ ॥ ৩০৬ ॥

অথ সময়।

দুঃখের সম্যক্ ক্ষয়কে সময় কহে ॥ ৩০৭ ॥

যথা ললিতমাধবে। ১০। ২৬।

শ্রীরাধা মুখ হইতে বস্ত্রাঞ্চল সরাইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে কহিলেন— হায়! হায়! এই যে আমার প্রিয়সখী ললিতা, এই যে বৎসলা ভগবতী, এই যে আর্য্যা মুখরা, ইহাঁরা কি প্রকারে কোথা হইতে আসিলেন? (এই কথা বলিয়া শ্রীরাধা ঘুরিতে ঘুরিতে ভূপতিতা হইলেন) ॥ ৩০৮ ॥

এখানে সুহৃদ্গণের সন্দর্শনে শ্রীরাধার দুঃখের সম্যক্ ক্ষয় হওয়ায় সময় হইল ॥ ৩০৯ ॥

অথ কৃতিঃ ॥

লব্ধার্থস্য কৃতিঃ স্থৈর্য্যং ॥ ৩১০ ॥

যথা তত্রৈব।

চন্দ্রাবলী। (জনান্তিকং)।

ভঅবদি ! বহিণীএ করং গেহ্নিদুং মহ বঅণেণ অব্ভত্থীঅদু অজ্জউত্তো ॥ ৩১১ ॥

অত্র যশোদাদিসমাগমাঁল্লব্ধস্য রাধিকারূপার্থস্য চন্দ্রাবলীপ্রার্থনেন স্থৈর্য্যং কৃতিঃ ॥ ৩১২ ॥

চন্দ্রাবলী। ভগবতি ! ভগিন্যাঃ করং গ্রহীতুং মম বচনেন অভ্যর্থ্যতাং আর্য্যপুত্রঃ। সং ॥ ৩১১ ॥

অথ কৃতি।

লব্ধ বিষয়ের স্থিরতাকে কৃতি কহে ॥ ৩১০ ॥

যথা ললিতমাধবে। ১০। ২৬।

চন্দ্রাবলী কিঞ্চিৎ ব্যবধানে ত্রিপতাকাকৃতি অঙ্গুলিসঙ্কেতে প্রাসঙ্গিক কথা দূর করিয়া সর্ব্বসমক্ষেই পৌর্ণমাসীকে কহিলেন ভগবতি ! আমার কথামত ভগিনী শ্রীরাধার পাণিগ্রহণ করিতে আর্য্যপুত্রকে (ক) অভ্যর্থনা করুন ॥ ৩১১ ॥

এস্থলে যশোদাদির সমাগমবশতঃ রাধিকারূপ বিষয়ের চন্দ্রাবলীপ্রার্থনায় স্থিরতা হওয়ায় কৃতি হইল ॥ ৩১২ ॥

(ক) "আর্য্যপুত্রেতি সম্বোধ্যঃ পতিঃ পত্নীজনেন বৈ।"

পতিকে "আর্য্যপুত্র" বলিয়া সম্বোধন করা পত্নীর কর্ত্তব্য।

অথ ভাষা ॥

মানাদ্যাপ্তিস্তু ভাষণং ॥ ৩১৩ ॥

যথা তত্রৈব।

ভগিন্যৌ। (পৌর্ণমাসীমন্তরাকৃত্য গোপেন্দ্রং প্রণমতঃ) ॥ ৩১৪ ॥

শ্রীনন্দঃ ॥

বৎসে পরস্পরস্য প্রাণাধিক্যং ভজন্ত্যৌ সৌভাগ্যবত্যৌ ভূয়াস্তং ॥ ৩১৫ ॥

অত্র নন্দকৃতাশীর্ব্বাদাদিমানপ্রাপ্ত্যা ভাষণং ॥৩১৬॥

অথোপগূহনং ॥

অদ্ভুতার্থপরিপ্রাপ্তিরুপগূহনমুচ্যতে ॥ ৩১৭ ॥

অথ ভাষা।

সম্মানাদি লাভের নাম ভাষণ বা ভাষা ॥ ৩১৩ ॥

যথা ললিতমাধবে। ১০। ৩২।

শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী উভয় ভগিনীতে পৌর্ণমাসীর পশ্চাতে লুক্কায়িত হইয়া গোপরাজ নন্দ মহাশয়কে প্রণাম করিতেছেন॥৩১৪॥

নন্দ মহারাজ কহিলেন, বৎসে! তোমরা দুইজনে দুই জনকে প্রাণাধিক ভাল বাস এবং সৌভাগ্যবতী হও ॥ ৩১৫ ॥

এখানে নন্দ মহাশয়ের প্রদত্ত আশীর্ব্বাদ রূপ সম্মানপ্রাপ্তি দ্বারা ভাষণাঙ্গ হইল ॥ ৩১৬ ॥

অথ উপগূহন।

অদ্ভুত বিষয়ের পরিপ্রাপ্তির নাম উপগূহন ॥ ৩১৭ ॥

যথা তত্রৈব।

শ্রীরাধা। (সর্ব্বাসাং পাদানভিবাদ্য সোৎকণ্ঠং)।

কুসলিণী কিং বহিণী মে চন্দাঅলি ॥ ৩১৮ ॥

চন্দ্রাবলী। (গাঢ়ং পরিষ্বজ্য)।

বহিণি এসা এসম্হি দুজ্জণী হদচন্দাঅলিআ (ইতি রোদিতি) ॥ ৩১৯ ॥

শ্রীরাধা। (সানন্দসম্ভ্রমং পাদয়োঃ পতন্তী)।

হদ্ধী হদ্ধী বিড়ম্বিদম্হি হদদেব্বেণ ॥ ৩২০ ॥

শ্রীরাধা। কুশলিনী কিং ভগিনী মে চন্দ্রাবলী। সং ॥ ৩১৮ ॥

চন্দ্রাবলী। ভগিনি ! এষাস্মি দুর্জ্জনা হতচন্দ্রাবলিকা ॥ ৩১৯ ॥

শ্রীরাধা ! হা ধিক্ হা ধিক্, বিড়ম্বিতাস্মি হতদৈবেন ॥ ৩২০ ॥

যথা ললিতমাধবে। ১০। ২৬।

শ্রীরাধা সকলের পাদবন্দন করিয়া উৎকণ্ঠা সহকারে কহিলেন, এই যে আমার ভগিনী চন্দ্রাবলী, কুশলে আছেন ত ? ॥ ৩১৮ ॥

চন্দ্রাবলী গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, ভগিনি ! এই আমি দুর্জ্জনা হতভাগ্যা চন্দ্রাবলী। এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩১৯ ॥

শ্রীরাধা সানন্দে ও সবেগে চন্দ্রাবলীর পদদ্বয়ে পড়িয়া কহিলেন, হা ধিক্, হা ধিক্, হতভাগ্য বিধিকর্ত্তৃক বিড়ম্বিতা হইলাম ॥ ৩২০ ॥

অত্রাদৃষ্টপূর্ব্বয়োর্ভগিন্যোঃ পরস্পরালিঙ্গনাদ্যদ্ভুতার্থপরিপ্রাপ্তিরূপগূহনং ॥ ৩২১ ॥

অথ পূর্ব্বভাবঃ ॥

মুখ্যকার্য্যস্য সংসর্গঃ পূর্ব্বভাবঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৩২২

যথা তত্রৈব । পৌর্ণমাসী ।

যশোদামাতরুপস্থিতোঽয়ং সর্ব্বোঽভিষেকসম্ভারস্তদলঙ্ক্রিয়তাং প্রথমং রাধয়া সহ পর্ব্ববেদী ততঃ ক্রমেণ কুমারীভিশ্চ ॥ ৩২৩ ॥

অত্র মুখ্যকার্য্যস্য শ্রীরাধামাধবয়োঃ পরিণয়মহোৎসবস্য সংসর্গাৎ পূর্ব্বভাবঃ ॥ ৩২৪ ॥

এখানে অদৃষ্টপূর্ব্বা ভগিনীদ্বয়ের পরস্পর আলিঙ্গনাদি দ্বারা অদ্ভুতার্থের পরিপ্রাপ্তিরূপ উপগূহন হইল ॥ ৩২১ ॥

অথ পূর্ব্বভাব ।

মুখ্য কার্য্যের যে সংসর্গ তাহাকে পূর্ব্বভাব কহে ॥ ৩২২ ॥

যথা ললিতমাধবে । ১০ । ৩৪ ।

পৌর্ণমাসী শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, হে যশোদামাতঃ শ্রীকৃষ্ণ ! সমস্ত অভিষেকসম্ভার প্রস্তুত, অতএব প্রথমে শ্রীরাধার সহিত তৎপরে অন্যান্য কুমারীগণের সহিত পর্ব্ববেদী অর্থাৎ উদ্বাহপর্ব্বের মণ্ডপস্থান অলঙ্কৃত কর ॥ ৩২৩ ॥

এখানে শ্রীরাধামাধবের পরিণয়মহোৎসবরূপ মুখ্য কার্য্যের সংসর্গ থাকায় পূর্ব্বভাব হইল ॥ ৩২৪ ॥

কেচিৎ পূর্ব্ববাক্যং, কেচিত্তু পূর্ব্বভাষামিতি পঠন্তো লক্ষয়ন্তি ॥ ৩২৫ ॥

পূর্ব্ববাক্যন্তু বিজ্ঞেয়ং যথোক্তার্থোপদর্শনং ॥ ৩২৬ ॥

যথা তত্রৈব (নেপথ্যে)।

বিনীতে রাধায়াঃ পরিণয়বিধানানুমতিভিঃ
স্বয়ং দেব্যা তস্মিন্ পিতুরিহ নিবন্ধে মুদিতয়া।
কুমারীণাং তাসাময়মুপনয়ন্ ষোড়শ কৃতী
সহস্রাণি স্মেরঃ প্রবিশতি শতাঢ্যানি গরুড়ঃ ॥৩২৭॥

অত্র পূর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণেন দ্বিতীয়াঙ্কে যদুক্তং "এতা-

কোন কোন পণ্ডিত পূর্ব্বভাবকে পূর্ব্ববাক্য, কোন কোন পণ্ডিত পূর্ব্বভাষা বলিলা পাঠ করেন এবং লক্ষণও করিয়া থাকেন, যথা—

যথোক্ত বিষয়ের উপদর্শনকে পূর্ব্ববাক্য বলে ॥ ৩২৫ ॥ ৩২৬ ॥

যথা ললিতমাধবে। ১০। ৩০।

(নেপথ্যে উচ্চারিত হইল) দেবী চন্দ্রাবলী আহ্লাদ সহকারে শ্রীরাধার বিবাহবিধানে অনুমতি প্রদান করিলেন এবং তদ্দ্বারা পিতা ভীষ্মকের পণ খণ্ডন করা হইলে এই কার্য্যকুশল গরুড় হাস্য-বদনে ষোড়শসহস্র একশত কুমারী সঙ্গে লইয়া বিবাহবেদীতে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩২৭ ॥

ইতঃপূর্ব্বে দ্বিতীয়াঙ্কে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে, "এই সকল কুমারীদিগকে লইয়া আইস" পুনশ্চ সেই পূর্ব্বোক্ত কুমারীগণের

স্তূর্ণং নয়ত কিয়তীঃ” ইত্যাদিনা পুনঃ স্বসঙ্গমনং তস্যৈবোপদর্শনং ॥ ৩২৮ ॥

অথোপসংহারঃ ॥

কৃতার্থতোপসংহারঃ সর্ব্বাভীষ্টোপলব্ধিতঃ॥৩২৯

যথা তত্রৈব দশমে।

শ্রীকৃষ্ণঃ। (সর্ব্বমভিনন্দ্য জনান্তিকং)।

প্রাণেশ্বরি রাধে প্রার্থয়স্ব কিমতঃ পরং তে প্রিয়ং করবাণি ॥ ৩৩০ ॥

শ্রীরাধা। (সানন্দং সংস্কৃতেন)।

সখ্যস্তা মিলিতা নিসর্গমধুরপ্রেমাভিরামীকৃতা
যামী মে সমগংস্ত সংস্তববতী শ্বশ্রূশ্চ গোষ্ঠেশ্বরী।

সহিত যে নিজের (শ্রীকৃষ্ণের) সঙ্গমন (মিলন) হইল, তাহা সেই পূর্ব্ববিষয়েরই উপদর্শনমাত্র, সুতরাং পূর্ব্ববাক্য ॥ ৩২৮ ॥

অথ উপসংহার।

সমস্ত অভীষ্ট বস্তুর লাভবশতঃ যে কৃতার্থতা হয়, তাহার নাম উপসংহার ॥ ৩২৯ ॥

যথা ললিতমাধবে। ১০। ৩৪।

শ্রীকৃষ্ণ সকলকে অভিনন্দন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ব্যবধানে ত্রিপতাকাকৃতি অঙ্গুলিসঙ্কেতে প্রাসঙ্গিক কথা দূর করিয়া সর্ব্ব সমক্ষেই শ্রীরাধাকে কহিলেন,— প্রাণেশ্বরি রাধে! প্রার্থনা কর, ইহার পর আর কি তোমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিব? ॥ ৩৩০ ॥

শ্রীরাধা আনন্দ সহকারে সংস্কৃতে কহিলেন,— প্রাণনাথ!

বৃন্দারণ্যনিকুঞ্জধাম্নি ভবতা সঙ্গোঽপ্যয়ং রঙ্গবান্
সংবৃত্তঃ কিমতঃ পরং প্রিয়তরং কর্ত্তব্যমত্রাস্তি মে ॥
৩৩১ ॥

অত্র প্রকট এবোপসংহারঃ ॥ ৩৩২ ॥

অথ প্রশস্তিঃ ॥

মঙ্গলাশংসনং সম্যক্ প্রশস্তিরভিধীয়তে ॥ ৩৩৩ ॥

যথা তত্রৈব।

তথাপীদমস্তু—

চিরাদাশামাত্রং ত্বয়ি বিরচয়ন্তঃ স্থিরধিয়ো
বিদধ্যুর্যে বাসং মধুরিমগভীরে মধুপুরে।

যাঁহারা স্বাভাবিক মধুর প্রেমেই সমধিক সৌন্দর্য্যবতী, সেই সকল সখীগণ আসিয়া মিলিত হইয়াছেন, চিরপরিচিতা নিজ ভগিনী চন্দ্রাবলী মিলিত হইলেন, শাশুড়ী গোষ্ঠেশ্বরী (যশোদা) উপস্থিত হইয়াছেন, আর এই বৃন্দাবনের নিকুঞ্জধামে আপনার সহিত কত আনন্দের সম্মিলন সম্পন্ন হইল, দেখুন, ইহার পর আমার এমন কি প্রিয়তর কর্ত্তব্য অবশেষ রহিল ? ॥ ৩৩১ ॥

এখানে উপসংহার সুস্পষ্ট ॥ ৩৩২ ॥

অথ প্রশস্তি।

সম্যক্ মঙ্গল কথনকে প্রশস্তি কহে ॥ ৩৩৩ ॥

যথা ললিতমাধবে। ১০। ৩৫।

(৩৩১ শ্লোকার্থের শেষ) শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন যদিও আর কর্ত্তব্য অবশেষ নাই, তথাপি ইহাই হউক যথা— হে গোকুল-

দধানঃ কৈশোরে বয়সি সখিতাং গোকুলপতে
প্রপদ্যেথাস্তেষাং পরিচয়মবশ্যং নয়নয়োঃ ॥ ৩৩৪ ॥

অত্র মথুরামণ্ডলনিবদ্ধবাসানাং নেত্রপথে কৃষ্ণা-বাপ্তিরূপমঙ্গলাশংসনাৎ প্রশস্তিঃ ॥ ৩৩৫ ॥

পঞ্চানামেব সন্ধীনাং চতুঃষষ্টিঃ ক্রমাদিহ।
কীর্ত্তিতা নিয়মাঙ্গানি সম্যগ্ ললিতমাধবে ॥ ৩৩৬ ॥
রসভাবানুরোধেন প্রয়োজনমবেক্ষ্য চ।
সাফল্যং কার্য্যমঙ্গানামিত্যাচার্য্যাঃ প্রচক্ষতে ॥৩৩৭

পতে! যে সকল স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি বহুকাল হইতে আপনার প্রতি আশামাত্র ধারণ করিয়া গভীর মাধুর্য্যময় মধুপুরে বাস করিয়া আছেন, আপনি কৈশোর বয়সে সখিতা ধারণ করিয়া অর্থাৎ মুরলীবদন হইয়া অবশ্যই তাঁহাদিগের নয়নদ্বয়ের গোচর হইবেন, তাৎপর্য্য এই যে, সেই পূর্ব্বভাবে ব্রজধামে যাইয়া ব্রজবাসীর মনোরথ পূর্ণ করিবেন ॥ ৩৩৪ ॥

এখানে মথুরামণ্ডলে যাঁহারা বাস করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নেত্রপথে কৃষ্ণদর্শনলাভরূপ মঙ্গলকার্য্যের কথনই প্রশস্তি ॥ ৩৩৫ ॥

পঞ্চপ্রকার সন্ধিরই যথাক্রমে চতুঃষষ্টি অঙ্গ সকল কীর্ত্তিত হইল এবং এই সমস্ত অঙ্গই ললিতমাধবে সুব্যক্ত আছে। যথা—বীজসন্ধির অঙ্গ ১২, প্রতিমুখ সন্ধির অঙ্গ ১৩, গর্ভসন্ধির অঙ্গ ১২ বিমর্শ সন্ধির অঙ্গ ১৩ এবং নির্বহণ সন্ধির অঙ্গ ১৪, এই সমষ্টিতে ৬৪টী বলা হইল ॥ ৩৩৬ ॥

আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন যে, প্রয়োজন মত রসও ভাবের অনুরোধে অঙ্গসকলের সফলতা সম্পাদন করা উচিত ॥ ৩৩৭ ॥

কেষাঞ্চিদেষামঙ্গানাং বৈফল্যং কেচিদূচিরে।
দশরূপককারাদ্যাস্তৎ সর্ব্বেষাং ন সম্মতং ॥ ৩৩৮ ॥
মুখাদিসন্ধিষ্বঙ্গানাং ক্রমোঽয়ং ন বিবক্ষিতঃ।
ক্রমস্থানাদরাদাদ্যৈর্লক্ষ্যেষু ব্যুৎক্রমাদপি ॥ ৩৩৯ ॥
অঙ্গং নিষ্পাদয়েন্নেতা নায়িকা প্রতিনায়িকা।
তদভাবে পতাকাদ্যাস্তদভাবে তথেতরঃ ॥ ৩৪০ ॥
(১৩) অথ সন্ধ্যন্তরাণি ॥
মুখাদিসন্ধিষ্বঙ্গানামশৈথিল্যায় সর্ব্বতঃ।

দশরূপককার প্রভৃতি কোন কোন আলঙ্কারিক আচার্য্যগণ এই সকল অঙ্গের বিফলতা কীর্ত্তন করেন, কিন্তু তাহা সকলের সম্মত নহে ॥ ৩৩৮ ॥

মুখ প্রভৃতি সন্ধিতে অঙ্গ সকলের এই ক্রম বিবক্ষিত হয় নাই, কারণ— আদিম আচার্য্যগণ লক্ষণের যাহা লক্ষ্য সেই বিষয়ে ক্রমের আদর করেন না বরং ক্রমভঙ্গও করিয়া থাকেন ॥ ৩৩৯ ॥

নায়ক, নায়িকা অথবা প্রতিনায়িকা সন্ধির অঙ্গ নিষ্পাদন করিবেন, সন্ধ্যঙ্গের অভাবে পতাকাদি (খ) এবং নায়ক নায়িকার অভাবে অপর কোন ব্যক্তিও অঙ্গ নিষ্পাদন করিতে পারেন ॥৩৪০॥

(১৩) অথ সন্ধ্যান্তর (অন্যান্য সন্ধি)।

মুখাদি সন্ধি সমূহের মধ্যে সর্ব্বত্র যাহাতে অঙ্গ সকলের শিথি-

(খ) ১৯ পৃষ্ঠে ৪৯ নং শ্লোকার্থে পতাকা দ্রষ্টব্য।

সন্ধ্যন্তরাণি যোজ্যানি তত্র তত্রৈকবিংশতিঃ ॥৩৪১॥
সামদানে ভেদদণ্ডৌ প্রত্যুৎপন্নমতির্ব্বধঃ।
গোত্রস্খলিতমোজশ্চ ধীঃ ক্রোধঃ সাহসং ভয়ং।।৩৪২
মায়া চ সংবৃতির্ভ্রান্তির্দূত্যং হেত্ববধারণং।
স্বপ্নলেখৌ মদশ্চিত্রমেষাং লক্ষণমুচ্যতে ॥ ৩৪৩ ॥
তত্র সাম ॥
ভবেৎ সাম প্রিয়ং বাক্যং স্বানুবৃত্তিপ্রকাশনং ।।৩৪৪
যথা ললিতমাধবে দশমেঽঙ্কে।
শ্রীকৃষ্ণঃ। প্রিয়ে মৈবং ব্রবীঃ।
সন্তু ভ্রাম্যদপাঙ্গভঙ্গিখুরলীখেলাভুবঃ সুভ্রুবঃ
স্বস্তি স্যান্মদিরেক্ষণে ক্ষণমপি ত্বামন্তরা মে কুতঃ।

লতা না হয় এজন্য সেই সেই স্থলের জন্য একবিংশতি প্রকার সন্ধ্যঙ্গ যোগ করিতে হইবে ॥ ৩৪১ ॥

সেই একবিংশতি অন্যান্য সন্ধি যথা— সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, প্রত্যুৎপন্নমতি, বধ, গোত্রস্খলন, ওজঃ, ধী, ক্রোধ, সাহস, ভয়, মায়া, সংবৃতি, ভ্রান্তি, দূত্য, হেত্ববধারণ, স্বপ্ন, লেখ, মদ, চিত্র। এই ২১টীর লক্ষণ ক্রমে বলা যাইতেছে ॥ ৩৪২ ॥ ৩৪৩ ॥

তন্মধ্যে সাম।

নিজের অনুরোধপ্রকাশক প্রিয় বাক্যকে সাম কহে ॥ ৩৪৪ ॥

যথা ললিতমাধবে। ১০। ১০।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে প্রিয়ে! একথা বলিও না—
হে খঞ্জনলোচনে! চঞ্চল অপাঙ্গভঙ্গীর অভ্যাসের লীলাভূমি-

তারাণাং নিকুরম্বকেন বৃতয়াশ্লিষ্টেঽপি সোমাভয়া
নাকাশে বৃষভানুজাং শ্রিয়মৃতে নিষ্পদ্যতে স্বচ্ছতা ॥
৩৪৫ ॥

অথ দানং ॥

দানন্তু কথিতং ধীরৈঃ প্রিয়বস্তুসমর্পণং ॥ ৩৪৬ ॥

যথা তত্রৈবাষ্টমে।

মাধবঃ। ভট্টিদারিএ সহত্থেণ তুএ গন্ঠিদা এসা সুরসোঅন্ধিঅমালা ॥ ৩৪৭ ॥

মাধবী। ভর্তৃদারিকে! স্বহস্তেন ত্বয়া গ্রথিতা এষা সুর-সৌগন্ধিকমালা সং ॥ ৩৪৭ ॥

সদৃশ সুন্দর ভ্রূযুক্তা বহু বহু সুন্দরীগণ থাকিলেও তোমা ব্যতীত আমার কিছুতেই স্বস্তি নাই, তাহার দৃষ্টান্ত এই যে, তারানিকরে পরিবৃত তথা চন্দ্রকলায় আলিঙ্গিত হইলেও বৃষভানুজা শ্রী অর্থাৎ বৃষ-রাশিস্থ সূর্য্যশোভা ব্যতীত কখনও কি আকাশের স্বচ্ছতা সম্পন্ন হইতে পারে? ॥ ৩৪৫ ॥

অথ দান।

প্রিয় বস্তুর সমর্পণকে পণ্ডিতগণ দান বলিয়া উল্লেখ করেন ॥ ৩৪৬ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৮। ৬।

মাধবী চন্দ্রাবলীকে কহিলেন, হে রাজনন্দিনি! তুমি স্বহস্তে এই সুরকহ্লারের মালা গাঁথিয়াছ ॥ ৩৪৭ ॥

চন্দ্রাবলী। (মালামাদায়) অজ্জউত্ত এসা কোত্থূহস্স সহবাসিণী হোদু (ইতি বক্ষসি বিন্যস্যতি) ॥ ৩৪৮ ॥

অথ ভেদঃ ॥

ভেদস্তু কপটালাপৈঃ সুহৃদাং ভেদকল্পনা ॥ ৩৪৯ ॥

যথা চতুর্থে।

জটিলা। (অপবার্য্য সালীকস্নেহং) অই বচ্ছে সদা মং পলোহিঅ ললিদা অহিসারেদি ত্তি

চন্দ্রাবলী। আর্য্যপুত্র! এষা কৌস্তুভস্য সহবাসিনী ভবতু। সং ॥ ৩৪৮ ॥

জটিলা। অয়ি বৎসে! "সদা মাং প্রলোভ্য ললিতা অভি-

চন্দ্রাবলী গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, হে আর্য্যপুত্র! এই মালাগাছটী কৌস্তুভমণির সহবাসিনী হৌক। এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের বক্ষস্থলে ঝুলাইয়া দিলেন ॥ ৩৪৮ ॥

অথ ভেদ।

কপট আলাপের দ্বারা সুহৃদ্দিগের মধ্যে যে ভেদকল্পনা, তাহাকে ভেদ কহে ॥ ৩৪৯ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৪। ২৮।

জটিলা কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া অপরকে গোপন করিয়া মিথ্যা স্নেহ প্রকাশপূর্ব্বক ললিতাকে কহিলেন, অয়ি বৎসে! বৌটী আমার পুত্রের অগ্রে প্রকাশ করে যে, "ললিতা প্রলোভন দেখাইয়া

মহ পুত্তস্স পুরদো বহুড়িআ অলিঅং জ্জেব্ব তুমং দূসেদি, তা কিত্তি লাহবং সহেসি ॥ ৩৫০ ॥

অত্র জটিলয়া কপটেন ললিতায়া ভেদঃ কৃতঃ ॥৩৫১

অথ দণ্ডঃ ॥

দণ্ডস্ত্ববিনয়াদীনাং দৃষ্ট্যা শ্রুত্যা চ তর্জ্জনং ॥ ৩৫২ ॥

যথা দ্বিতীয়ে।

শ্রীকৃষ্ণঃ। (সাটোপং) রে রে দুষ্ট!

রাধাপরাধিনি মুহুস্ত্বয়ি যন্ন শাস্তিং
শক্নোমি কর্ত্তুমখিলাং গুরুরেষ খেদঃ।

সারয়তি," ইতি মম পুত্রস্য পুরতো বধূটিকা অলীকমেব ত্বাং দূষয়তি, তৎ কিমিতি লাঘবং সহসে। সং ॥ ৩৫০ ॥

সর্ব্বদা আমাকে অভিসার করায়" এই বলিয়া তোমাকে সর্ব্বদা মিথ্যা দোষে দূষিত করিয়া থাকে, অতএব তুমি এ বৃথা লাঘব কেন সহ্য কর? ॥ ৩৫০ ॥

এখানে জটিলা কাপট্য প্রকাশ করিয়া ললিতার সহিত শ্রীরাধার ভেদ জন্মাইতেছেন ॥ ৩৫১ ॥

অথ দণ্ড।

যে সকল ব্যক্তি বশীভূত নহে, তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ উপায় বা শাস্ত্রীয় উপদেশ দ্বারা যে তর্জ্জন করা, তাহাকে দণ্ড কহে ॥৩৫২॥

যথা ললিতমাধবে। ২। ৫৯।

শ্রীকৃষ্ণ সবেগে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক শঙ্খচূড়কে কহিলেন, রে রে দুষ্ট! তুই শ্রীরাধার নিকট অপরাধী, যতক্ষণ তোকে বারবার

সর্ব্বঙ্গিলেয়মভিধাবতি লুপ্তধর্ম্মা
ত্বাং মুক্তিকালরজনী বত কিং করিষ্যে ॥ ৩৫৩ ॥
অত্র শঙ্খচূড়তর্জ্জনং দণ্ডঃ ॥ ৩৫৪ ॥
অথ প্রত্যুৎপন্নমতিঃ ॥
তাৎকালিকী তু প্রতিভা প্রত্যুৎপন্নমতির্মতা ॥৩৫৫

যথা তত্রৈব দ্বিতীয়ে।

জটিলা। কুন্দলদে অস্সুদপুব্বা এসা কেরিসী রিচা বড়ুএণ পঢ়িজ্জই ॥ ৩৫৬ ॥

জটিলা। কুন্দলতে! অশ্রুতপূর্ব্বা এষা কীদৃশী ঋচা বটুকেন পঠ্যতে। সং ॥ ৩৫৬ ॥

সম্পূর্ণ শাস্তি দান করিতে না পারিতেছি ততক্ষণ আমার মনে একটা প্রবল খেদ থাকিয়া যাইতেছে। কিন্তু দেক্ এই সর্ব্বধর্ম্ম-লোপকারিণী, সর্ব্বগ্রাসকারিণী ও মুক্তিরূপা কালরজনী তোর প্রতি ধাবিত হইতেছে, আমি আর কি করিব ? ॥ ৩৫৩ ॥

এখানে শঙ্খচূড়ের তর্জ্জন করাই দণ্ড ॥ ৩৫৪ ॥

অথ প্রত্যুৎপন্নমতি।

"প্রজ্ঞা নবনবোল্লেখশালিনী প্রতিভা মতা" নব নব উল্লেখ শালিনী বুদ্ধিকে প্রতিভা কহে। অথচ তাৎকালিক অর্থাৎ সময়োচিত প্রতিভার নাম প্রত্যুৎপন্নমতি বা উপস্থিত বুদ্ধি ॥৩৫৫॥

যথা ললিতমাধবে। ২। ২৭।

শ্লোকার্থের পূর্ব্বাভাষ—শ্রীরাধা শাশুড়ী জটিলার সহিত সূর্য্য-পূজা করিতে যাইলে শ্রীকৃষ্ণ পুরোহিত হইয়া মন্ত্রপাঠ করেন, সেই

মধুমঙ্গলঃ। (সাট্টহাসং) বুড্‌ঢিএ! আহীরী মুদ্ধিআ, তুমং রীরীগীদং চ্চেঅ জাণাসি, অহ্মে বেঅস্‌স তুমং কাসি, তা সুণাহি, কোস্থমেসবীএ সাহাএ তইঅ বগ্‌গস্‌স ললনাস্থহঅরী রিচা এসা ॥ ৩৫৭ ॥

অত্র মধুমঙ্গলস্য প্রতিভা ॥ ৩৫৮ ॥

মধুমঙ্গলঃ। বৃদ্ধে! আভীরী মুগ্ধা ত্বং, রী রী গীতমেব জানাসি, অস্মাকং বেদস্য ত্বং কাসি? তৎ শৃণু, কৌসুমেষব্যাঃ শাখায়াঃ তৃতীয়বর্গস্য ললনাশুভকরী ঋচা এষা। সং ॥ ৩৫৭ ॥

মন্ত্রের ভাবার্থ এই যে, "হে চপললোচনে রাধে! তোমার মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া আমার মনে অশান্তি হইয়াছে, অতএব ক্ষণকাল আমার প্রতি কটাক্ষপাত কর।" এই বলিয়া "ওঁ নমঃ সবিত্রে" অর্থাৎ "সূর্য্যায় নমঃ"। এইরূপ মন্ত্র শুনিয়া জটিলা কহিতেছেন, হে কুন্দলতে! এই বটু (ব্রাহ্মণ বালক) কিরূপ ঋক্ (মন্ত্র) পাঠ করিতেছে, এরূপ মন্ত্রত কখনও শুনি নাই? ॥ ৩৫৬ ॥

মধুমঙ্গল উচ্চ হাস্য করিতে করিতে কহিলেন,—হে বৃদ্ধে! আভীর জাতি অতীব মুগ্ধা (বোকা), তুমি কেবল গোবৎসাদি আহ্বান করিতে "রী রী" গান মাত্রই জান, আমাদের বেদমন্ত্রের পক্ষে তুমি কে? তবে বলি শুন, যে মন্ত্র পাঠ হইল, ইহা কৌসুমেষবী শাখার তৃতীয় বর্গের ললনাশুভকরী ঋচা অর্থাৎ মন্ত্র। এখানে কুসুমেষু কন্দর্প, তাহার শাখা এই অর্থে কৌসুমেষবী। চতুর্বর্গের মধ্যে কাম তৃতীয়। (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) ॥ ৩৫৭ ॥

এখানে মধুমঙ্গল উপস্থিতবুদ্ধিতে জটিলাকে বুঝাইলেন, সুতরাং সেই প্রতিভাই প্রত্যুৎপন্ন মতি ॥ ৩৫৮ ॥

অথ বধঃ ॥

বধস্তু জীবিতদ্রোহক্রিয়া স্যাদাততায়িনঃ ॥ ৩৫৯ ॥

যথা দ্বিতীয়ে। (নেপথ্যে)।

মুষ্টিনা ঝটিতি পুণ্যজনোঽয়ং
হন্ত পাপবিনিবেশিতচেতাঃ।
পুণ্ডরীকনয়নেন সখেলং
দণ্ডিতঃ সকলজীবিতবিত্তং ॥ ৩৬০ ॥

অথ গোত্রস্খলিতং ॥

তদ্গোত্রস্খলিতং যত্তু নাম ব্যত্যয়ভাষণং ॥৩৬১॥

অথ বধ।

"অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
পুত্রদারাপহারী চ ষড়েত আততায়িনঃ ॥"

অগ্নি, বিষ ও শস্ত্র দ্বারা প্রাণহারক, ধননাশক, পুত্র ও স্ত্রী-হরণকারী, এই ছয়জন আততায়ী। সেইরূপ আততায়ি ব্যক্তির যে জীবন বিনাশ তাহাকে বধ কহে ॥ ৩৫৯ ॥

যথা ললিতমাধবে। ২। ৬৩।

নেপথ্যে উচ্চারিত হইল। কি আশ্চর্য্য, পুণ্ডরীকনয়ন শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করিতে করিতে পাপবুদ্ধি এই পুণ্যজন অর্থাৎ যক্ষের সমস্ত জীবন ধন হরণ করিয়া প্রাণদণ্ড করিলেন ॥ ৩৬০ ॥

অথ গোত্রস্খলিত।

নামের বিপর্য্যয় করিয়া যে কথা বলা, তাহার নাম গোত্র-স্খলিত ॥ ৩৬১ ॥

যথা সপ্তমে।

চন্দ্রাবলী। কহ্ন (ইত্যর্দ্ধোক্তে সলজ্জং) অজ্জউত্ত অজ্জউত্ত ॥ ৩৬২ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ। (সানন্দস্মিতং) প্রিয়ে দিষ্ট্যা সুধাধারাং পায়িতোঽস্মি তদলমার্য্যপুত্রেতি কৃপাম্বুনা ॥ ৩৬৩ ॥

অত্র চন্দ্রাবল্যাঃ সময়োল্লঙ্ঘনাদ্‌গোত্রস্খলিতং ॥৩৬৪

অথৌজঃ ॥

ওজস্তু বাগুপন্যাসো নিজশক্তিপ্রকাশকঃ ॥ ৩৬৫ ॥

চন্দ্রাবলী। কৃষ্ণ, আর্য্যপুত্র আর্য্যপুত্র। সং ॥ ৩৬২ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৭। ৩৫।

চন্দ্রাবলী "কৃষ্ণ" এই অর্দ্ধোচ্চারণ করিয়া "আর্য্যপুত্র আর্য্যপুত্র" এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৬২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কথা শুনিয়া সানন্দে মধুরহাস্য করিতে করিতে কহিলেন, প্রিয়ে! বড়ই সৌভাগ্য যে, আজ আমাকে সুধাধারায় পরিতৃপ্ত করিলে, আর আর্য্যপুত্র বলিয়া কৃপোদকে প্রয়োজন কি? ॥ ৩৬৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে আর্য্যপুত্র বলিয়া সম্বোধন করাই চন্দ্রাবলীর আচার-সঙ্গত, এখানে তিনি সেই আচারের উল্লঙ্ঘন করায় গোত্রস্খলিত হইল ॥ ৩৬৪ ॥

অথ ওজঃ।

যে বাক্য উচ্চারণ করিতে নিজের শক্তি প্রকাশ পায়, তাহাকে ওজঃ কহে ॥ ৩৬৫ ॥

যথা পঞ্চমে।

সুপর্ণঃ। দেব! বাঢ়মাতপত্রফণাপটলী লঘীয়সঃ কিঙ্করস্যাস্য গরুত্মতঃ সকৃৎপক্ষবিক্ষেপকেলয়েঽপি ন পর্য্যাপ্তিমেষ্যতি, দূরে বিশ্রাম্যতু সখা মে সুদর্শনঃ কল্পান্তকৃশানুঃ ॥ ৩৬৬ ॥

অত্র গরুড়েন স্বশক্তিপ্রকাশনাদোজঃ ॥ ৩৬৭ ॥

অথ ধীঃ ॥

ইষ্টার্থসিদ্ধিপর্য্যন্তা চিন্তা ধীরিতি কথ্যতে ॥৩৬৮

যথা দ্বিতীয়ে।

শ্রীরাধা। কুন্দলদে পসীদ পসীদ অনুকম্পেহি

শ্রীরাধা। কুন্দলতে! প্রসীদ প্রসীদ, অনুকম্পয় অনুকম্পয়।

যথা ললিতমাধবে। ৫। ১৯।

গরুড় কহিলেন, হে দেব! এই সর্পফণাতুল্য ছত্রাবলী যতই গুরুতর হউক কিন্তু ভবদীয় ক্ষুদ্র কিঙ্কর গরুড়ের একবার মাত্র পক্ষবিক্ষেপণ লীলায় পর্য্যাপ্ত হইবে না, সুতরাং মদীয় সখা প্রলয়াগ্নিসদৃশ সুদর্শন এখন দূরে বিশ্রাম করুন ॥ ৩৬৬ ॥

এখানে গরুড় নিজশক্তি প্রকাশক বাক্য বলায় ওজঃ হইল॥৩৬৭

অথ ধী।

যে চিন্তার পরিশেষে অভিলষিত বিষয়ের সিদ্ধি হয়, সেই চিন্তাকে ধী কহে ॥ ৩৬৮ ॥

যথা ললিতমাধবে। ২। ১৯।

শ্রীরাধা কুন্দলতাকে কহিলেন, প্রসন্না হও, প্রসন্না হও, দয়া

অনুকম্পেহি, অজ্জ সা কৃখু সামলা কোমুদী জেণ পীদা, তং জ্জেবব পুণ্ণবন্তং অপ্পণো বামলোঅণঞ্চলং এত্থ খিণ্ণে মন্দভাইণিজণে কৃখণং অপ্পেহি ॥ ৩৬৯ ॥

কুন্দলতা। (সাসূয়মিবালোক্য) অলং পরপুরিসে গিজ্ঝন্তীহিং তুষ্মেহিং সহ বাআএবি সংমীসণেণ (ইতি ধাবন্তী জটিলামুপেত্য) অজ্জে কধং পঢ়মং বম্মণং ণ মগ্গেসি, জোক্খু সূরং পূআবইস্সদি ॥ ৩৭০ ॥

অদ্য সা খলু শ্যামলা কৌমুদী যেন পীতা, তমেব পুণ্যবন্তং আত্মনো বামললোচনাঞ্চলং এতস্মিন্ খিন্নে মন্দভাগিনীজনে ক্ষণং অর্পয়। সং ॥ ৩৬৯ ॥

কুন্দলতা। অলং পরপুরুষং গৃধ্নন্তীভিঃ যুষ্মাভিঃ সহ বাচাপি সম্মীলনেন। আর্য্যে! কথং প্রথমং ব্রাহ্মণং ন মৃগয়সে যঃ খলু সূর্য্যং পূজয়িষ্যতি। সং ॥ ৩৭০ ॥

কর, দয়া কর, আজ্ যদ্দ্বারা শ্যামলা কৌমুদী পান করিয়াছ নিজের সেই পুণ্যময় বামলোচনের প্রান্তভাগ এই মন্দভাগিনী খিন্ন জনের প্রতি ক্ষণকাল অর্পণ কর ॥ ৩৬৯ ॥

কুন্দলতা যেন অসূয়াসহকারে অবলোকন করিয়া কহিলেন, তোমাদের মত পরপুরুষাভিলাষিণী লোকের সহিত বাক্যদ্বারাও আলাপের প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া এবং জটিলার নিকট দৌড়িয়া গিয়া কহিলেন, আর্য্যে! যিনি সূর্য্যপূজা করাইবেন অগ্রে এরূপ একজন ব্রাহ্মণের অন্বেষণ করেন নাই কেন? ॥ ৩৭০ ॥

জটিলা। বচ্ছে সচ্চং কহেসি, তা পসীদ, আণেহি একং বিঅক্খণং বম্মণং ॥ ৩৭১ ॥

অত্র রাধিকোৎকণ্ঠাতিশয়দর্শনেন জটিলাসমক্ষমেব বিপ্রবেশেন কৃষ্ণবেশচিন্তনং কুন্দলতায়া ধীঃ॥৩৭২

অথ ক্রোধঃ ॥

ক্রোধস্তু মনসো দীপ্তিরপরাধাদিদর্শনাৎ ॥ ৩৭৩ ॥

যথা দ্বিতীয়ে। (নেপথ্যে)।

ফুল্লত্যারান্নববিচকিলে কেলিকুঞ্জেঽদ্যফুল্লা
শেফালীনাং স্খলতি কুসুমে হন্ত চস্খাল বালা।

জটিলা। বৎসে! সত্যং কথয়সি তস্মাৎ প্রসীদ, আনয় একং বিচক্ষণং ব্রাহ্মণং। সং ॥ ৩৭১ ॥

জটিলা কহিলেন, বৎসে! সত্যই বলিয়াছ, আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া একজন বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ লইয়া আইস ॥ ৩৭১ ॥

এখানে শ্রীরাধার উৎকণ্ঠাদর্শনে জটিলার সমক্ষেই ব্রাহ্মণবেশে যে শ্রীকৃষ্ণের আনয়ন চিন্তা, তাহাই কুন্দলতার ধী (বুদ্ধি) ॥৩৭২॥

অথ ক্রোধ।

অপরাধ প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়া যে মনের দীপ্তি হয়, তাহাকে ক্রোধ কহে ॥ ৩৭৩ ॥

যথা ললিতমাধবে। ২। ৬।

নেপথ্যে পদ্মার কোন সখী শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, অদূরে যখন মল্লিকা কুসুমচয় বিকসিত হইল, তখন আমার সখী বিকসিতা (প্রফুল্লা) হইয়াছিলেন, যখন শেফালিকাকুসুম ভূতলে পড়িতে

জটিলা। বচ্ছে সচ্চং কহেসি, তা পসীদ, আণেহি একং বিঅক্খণং বহ্মণং ॥ ৩৭১ ॥

অত্র রাধিকোৎকণ্ঠাতিশয়দর্শনেন জটিলাসমক্ষমেব বিপ্রবেশেন কৃষ্ণবেশচিন্তনং কুন্দলতায়া ধীঃ॥৩৭২

অথ ক্রোধঃ ॥

ক্রোধস্তু মনসো দীপ্তিরপরাধাদিদর্শনাৎ ॥ ৩৭৩ ॥

যথা দ্বিতীয়ে। (নেপথ্যে)।

ফুল্লত্যারান্নববিচকিলে কেলিকুঞ্জেঽদ্যফুল্লা
শেফালীনাং স্খলতি কুসুমে হন্ত চম্লাল বালা।

জটিলা। বৎসে! সত্যং কথয়সি তস্মাৎ প্রসীদ, আনয় একং বিচক্ষণং ব্রাহ্মণং। সং ॥ ৩৭১ ॥

জটিলা কহিলেন, বৎসে! সত্যই বলিয়াছ, আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া একজন বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ লইয়া আইস ॥ ৩৭১ ॥

এখানে শ্রীরাধার উৎকণ্ঠাদর্শনে জটিলার সমক্ষেই ব্রাহ্মণবেশে যে শ্রীকৃষ্ণের আনয়ন চিন্তা, তাহাই কুন্দলতার ধী (বুদ্ধি) ॥৩৭২॥

অথ ক্রোধ।

অপরাধ প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়া যে মনের দীপ্তি হয়, তাহাকে ক্রোধ কহে॥ ৩৭৩ ॥

যথা ললিতমাধবে। ২। ৬।

নেপথ্যে পদ্মার কোন সখী শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, অদূরে যখন মল্লিকা কুসুমচয় বিকসিত হইল, তখন আমার সখী বিকসিতা (প্রফুল্লা) হইয়াছিলেন, যখন শেফালিকাকুসুম ভূতলে পড়িতে

মীলত্যুচ্চৈঃ কুবলয়বনে মীলিতাক্ষী কিলাসী-
দ্বাচ্যং কিম্বাঽপরমুপহসী র্মা প্রণামচ্ছলেন ॥৩৭৪॥

অত্র পদ্মাসখীনাং হরয়ে রোষঃ ॥ ৩৭৫ ॥

অথ সাহসং ॥

অজীবিতনিরাকাঙ্ক্ষা ব্যাপারঃ সাহসং ভবেৎ॥৩৭৬

যথা দশমে।

শ্রীরাধা। (সখেদমাত্মগতং) সাহু রে কীর সাহু, বাঢ়ং অনুগহিদম্হি, তা দাণিং দুল্লহাহিট্‌টদাণং দক্-

শ্রীরাধা সাধু রে কীর! সাধু, বাঢ়মনুগৃহীতাস্মি। তদিদানীং দুর্লভাভীষ্টদানদক্ষিণং তীর্থবরং কালিয়হ্রদং প্রবিশ্য আত্মানং

লাগিল, তখন তিনি ভূতলে পড়িয়াছিলেন, এবং কুমুদবদন যখন মুদ্রিত হইতে লাগিল তখন ঐ বালা নয়নযুগল মুদ্রিত করিয়াছিলেন, অতএব ইহার পর আর তোমাকে কি বলিব? প্রণামচ্ছলে ইহাঁকে আর উপহাস করিও না॥ ৩৭৪ ॥

এখানে হরির প্রতি পদ্মার সখীগণের রোষ হওয়ায় ক্রোধ হইল॥ ৩৭৫ ॥

অথ সাহস।

যে ব্যাপারে জীবনের পর্য্যন্ত আকাঙ্ক্ষা থাকে না অর্থাৎ পরিণাম না ভাবিয়া কার্য্য করার নাম সাহস॥ ৩৭৬ ॥

যথা ললিতমাধবে। ১০। ১২।

শ্রীরাধা সখেদে মনে মনে কহিলেন, সাধু রে শুক! সাধু, তুমি আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছ, অতএব এখন দুর্লভ ও

খিণং তিত্থবরং কালিঅদ্দহং পবিসিঅ অপ্পাণং সপ্পাণং তুরিঅং উবহরিস্সং॥ ৩৭৭॥

অত্র রাধায়াঃ কালিয়হ্রদপ্রবেশঃ সাহসং॥৩৭৮॥

অথ ভয়ং॥

ভয়ন্ত্বাকস্মিকত্রাসঃ॥ ৩৭৯॥

যথা নবমে চিত্রদর্শনে!

মধুমঙ্গলঃ। এসো সঙ্খউড়ো॥ ৩৮০॥

শ্রীরাধা। (সভয়ং) পরিত্তাহি পরিত্তাহি (ইতি কৃষ্ণমালিঙ্গতি)॥ ৩৮১॥

সর্পেভ্যস্ত্বরিতমুপহরিষ্যামি। সং॥ ৩৭৭॥

মধুমঙ্গলঃ। এষ শঙ্খচূড়ঃ। সং॥ ৩৮০॥

শ্রীরাধা। পরিত্রায়স্ব পরিত্রায়স্ব। সং॥ ৩৮১॥

অভিলষিত বস্তুদানে উদার এবং তীর্থশ্রেষ্ঠ কালিয়হ্রদে প্রবেশ করিয়া আমার এই দেহ শীঘ্রই সর্পগণকে উপহার দিব॥ ৩৭৭॥

এখানে কালিয়হ্রদে শ্রীরাধার প্রবেশ কীর্ত্তিত হওয়ায়, জীবনে আশার আশা নাই, ইহাই উক্ত হইল, সুতরাং সাহস॥ ৩৭৮॥

অথ ভয়।

আকস্মিক ত্রাসের নাম ভয়॥ ৩৭৯॥

যথা ললিতমাধবে। ৯। ৪৮।

চিত্রদর্শনপ্রসঙ্গে মধুমঙ্গল কহিলেন, এই দেখ শঙ্খচূড়॥ ৩৮০॥

শ্রীরাধা সভয়ে "রক্ষা কর, রক্ষা কর," এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন॥ ৩৮১॥

অত্র শঙ্খচূড়প্রসঙ্গেন রাধাত্রাসঃ ।। ৩৮২ ।।

অথ মায়া ।।

মায়া কৈতবকল্পনা ।। ৩৮৩ ।।

যথা চতুর্থে।

বৃন্দা। (সানন্দং) কিং নাম রাধাসখীনাং ধিয়াং অক্ষুণ্ণং। পশ্য পশ্য ।। ৩৮৪ ।।

মন্দা সান্ধ্যপয়োদসোদররুচিঃ সৈবাভিমন্যোস্তনু-
র্বক্রং হন্ত তদেব খর্ব্বটঘটীঘোণং বিগাঢ়েক্ষণং।
ব্যস্তা সৈব গতিঃ করীরকুসুমচ্ছায়ং তদেবাম্বরং
মুদ্রা কাপি তথাপ্যসৌ পিশুনয়ত্যস্য স্বরূপচ্ছটাং ।।
৩৮৫ ।।

এখানে শঙ্খচূড়ের প্রসঙ্গে শ্রীরাধার যে ত্রাস তাহাই ভয় ॥৩৮২॥

অথ মায়া।

কপটতা কল্পনা করার নাম মায়া ॥ ৩৮৩ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৪। ৩২।

বৃন্দা সানন্দে কহিলেন, শ্রীরাধার সখীগণের কি অক্ষুণ্ণ বুদ্ধি! দেখ দেখ—॥ ৩৮৪ ॥

সন্ধ্যাকালীয় নিবিড় মেঘপুঞ্জের ন্যায় অভিমন্যুর যে কান্তিবিশিষ্ট শরীর, খর্ব্বটদেশীয় ঘুটীতুল্য নাসা ও গভীরলোচন, যেমন ব্যস্তা গতি (ক), যেমন করবীর পুষ্পসদৃশ অরুণ বসন, এবং যেমন গমনভঙ্গী ইহাঁরও সেইরূপ অসাধারণ রূপের ছটা দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৩৮৫ ॥

(ক) ধপ্ ধপ্ করিয়া পা ফেলা বা তাড়াতাড়ি যাওয়ার নাম ব্যস্তা গতি।

অত্র কৈতবাদভিমন্যুবেষকল্পনা মায়া ॥ ৩৮৬ ॥

অথ সংবৃতিঃ ॥

সংবৃতিঃ স্বয়মুক্তস্য স্বয়মাচ্ছাদনা ভবেৎ ॥ ৩৮৭ ॥

যথা নবমে।

শ্রীকৃষ্ণঃ। (সানন্দং নববৃন্দামবলোক্য) সত্য-ভামা ময়ি কথং (ইত্যর্দ্ধোক্তে)।

নববৃন্দা। (দৃশং কূণয়তি) ॥ ৩৮৮ ॥

চন্দ্রাবলী। (সখেদং নীচৈঃ) হুং বিণ্ণাদং পেন্ম গৌরবং ॥ ৩৮৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ। (নিভাল্য স্বগতং) হন্ত কথমসৌ দেবী, ভবতু সংবরীতুং প্রযতিষ্যে (প্রকাশং)।

চন্দ্রাবলী। হুঁ বিজ্ঞাতং প্রেমগৌরবং। সং ॥ ৩৮৯ ॥

এখানে কাপট্য করিয়া অভিমন্যুর বেষ কল্পনা করায় মায়া হইল ॥ ৩৮৬ ॥

অথ সংবৃতি।

নিজে কোন বিষয় উচ্চারণ করিয়া নিজেই তাহার আচ্ছাদন করাকে সংবৃতি কহে ॥ ৩৮৭ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৯। ৫৭।

শ্রীকৃষ্ণ সহর্ষে নববৃন্দাকে দেখিয়া কহিলেন, সত্যভামা আমার প্রতি কেন? এই অর্দ্ধবাক্য উচ্চারিত হইবামাত্র নববৃন্দা নেত্রসঙ্কেত করিলেন, এমন সময় চন্দ্রাবলী সখেদে কহিলেন, হুঁ প্রেম-গৌরব বুঝা গিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে দেখিয়া মনে মনে

সতী কথমভামা মে দেবী নাদ্য প্রসীদতি।
নিদানমবিদৎ সদ্যঃ খিদ্যতে হৃদয়ং মম ॥ ৩৯০ ॥

অত্র স্বয়মুক্তস্য শব্দস্য সতী কথমভামা ইত্যর্থান্তরেণ সংবরণাৎ সংবৃতিঃ ॥ ৩৯১ ॥

অথ ভ্রান্তিঃ ॥

ভ্রান্তির্বিপর্য্যয়জ্ঞানং প্রসঙ্গস্যাবিনিশ্চয়াৎ ॥ ৩৯২ ॥

যথা নবমে। শ্রীকৃষ্ণঃ।

অত্র ভাবি নিরাতঙ্কমারামে রমণং মম।
স্ফুরত্যন্তে কুশস্থল্যা যদ্বিদর্ভাঙ্গভূরিয়ং ॥ ৩৯৩ ॥

কহিলেন, হায়! এই যে দেবী উপস্থিত। যাই হৌক্ গোপন করিতে চেষ্টা করা যাউক্। পরে প্রকাশ করিয়া কহিলেন। অকোপনা দেবী অদ্য কেন প্রসন্না হইতেছেন না। কার্য্যের আদি কারণ না জানিয়াই আমার মন খেদযুক্ত হইতেছে ॥৩৮৮-৯০॥

পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন সত্যভামা, পরে গোপন করিয়া সতী× অভামা=সত্যভামা এই পদের বিচ্ছেদ পূর্ব্বক মধ্যে কথং পদ প্রয়োগ করিয়া প্রকৃত সত্যভামা পদকে “অভামা অকোপনা সতী” এইরূপ অর্থে প্রকাশ করায় সংবৃতি হইল ॥ ৩৯১ ॥

অথ ভ্রান্তি।

প্রসঙ্গের নিশ্চয় না হওয়ায় যে বিপর্য্যয় জ্ঞান, তাহার নাম ভ্রান্তি ॥ ৩৯২ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৯। ৫৬।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, এই উপবনে আমার নির্ব্বিঘ্নে রমণ কার্য্য হইবার সম্ভব, যেহেতু বিদর্ভনন্দিনী রুক্মিণী দেবী এখন কুশস্থলীর

চন্দ্রাবলী। মাহবি ণূণং দিট্‌ঠম্হি জং বিদব্ভঙ্গভু ত্তি বাহরীঅদি ॥ ৩৯৪ ॥

অত্র বিদর্ভাঙ্গভূরিত্যস্য বিদর্ভভূমিত্বাজ্ঞানং দেব্যা ভ্রান্তিঃ ॥ ৩৯৫ ॥

ভ্রান্তিন্তু কেচিদিচ্ছন্তি ভৃঙ্গবাধাবিচেষ্টিতং ॥ ৩৯৬ ॥

চন্দ্রাবলী। মাধবি! নূনং দৃষ্টাস্মি বদ্বিদর্ভাঙ্গভূরিতি ব্যাহৃতি। সং॥ ৩৯৪ ॥

অন্তে অর্থাৎ দ্বারকামধ্যে অবস্থিতা আছেন। "কুশস্থল্যা অন্তে," এবং "বিদর্ভাঙ্গভূঃ" এই দুই পদে একটী ব্যঙ্গার্থ আছে। কুশস্থলীর অন্তে, কুশনামক ঘাসযুক্ত স্বাভাবিক ভূভাগের মধ্যে। বিদর্ভাঙ্গভূঃ, এখানে অঙ্গ=হে নববৃন্দে, বিদর্ভা ভূঃ দর্ভ=কুশ, তদ্রহিত ভূ=ভূভাগ; অর্থাৎ কুশস্থলীর মধ্যে যদি কোন স্থান কুশহীন হয়, তবে তথায় উত্তরীয় মাত্র শয্যা করিয়া বেশ সুখকর রমণকার্য্য হইতে পারে॥ ৩৯৩॥

শ্রীকৃষ্ণের ভ্রান্তিতে চন্দ্রাবলী মাধবীকে কহিলেন, মাধবি! আমি নিশ্চয় দেখিয়াছি শ্রীকৃষ্ণ, বিদর্ভাঙ্গভূ অর্থাৎ বিদর্ভরাজনন্দিনী রুক্মিণীর নাম উচ্চারণ করিতেছেন॥ ৩৯৪ ॥

বিদর্ভাঙ্গভূ এই স্থলে দর্ভহীন ভূমিত্ব পুরস্কারে চন্দ্রাবলীর জ্ঞান না হওয়ার দেবীর ভ্রান্তি হইল॥ ৩৯৫ ॥

ভ্রমরে উৎপাত করিলে তাহাকে বাধা দিবার যে চেষ্টা তাহাকে কোন কোন আলঙ্কারিক পণ্ডিত ভ্রান্তি বলিয়া থাকেন॥ ৩৯৬ ॥

অথ দূত্যং ॥

দূত্যন্তু সহকারিত্বং দুর্ঘটে কার্য্যবস্তুনি ॥ ৩৯৭ ॥

যথা প্রথমে। কুন্দলতা। (অপবার্য্য)।

তিহ্নাউলা চওরী পঞ্জরিআ-সংজদা চিরং জলই।
পাঅং বঞ্জুলকুঞ্জে তারাহীস প্পসারেহি ॥ ৩৯৮ ॥

কুন্দলতা। তৃষ্ণাকুলা চকোরী পঞ্জরিকা-সংযতা চিরং জ্বলতি। পাদং বঞ্জুলকুঞ্জে তারাধীশ প্রসারয়। সং ॥ ৩৯৮ ॥

অথ দূত্য।

কর্ত্তব্য কার্য্যরূপ পদার্থ বিষয় দুর্ঘট হইলে তাহাতে যে সাহায্য-করণ, তাহার নাম দূত্য ॥ ৩৯৭ ॥

যথা ললিতমাধবে। ১। ৯৭।

কুন্দলতা কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া অপরে জানিতে না পারে এমত ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে কাণে কাণে কহিলেন, হে তারাধীশ অর্থাৎ রাধেশ! পিঞ্জরবদ্ধা তৃষ্ণাকুলা চকোরী নিয়ত দগ্ধ হইতেছে, অতএব শীঘ্র অশোককুঞ্জে পাদ প্রসারণ কর। তারাধীশ শব্দে চন্দ্র, সুতরাং পাদশব্দে কিরণ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ চকোরী চন্দ্রসুধা ভিন্ন পান করে না, সে যদি পিঞ্জরবদ্ধ থাকে, তবে তথায় কিরণ চালনা করিয়া তাহাকে রক্ষা করা চন্দ্রের কর্ত্তব্য। কুন্দলতার কথার বহির্ভাবার্থ—ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণ ব্যতীত কিছুই জানেন না, তাঁহাদের নিকটে গিয়া রক্ষা কর। এখানে কিন্তু "শ্রীরাধাকে রক্ষা কর" ইহাই কুন্দলতার মনের ভাব ॥ ৩৯৮ ॥

অত্র জটিলাপ্রাতিকূল্যেন দুর্ঘটে রাধাসঙ্গম-কার্য্যে কুন্দলতায়াঃ সহকারিত্বং দূত্যং ॥ ৩৯৯ ॥

অথ হেত্ববধারণং।

নিশ্চয়ো হেতুনার্থস্য মতং হেত্ববধারণং ॥ ৪০০ ॥

যথা দ্বিতীয়ে।

বৃন্দা। স্থানে খল্বিয়ং তব চিন্তা, তথ্যমেষা দুষ্টেনাক্রান্তা ত্রিলোকীমেব সন্তাপয়েৎ ॥ ৪০১ ॥

যতঃ।

বিদ্যোতন্তে গুণপরিমলৈর্যাঃ সমস্তোপরিষ্টা-
ত্তাঃ কস্যার্ত্তিং দধতি ন নখস্পর্শদগ্ধাস্তরুণ্যঃ।

জটিলা প্রতিকূলতা করায় শ্রীরাধার সঙ্গমকার্য্য দুর্ঘট হইয়াছিল, কুন্দলতা তাহাতে সহকারিত্ব করায় দূত্য হইল ॥ ৩৯৯ ॥

অথ হেত্ববধারণ।

কারণ দ্বারা বিষয়ের নিশ্চয়করণই হেত্ববধারণ ॥ ৪০০ ॥

যথা ললিতমাধবে। ২। ৯। ১০।

বৃন্দা পৌর্ণমাসীকে কহিলেন, আপনার এ চিন্তা উপযুক্ত বটে। সত্য সত্যই যদি শ্রীরাধা দুষ্ট কর্তৃক আক্রান্তা হয়েন, তবে ত্রিলোকীকেই সন্তপ্ত করিবেন, কারণ—

যে সকল কুমারী গুণসৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিয়া সর্ব্বোপরি শোভা পাইতেছেন, তাঁহারাই যদি দুর্জ্জনস্পর্শানলে দগ্ধ হয়েন তবে ইহাতে কাহার মনে না সন্তাপের উদয় হয় অর্থাৎ সকলেরই মনোবেদনা উপস্থিত হইবে। অধিক আর কি বলিব,

ভূয়োভূয়ঃ স্বয়মনুপমাং ক্লান্তিমাসাদয়ন্তী
মন্দাক্রান্তা ভবতি জগতঃ ক্লেশদাত্রী হি চিত্রা ॥৪০২

অত্র চিত্রানিদর্শনোপবৃংহিতেন সর্ব্বগুণোত্তম-স্ত্রীদুঃখরূপেণ হেতুনা সর্ব্বজনদুঃখনিশ্চয়াৎ হেত্ববধারণং ॥ ৪০৩ ॥

অথ স্বপ্নঃ ॥

স্বপ্নো নিদ্রান্তরে কিঞ্চিজ্জল্পিতং পরিকথ্যতে ॥৪০৪

যথা সপ্তমে। নববৃন্দা।

শ্বাফল্কেঃ সফলীবভূব ললিতে হৃল্লালসাবল্লরী
হা ধিক্ পশ্য মুরান্তকোঽয়মুররীচক্রে রথারোহণং।

তিনি দুর্জ্জনাক্রান্তা হইলে তাঁহারা স্বয়ং পুনঃ পুনঃ নিরতিশয় দুঃখানুভবপূর্ব্বক জগতের বিচিত্র ক্লেশদায়িনী হইবেন। দ্বিতীয়ার্থ যথা—চিত্রা=চিত্রানাম্নী তারা যদি মন্দাক্রান্তা=মন্দ=শনি তৎ-কর্তৃক আক্রান্তা হয়েন, তাহাতে জগতের ক্লেশ হয়, পক্ষে চিৎ= চেতনা তাহাকে ত্রাণ করে যে সে চিত্রা=শ্রীরাধা॥ ৪০১ ॥ ৪০২ ॥

যে সকল স্ত্রীগণ উৎকৃষ্ট গুণসমূহে শ্রেষ্ঠা তাঁহাদিগের দুঃখ-রূপ কারণটী চিত্রার নিদর্শনে ব্যাপ্ত হইল এবং ইহাতে সাধারণের দুঃখই নিশ্চিত হইল, এই কারণে এখানে হেত্ববধারণ বুঝিতে হইবে॥৪০৩॥

অথ স্বপ্ন।

নিদ্রিত অবস্থার মধ্যে যে কিঞ্চিৎ বাক্যকথন, তাহাকে স্বপ্ন কহে ॥ ৪০৪ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৭। ১০।

নববৃন্দা শ্রীরাধাকে কহিলেন, সখি! তুমি স্বপ্নাবস্থায় বলিয়া-

ইত্থং তে করুণস্বরস্তবকিতং স্বপ্নায়িতং শৃণ্বতী
মন্যে তন্বি পতত্তুষারকপটাচ্চক্রন্দ যামিন্যপি ॥৪০৫

অত্র রাধায়াঃ স্বাপ্নায়িতং ॥ ৪০৬ ॥

অথ লেখঃ ॥

বিবক্ষিতার্থকলিতা পত্রিকা লেখ ঈরিতঃ ॥ ৪০৭ ॥

যথা পঞ্চমে। পৌর্ণমাসী।

অচিরং নিরস্য রসিতৈঃ
প্রতিপক্ষং রাজহংসনিকুরম্বং।

ছিলে, "ললিতে! শফল্কতনয় অক্রূরের হৃদয়স্থিত আশালতা সফল হইল, হায় ধিক্! দেখ মুরারিও রথারোহণ অঙ্গীকার করিলেন," হে কৃশাঙ্গি! তোমার স্বপ্নাবস্থার এইরূপ করুণস্বর-সম্বলিত বাক্য শ্রবণ করিয়া নীহার বিন্দুপাতনচ্ছলে যামিনীও রোদন করিয়াছিল ॥ ৪০৫ ॥

এখানে শ্রীরাধার স্বপ্নায়িত অর্থাৎ স্বপ্নসম্ভূত বাক্যাবলীই স্বপ্ন ॥ ৪০৬ ॥

অথ লেখ।

যাহা যাহা বলিবার অভিপ্রায় আছে, সেই সেই বিষয়সম্বলিত যে পত্রিকা, তাহাকে লেখ কহে ॥ ৪০৭ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৫। ৭।

সুনন্দ নামক ব্রাহ্মণ রুক্মিণীর পত্রিকা আনিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিলে নারদ কহিলেন, সে পত্রিকা কিরূপ? ইতঃপর পৌর্ণমাসী পাঠ করিলেন—

কৃষ্ণঘন স্বামম্বৈ-
তৃষিতাং চন্দ্রকবতীং সিঞ্চ ॥ ৪০৮ ॥
ইত্যসৌ চন্দ্রাবলীপত্রলেখঃ ॥ ৪০৯ ॥
অথ মদঃ ॥
মদস্তু মদ্যজঃ ॥ ৪১০ ॥
যথা পঞ্চমে।
ভীষ্মঃ পুনরবধায় (সস্মিতং)।
বিলে ক্বনু বিলিলিয্যেরে নৃপপিপীড়িকাঃ পীড়িতাঃ
পিনস্মি জগদণ্ডকং ন ন হরিঃ ক্রুধং ধাস্যতি।

"হে কৃষ্ণমেঘ! তুমি গর্জ্জনদ্বারা বিপক্ষপক্ষ রাজহংসগণকে নিরাস করিয়া অমৃতবর্ষণ সহকারে স্বকীয়া তৃষিতা চন্দ্রকবতী অর্থাৎ ময়ূরীকে সেচন কর অথবা চন্দ্রাবলীকে সেচন কর ॥ ৪০৮ ॥

রুক্মিণীর এই পত্রলেখাই লেখ ॥ ৪০৯ ॥

অথ মদ।

মদ্যাদি পান জনিত মত্ততাকে মদ কহে ॥ ৪১০ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৫। ৪০।

ভীষ্মক পুনশ্চ মনোযোগের সহিত অবলোকন করিয়া হাস্য করিতে করিতে কহিলেন—"আমি ব্রহ্মাণ্ড বিচূর্ণিত করিব, হরি কিছুতেই ক্রোধ করিবেন না। অরে শচীগৃহের ক্রীড়ামৃগ ইন্দ্র! তুই কেন আর হাস্য করিতেছিস্?" এইরূপ উচ্চনাদ করিতে করিতে বলদেব আসিয়া অগ্রে উপস্থিত হইলেন, আগমনকালে

শচীগৃহকুরঙ্গ রে হসসি কিন্ত্বমিত্যুন্নদ-
ন্নুদেতি মদড়ম্বরস্খলিতচূড়মগ্রে হলী ॥ ৪১১ ॥

অত্র বলদেবস্য মদঃ ॥ ৪১২ ॥

অথ চিত্রং ॥

চিত্রন্ত্বাকারাণাং বিলোকনং ॥ ৪১৩ ॥

যথা নবমে। (প্রবিশ্য) নববৃন্দা।

সখি সমীক্ষ্যতাং বিচিত্রমিদং চিত্রং ॥ ৪১৪ ॥

অত্র মাথুরচরিত্রং চিত্রলিখিতং ॥ ৪১৫ ॥

সন্ধ্যন্তরাণাং বিজ্ঞেয়ঃ প্রয়োগস্ত্ববিভাগতঃ।
তথৈব দর্শনাদেষামনৈয়ত্যেন সন্ধিষু ॥ ৪১৬ ॥

মদবেগে তাঁহার চূড়া স্খলিত হইয়া পড়িল, তদ্দর্শনে নৃপতিবর্গ ভয়ে পীড়িত হইয়া পিপীলিকার মত কোনও গর্ত্তে গিয়া লুক্কায়িত হইল ॥ ৪১১ ॥

এখানে বলদেবের মত্ততাই মদ ॥ ৪১২ ॥

অথ চিত্র।

আকৃতি সন্দর্শনের নাম চিত্র ॥ ৪১৩ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৯। ২১।

নববৃন্দা প্রবেশ করিয়া শ্রীরাধাকে কহিলেন, সখি! বিচিত্র চিত্রপট অবলোকন কর ॥ ৪১৪ ॥

এখানে মথুরার চরিত্রটী চিত্রপটে লিখিত হইয়াছে ॥ ৪১৫ ॥

অন্যান্য যে সকল সন্ধি আছে, তাহাদের প্রয়োগ করার কোন বিভাগ নাই, ইহাই জানিবে এবং বিভাগহীন প্রয়োগ দেখা যায় বলিয়াই সন্ধিতেও অনিয়ত প্রয়োগ হয় ॥ ৪১৬ ॥

(১৪) অথ বিভূষণানি ॥

এবমঙ্গৈরুপাঙ্গৈশ্চ সুশ্লিষ্টং রূপকশ্রিয়ঃ।
শরীরং বস্ত্বলঙ্কুর্য্যাৎ ষট্‌ত্রিংশদ্ভূষণৈঃ স্ফুটং ॥৪১৭॥
ভূষণাক্ষরসংঘাতৌ হেতুঃ প্রাপ্তিরুদাহৃতিঃ।
শোভা সংশয়দৃষ্টান্তাবভিপ্রায়ো নিদর্শনং ॥৪১৮॥
সিদ্ধিপ্রসিদ্ধী দাক্ষিণ্যমর্থাপত্তির্বিশেষণং।
পদোচ্চয়স্তুল্যতর্কো বিচারস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৪১৯ ॥
গুণাতিপাতোঽতিশয়োনিরুক্তং গুণকীর্ত্তনং।
গর্হণানুনয়ৌ ভ্রংশো লেশঃ ক্ষোভো মনোরথঃ॥৪২০
অনুক্তসিদ্ধিঃ সারূপ্যং মালা মধুরভাষণং।
পৃচ্ছোপদিষ্টদৃষ্টানি ষট্‌ত্রিংশদ্ভূষণানি হি ॥ ৪২১ ॥

(১৪) অথ বিভূষণ সকল।

রূপক অর্থাৎ নাট্যকাব্যের শোভা, তাহার শরীর রূপ বস্তুটী পূর্ব্বোক্ত অঙ্গ ও উপাঙ্গ দ্বারা সুন্দরভাবে বিরচিত, এবং উক্ত বস্তুকে ষট্‌ত্রিংশৎ অর্থাৎ ছত্রিশ প্রকার ভূষণ দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে অলঙ্কৃত করিতে হয় ॥ ৪১৭ ॥

সেই ষট্‌ত্রিংশৎ ভূষণ যথা— ভূষণ, অক্ষরসংঘাত, হেতু, প্রাপ্তি, উদাহৃতি, শোভা, সংশয়, দৃষ্টান্ত, অভিপ্রায়, নিদর্শন, সিদ্ধি, প্রসিদ্ধি, দাক্ষিণ্য, অর্থাপত্তি, বিশেষণ, পদোচ্চয়, তুল্যতর্ক, বিচার, অবিচার, গুণাতিপাত, অতিশয়, নিরুক্ত, গুণকীর্ত্তন, গর্হণা, অনুনয়, ভ্রংশ, লেশ, ক্ষোভ, মনোরথ, অনুক্তসিদ্ধি, সারূপ্য, মালা, মধুরভাষণ, পৃচ্ছা, উপদিষ্ট এবং দৃষ্ট। এই ষট্‌ত্রিংশৎ প্রকার ভূষণ ॥ ৪১৮—৪২১ ॥

তত্র ভূষণং ॥

গুণালঙ্কারবহুলং ভাষণং ভূষণং মতং ॥ ৪২২ ॥

যথা নবমে।

শ্রীকৃষ্ণঃ (সমন্তাদবলোক্য)।

লক্ষ্মীঃ কৈরবকাননেষু পরিতঃ শুদ্ধেষু বিদ্যোততে
সন্মার্গদ্রুহি সর্ব্বশার্ব্বরকুলে প্রোন্মীলতি ক্ষীণতা।
নক্ষত্রেষু কিলোদ্ভবত্যপচিতিঃ ক্ষুদ্রাত্মস্ব প্রায়িকী
শঙ্কে শঙ্করমৌলিরভ্যুদয়তে রাজা পুরস্তাদ্দিশি ॥
৪২৩ ॥

অত্র প্রসাদমাধুর্য্যাদিগুণানাং অনুপ্রাসশ্লেষানুমানাদ্যলঙ্কারাণাঞ্চ সত্ত্বয়া ভূষণং ॥ ৪২৪ ॥

তন্মধ্যে ভূষণ যথা—

গুণ ও অলঙ্কারপ্রচুর যে বাক্য তাহাকে ভূষণ কহে ॥ ৪২২ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৯। ১০।

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রোদয়কালে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, আহা! কি আশ্চর্য্য, সম্প্রতি কুমুদকাননে সর্ব্বতোভাবে শোভা বিরাজমান, সৎপথবিদ্রোহী অন্ধকাররাশি ক্ষীণ হইতে লাগিল, এবং ক্ষুদ্রাত্মা তারকাপুঞ্জ ও অপচয় প্রাপ্ত হইতেছে, অতএব বোধ হয় শঙ্করের শিরোভূষণ দ্বিজরাজ পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে উদিত হইতেছেন ॥ ৪২৩ ॥

এখানে প্রসাদ মাধুর্য্যাদিগুণ এবং অনুপ্রাস, শ্লেষ ও অনু-

অথাক্ষরসংঘাতঃ ॥

বাক্যমক্ষরসংঘাতো ভিন্নার্থং শ্লিষ্টশব্দকং ॥৪২৫॥

মানাদি (খ) অলঙ্কার বর্ত্তমান থাকায় ভূষণ হইল ॥ ৪২৪ ॥

অথ অক্ষরসংঘাত।

শ্লেষযুক্ত শব্দ-সমন্বিত সুতরাং ভিন্নার্থবোধক বাক্যকে অক্ষর-সংঘাত কহে ॥ ৪২৫ ॥

(খ) চিত্তং ব্যাপ্নোতি যঃ ক্ষিপ্রং শুষ্কেন্ধনমিবানলঃ।
স প্রসাদঃ সমস্তেষু বাক্যেষু রচনাসু চ ॥

অনল যেমন শুষ্ক কাঠকে সত্বর আয়ত্ত করিতে পারে, সেইরূপ যে গুণ সত্বর চিত্তকে আবিষ্ট করে অর্থাৎ সহসা যাহার অর্থ বোধ হয়, তাহার নাম প্রসাদ গুণ. ইহা বাক্য ও রচনাসমূহে ব্যবহৃত হয়।

চিত্তদ্রবীভাবময়ো হ্লাদো মাধুর্য্যমুচ্যতে।

যাহার শ্রবণে চিত্ত দ্রবীভূত হয়, এরূপ আনন্দ বিশেষকে মাধুর্য্য গুণ কহে।

১। অনুপ্রাসঃ শব্দসাম্যং বৈষম্যেঽপি স্বরস্য যৎ।

স্বরের বৈষম্য থাকিলেও যে বর্ণের সাম্য তাহার নাম অনুপ্রাস, ইহা পাঁচ প্রকার, ছেকানুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস, অন্ত্যানুপ্রাস এবং লাটানুপ্রাস। বাহুল্যবোধে ইহাদের অর্থব্যাখ্যা পরিহৃত হইল।

২। শ্লিষ্টৈঃ পদৈরনেকার্থাভিধানে শ্লেষ ইষ্যতে।

শ্লিষ্ট অর্থাৎ উভয়ার্থ বোধক পদদ্বারা যে অনেকার্থের উক্তি, তাহার নাম শ্লেষ।

৩। অনুমানন্তু বিচ্ছিত্ত্যা জ্ঞানং সাধ্যস্য সাধনাৎ।

ভিন্ন ভিন্ন অলঙ্কার দ্বারা যে বৈচিত্র্য এবং তদ্দ্বারা সাধ্য বস্তুর সাধন হইলে অনুমানালঙ্কার হয়।

এই (৪২৩) শ্লোকের সহসা অর্থবোধ হয়, শ্রবণে চিত্তে আনন্দ হয়, তবর্গের বাহুল্য আছে। সন্মার্গ, শার্ব্বর, নক্ষত্র, শঙ্কর ইত্যাদি স্থলে সৎ=প্রশস্ত ও সাধু।

যথা পঞ্চমে।

সুপর্ণঃ। দেব পশ্য পশ্য—

বক্ত্রাণি ভান্তি পরিতো হরিণেক্ষণানা-

মারূঢ়হর্ম্ম্যশিরসাং ভবদীক্ষণায়।

যৈর্নির্ম্মিতানি তরসা সরসীরুহাক্ষ-

চন্দ্রাবলীপরিচিতানি নভস্তলানি ॥ ৪২৬ ॥

অত্র চন্দ্রানামাবল্যা পরিচিতানীত্যত্র চন্দ্রাবলী-নামপ্রতিভানাদক্ষরসংঘাতঃ ॥ ৪২৭ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৫। ৩১।

গরুড় কহিলেন দেব! দেখুন দেখুন—মৃগলোচনা নাগরীগণ আপনাকে দেখিবার নিমিত্ত হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মুখগুলি চন্দ্রাবলী (চন্দ্রশ্রেণী) রূপে পরিণত হইয়া সহসা আকাশমণ্ডল আলোকিত করিতেছে ॥ ৪২৬ ॥

এখানে চন্দ্রাবলী=চন্দ্রশ্রেণী, পক্ষে কৃষ্ণপ্রেয়সী চন্দ্রাবলী, এইরূপে ভিন্নার্থ বুঝাইতেছে, সুতরাং চন্দ্রাবলীপদে দ্বিবিধ জ্ঞান হওয়ায় অক্ষরসংঘাত হইল ॥ ৪২৭ ॥

শার্ব্বর=তম এবং শর্ব্বরী অর্থাৎ রাত্রি তদ্ বিহারী চৌর। নক্ষত্র=তারা এবং নকার বাদ দিয়া ক্ষত্র=ক্ষত্রিয়। শঙ্করমৌলি=চন্দ্র এবং মঙ্গলকারীর চূড়ামণি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মঙ্গলজনক ইত্যাদি উভয়ার্থ আছে। এখানে অনুপ্রাসও শ্লেষদ্বারা বৈচিত্র্য এবং তদ্দ্বারা চন্দ্রোদয়স্বরূপ সাধ্য বস্তুর জ্ঞান, ইহাই অনুমান।

অথ হেতুঃ ॥

স হেতুরিতি নির্দ্দিষ্টো যৎ সাধ্যার্থপ্রসাধকং ॥৪২৮

যথা সপ্তমে।

মধুমঙ্গলঃ। (নিরীক্ষ্য) পিঅ বঅস্‌স! পেক্‌খ কএবি অণুরাইণীএ সেবা কিদত্থি ॥ ৪২৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ। সখে সাধু লক্ষিতং।

অসৌ ব্যস্তন্যাসা বিশদয়তি মালা বিবশতাং
বিভক্তেয়ং চর্চ্চা নয়নজলবৃষ্টিং কথয়তি।
করোৎকম্পং তস্যা বদতি তিলকং কুঞ্চিতমিদং
কৃশাঙ্গ্যাঃ প্রেমাণং বরিবসিতমেব প্রথয়তি ॥৪৩০॥

মধুমঙ্গলঃ। প্রিয়বয়স্য! পশ্য, কয়াপি অনুরাগিণ্যা সেবা কৃতাস্তি। সং ॥ ৪২৯ ॥

অথ হেতু।

যাহা সাধ্য বস্তুর সাধক, তাহাই হেতু ॥ ৪২৮ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৭। ৩০।

মধুমঙ্গল নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়বয়স্য! অবলোকন কর, কোন অনুরাগিণী এই প্রতিমার সেবা করিয়াছে ॥ ৪২৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন সখে! ভাল লক্ষ্য করিয়াছ, দেখ, এই মালা গাছটী প্রতিমাতে ব্যস্তভাবে অর্পণ করায় ক্ষীণাঙ্গীর বিবশতা বিস্তার করিতেছে, প্রতিমার অঙ্গে এই চন্দনচর্চ্চা বিভক্ত হইয়া তাঁহার নয়নের জলবৃষ্টি প্রকাশ করিতেছে, এবং এই তিলক

অত্রানুরাগসাধনায় বিবশত্বাদিহেতুনা কথনাদয়ং হেতুঃ ॥ ৪৩১ ॥

অথ প্রাপ্তিঃ ॥

একদেশবিলোকেন প্রাপ্তিঃ শেষাভিযোজনং ॥৪৩২

তথা নবমে।

শ্রীকৃষ্ণঃ (পরিক্রম্য)।

লব্ধা কুরঙ্গি নবজঙ্গমহেমবল্লী
রম্যা স্ফুটং বিপিনসীমনি রাধিকাত্র।
অস্যাস্ত্বয়া সখি গুরোর্যদিয়ং গৃহীতা
মাধুর্য্যবল্গিতবিলোচনকেলিদীক্ষা ॥ ৪৩৩ ॥

প্রতিমাঙ্গে বক্রভাবে বিন্যস্ত হইয়া তাঁহার হৃৎকম্প আবিষ্কার করিতেছে, যাহা হৌক্ এইরূপ সেবাই কৃশাঙ্গীর প্রেমকে বিস্তৃত করিতেছে, সন্দেহ নাই ॥ ৪৩০ ॥

এখানে অনুরাগ সাধনের জন্য বিবশত্বাদি হেতুর উল্লেখ হইয়াছে, অর্থাৎ বিবশত্বাদি হেতু, অনুরাগ সাধ্য, এজন্য হেতু-নামক অঙ্গ হইল ॥ ৪৩১ ॥

অথ প্রাপ্তি।

এক দেশ দেখিয়া যে শেষার্থের সহিত যোজন, তাহাকে প্রাপ্তি কহে ॥ ৪৩২ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৯। ১৭।

শ্রীকৃষ্ণ পরিক্রমণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে কুরঙ্গি! এই বনের প্রান্তভাগে শ্রীরাধা নামে এক স্বর্ণলতা লাভ করিয়াছি, সেই লতা

অত্র লোচনসৌন্দর্য্যদীক্ষালাভস্য একদেশস্য ত্বয়ি বিলোকেন সা ত্বয়া লব্ধেতি বিশেষার্থস্য যোজনাৎ প্রাপ্তিঃ ॥ ৪৩৪ ॥

অথোদাহরণং ॥

বাক্যং যদ্গূঢ়তুল্যার্থং তদুদাহরণং মতং ॥ ৪৩৫ ॥

যথা দ্বিতীয়ে।

কুন্দলতা। (সস্মিতং) রাহি দেহি মে পারি-

কুন্দলতা। রাধে! দেহি মে পারিতোষিকং, যৎ স্থূষ্ঠু দুর্লভং

নবীনা, জঙ্গমা (গমনশীলা) এবং বড়ই মনোহারিণী। হে সখি! মাধুর্য্যশোভিত দৃষ্টিবিলাস বিষয়ে তুমি এই রাধারূপিণী গুরুর নিকটেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছ ॥ ৪৩৩ ॥

এখানে লোচনসৌন্দর্য্যের যে দীক্ষালাভ তাহাই এক দেশ, তাহা তোমাতে (হরিণীতে) দেখা যাইতেছে, এজন্য "সেই দীক্ষা তুমি লাভ করিয়াছ" ইত্যাকার বিশেষার্থের যোগ হওয়ায় প্রাপ্তি হইল "দীক্ষাগুরুকে আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি" এই অংশ এক দেশ বিলোকন; এবং "এই দীক্ষাগুরুর নিকট তুমি দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছ" এই শেষাংশের সংযোজন ॥ ৪৩৪ ॥

অথ উদাহরণ।

যে বাক্য গূঢ় অথচ তুল্যার্থ, তাহাকে উদাহরণ কহে ॥ ৪৩৫ ॥

যথা ললিতমাধবে। ২। ৩৩। ৩৪।

কুন্দলতা হাস্য সহকারে কহিলেন, পারিতোষিক প্রদান কর,

তোষিঅং জং সুট্‌ঠু দুল্লহং দে অব্ভত্থিদং মএ নিব্বা-হিদং ॥ ৪৩৬ ॥

শ্রীরাধা। (বক্রমবেক্ষ্য) কুন্দলদে কিং মে অব্ভত্থিদং ॥ ৪৩৭ ॥

কুন্দলতা। অই কীস ভুঅং ভঙ্গুরেসি জং সূরারাহণং ভণামি ॥ ৪৩৮ ॥

অত্র কুন্দলতাভণিতস্য সাভিপ্রায়গূঢ়ার্থতয়া উদাহরণং ॥ ৪৩৯ ॥

যত্র তুল্যার্থযুক্তেন বাক্যেনাভিপ্রদর্শনাৎ।

তে অভ্যর্থিতং ময়া নির্ব্বাহিতং। সং ॥ ৪৩৬ ॥

শ্রীরাধা। কুন্দলতে! কিং মে অভ্যর্থিতং? সং ॥ ৪৩৭ ॥

কুন্দলতা। অয়ি! কস্মাৎ ভ্রুবং ভঙ্গুরয়সি, যস্মাৎ সূর্য্যা-রাধনং ভণামি। সং ॥ ৪৩৮ ॥

যেহেতু আমি সুদুর্লভ প্রার্থিত বিষয় সম্পাদন করিলাম ॥ ৪৩৬ ॥

শ্রীরাধা বক্রভাবে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন হে কুন্দলতে! আমার প্রার্থিত বিষয় কি? ॥ ৪৩৭ ॥

কুন্দলতা কহিলেন, অয়ি রাধে! ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করিতেছ কেন? আমি তোমার সূর্য্যারাধনার কথাই বলিতেছি ॥ ৪৩৮ ॥

এখানে কুন্দলতার বাক্য অভিপ্রায়যুক্ত এবং নিগূঢ়ার্থ, এই জন্যই উদাহরণ ॥ ৪৩৯ ॥

কোন কোন পণ্ডিত কহেন যে, যথায় তুল্যার্থ সংযুক্ত বাক্য-

সাধ্যতেঽভিমুখস্যার্থস্তদুদাহরণং মতং ॥
ইতি কশ্চিৎ ॥ ৪৪০ ॥

তদ্যথা ষষ্ঠে।

নারদঃ। ততস্তেনোক্তং।

জ্বলিতো জনঃ কৃশানৌ, শাম্যতি তপ্তঃ কৃশানুনৈবায়ং।
ভগবতি কৃতাগসো মে, ভগবানেবাধুনা শরণং॥৪৪১

অথ শোভা ॥

শোভা স্বভাবপ্রাকট্যং যূনোরন্যোন্যমুচ্যতে ॥৪৪২॥

যথা চতুর্থে ॥

শ্রীরাধা। (মাধবমবলোক্য সানন্দমাত্মগতং)

শ্রীরাধা। ভো ভগবন্! আনন্দপর্জন্য! ন খলু রুধ্যতাং

দ্বারা অভিপ্রদর্শন হয়, এবং সেই কারণে অভিমুখের অর্থ সাধিত হয়, তাহার নাম উদাহরণ ॥ ৪৪০ ॥

তাহার উদাহরণ যথা ললিতমাধবে। ৬। ১৬।

নারদ উদ্ধবকে কহিলেন,—তৎপরে সত্রাজিৎ বলিয়াছিলেন—

যেমন অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তি অগ্নির উত্তাপেই উপশান্তি লাভ করে, তেমনি আমি কৃষ্ণাপরাধী, আমার কৃষ্ণই পরমাশ্রয় অর্থাৎ কৃষ্ণ ভিন্ন আমার অন্য আশ্রয় নাই, তিনিই আমাকে রক্ষা করিবেন ॥৪৪১॥

অথ শোভা।

যুবক যুবতীর পরস্পর স্বভাব প্রকটনের নাম শোভা ॥ ৪৪২ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৪। ২৬।

শ্রীরাধা মাধবকে দেখিয়া সানন্দে মনে মনে কহিলেন,—

ভো ভঅবং আণন্দ-পজ্জণ্ণ ণ ক্‌খু রুন্ধীঅদু জলাসারেণ উক্‌কণ্ঠিদা তবস্‌সিণী মে দিট্‌ঠি চওরী, ক্‌খণং পিবেদু এসা দুল্লহং ইমস্‌স মুহচন্দস্‌স জোণ্‌হং ॥ ৪৪৩ ॥

মাধবঃ । (রাধামবেক্ষ্য সহর্ষং) ।

ধাবত্যাক্রমিতুং মুহুঃ শ্রবণয়োঃ সীমানমক্ষোর্দ্বয়ী
পৌষ্কল্যং হরতঃ কুচৌ বলিগুণৈরাবধ্য মধ্যং ততঃ ।
মুষ্ণীতশ্চলতাং ভ্রুবৌ চরণয়োরুদ্যদ্ধনুর্বিভ্রমে
রাধায়াস্তনুপত্তনে নরপতৌ বাল্যাভিধে শীর্য্যতি ॥ ৪৪৪ ॥

জলাসারেণ উৎকণ্ঠিতা তপস্বিনী মে দৃষ্টিচকোরী, ক্ষণং পিবতু এষা দুর্লভামস্য মুখচন্দ্রস্য জ্যোৎস্নাং । সং ॥ ৪৪৩ ॥

হে ভগবন্‌ ! হে আনন্দজলধর ! আমার দৃষ্টিরূপা চকোরী অতীব উৎকণ্ঠিতা ও দীনা, ইহাকে জলধারায় বঞ্চিতা করিবেন না, আপনার মুখচন্দ্রের কৌমুদী দুর্লভা হইলেও ক্ষণকাল এই চকোরী পান করুক ॥ ৪৪৩ ॥

মাধব শ্রীরাধাকে দেখিয়া সহর্ষে কহিলেন,—অহো ! যখন শ্রীরাধার নয়নযুগল শ্রবণযুগলের সীমা আক্রমণ করিবার নিমিত্ত মুহুর্মুহুঃ ধাবমান হইতেছে, স্তনযুগল ত্রিবলিরূপ রজ্জু দ্বারা মধ্যদেশ বন্ধন করিয়া তাহা হইতে স্থূলতা হরণ করিতেছে এবং ভ্রূযুগল ধনুঃশোভা বিস্তারপূর্ব্বক পদযুগলের চাঞ্চল্য হরণ করিয়া লইতেছে, তখন বোধ হয়, ইহাঁর দেহপুরীতে বাল্যনরপতি

অত্র পরস্পরভাবপ্রাকট্যাচ্ছোভা ॥ ৪৪৫ ॥

কশ্চিত্তু।

সিদ্ধৈরর্থৈঃ সমং যত্র প্রসিদ্ধোঽর্থঃ প্রকাশ্যতে।
শিষ্টলক্ষণচিত্রার্থা সা শোভেত্যভিধীয়তে ॥
ইত্যাহ ॥ ৪৪৬ ॥

যথা নবমে।

নববৃন্দা। (পুরোঽবলোক্য সহর্ষং)।
নির্ম্মিতভুবনবিশুদ্ধির্বিধুমধুরালোকসাধনে নিপুণা।
উল্লসিতপরমহংসা ভক্তিরিবেয়ং শরন্মিলতি ॥৪৪৭॥

ক্রমশঃ শীর্ণ হইতেছে, অর্থাৎ শ্রীরাধার দেহে কৈশোর অবস্থা উপস্থিত হইয়া বাল্যদশা হরণ করিতে লাগিল ॥ ৪৪৪ ॥

এখানে উভয়ের বাক্যে উভয়ের স্বভাব প্রকটিত হওয়ায় শোভা হইল ॥ ৪৪৫ ॥

কোন পণ্ডিত কহেন যে, যথায় প্রসিদ্ধার্থের সহিত প্রসিদ্ধার্থ প্রকাশিত হয়, তাহার নাম শোভা, এই শোভাতে শিষ্টলক্ষণ দ্বারা অর্থ চিত্রিত হওয়া উচিত ॥ ৪৪৬ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৯। ১।

নববৃন্দা সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া সহর্ষে কহিলেন,—অহো! ভুবনবিশুদ্ধিকারিণী, চন্দ্রালোকের মাধুর্য্যকরণনিপুণা এবং পরমহংসশ্রেণীর হর্ষজননী শরৎ ঋতু ভক্তির ন্যায় আসিয়া প্রকাশ পাইল ॥ ৪৪৭ ॥

অথ সংশয়ঃ ॥

অনিশ্চয়ান্তং যদ্বাক্যং সংশয়ঃ স নিগদ্যতে ॥ ৪৪৮ ॥

যথা দ্বিতীয়ে। (নেপথ্যে)।

স্থূলস্তালভুজোন্নতির্গিরিতটীবক্ষাঃ ক্ব যক্ষাধমঃ
ক্বায়ং বালতমালকন্দলরুচিঃ কন্দর্পকান্তিঃ শিশুঃ।
নাস্ত্যন্যঃ সহকারিতাপটুরিহ প্রাণী ন জানীমহে
হা গোষ্ঠেশ্বরি কীদৃগদ্য তপসাং পাকস্তবোন্মীলতি ॥ ৪৪৯ ॥

অত্র সংশয়েনৈব বাক্যসমাপ্তেরয়ং সংশয়ঃ ॥ ৪৫০ ॥

অথ সংশয়।

যে বাক্যের শেষে নিশ্চয় নাই, তাহাকে সংশয় কহে ॥ ৪৪৮ ॥

যথা ললিতমাধবে। ২। ৬০।

নেপথ্যে পৌর্ণমাসী কহিতেছেন—স্থূল তালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত বাহু ও পর্ব্বতসদৃশ বিশালবক্ষ এই যক্ষাধম শঙ্খচূড়ই বা কোথায়, আর নবতমালবৎ মৃদুল ও কন্দর্পতুল্য কমনীয়কান্তি শিশুই বা কোথায়, এখানে অন্য কোন উপযুক্ত সহকারীও দেখিতেছি না, হা গোষ্ঠেশ্বরি যশোদে! আজ তোমার তপস্যার পরিণাম কিরূপই বা ঘটে? ॥ ৪৪৯ ॥

এখানে সংশয়দ্বারাই বাক্যসমাপ্তি হইল, শেষে কোন নিশ্চয় হইল না, এজন্য সংশয় ॥ ৪৫০ ॥

অথ দৃষ্টান্তঃ ॥

স্বপক্ষে দর্শনং হেতোর্দৃষ্টান্তঃ সাধ্যসিদ্ধয়ে ॥৪৫১॥

যথা নবমে।

শ্রীকৃষ্ণঃ। (বিমৃশ্য) অথবা।

ধীরঃ প্রকৃত্যাপি জনঃ কদাচি-
দ্ধত্তে বিকারং সময়ানুরোধাৎ।
ক্ষান্তিং হি মুক্ত্বা বলবচ্চলন্তী
সর্ব্বংসহা ভূরপি ভূরিদৃষ্টা ॥

অত্র ধীরেঽপি জনে বিকারসদ্ভাবে সাধ্যে তৎসাধকস্য চলনরূপবিকারস্য হেতোঃ সর্ব্বংসহায়াং ভুরিদর্শিতত্বাৎ ॥ ৪৫২ ॥

অথ দৃষ্টান্ত।

সাধ্য বস্তুর সিদ্ধির জন্য স্বপক্ষে যে হেতুর দর্শন, তাহার নাম দৃষ্টান্ত ॥ ৪৫১ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৯। ১৯।

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে একরূপ বলিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক পুনশ্চ কহিলেন, সখে মধুমঙ্গল! সময়ানুরোধে স্বাভাবিক ধীর ব্যক্তিও কখনও অধৈর্য্য হইয়া থাকেন, অধিক কি, সর্ব্বংসহা বসুন্ধরাও সময়ে প্রবল ভাবে বিচলিতা হয়েন, ইহা অনেক বার দেখা গিয়াছে। এখানে ধীর জনে ও বিকারের সদ্ভাব ইহাই সাধ্য, তৎসাধক চলনরূপ বিকার, ইহাই হেতু, সেই হেতুর সর্ব্বংসহাতে প্রচুর দর্শন হইয়াছে, সুতরাং দৃষ্টান্ত ॥ ৪৫২ ॥

অথাভিপ্রায়ঃ ॥

অভিপ্রায়স্ত্বভূতার্থো হৃদ্যঃ সাম্যেন কল্পিতঃ।
অভিপ্রায়ং পরে প্রাহুর্মমতাং হৃদ্যবস্তুনি ॥

যথা চতুর্থে।

শ্রীকৃষ্ণঃ। (সৌৎসুক্যং রোমাঞ্চমুন্মীল্য)।
উদ্গীর্ণাদ্ভুতমাধুরীপরিমলস্যাভীরলীলস্য মে
দ্বৈতং হন্ত সমক্ষয়ন্মুহুরসৌ চিত্রীয়তে চারণঃ।
চেতঃ কেলিকুতূহলোত্তরলিতং সদ্যঃ সখে মামকং
যস্য প্রেক্ষ্য স্বরূপতাং ব্রজবধূসারূপ্যমন্বিষ্যতি ॥৪৫৩

অথ অভিপ্রায়।

যাহা হয় নাই অথচ তাহা হৃদয়গ্রাহী, এমন বস্তু যদি সাদৃশ্য দ্বারা কল্পিত হয়, তাহাকে অভিপ্রায় বলে, অথবা হৃদয়গ্রাহী বস্তুতে যে মমতা তাহার নাম অভিপ্রায়, ইহাও কোন কোন পণ্ডিতের মত।

যথা ললিতমাধবে। ৪। ১৯।

শ্রীকৃষ্ণ ঔৎসুক্য সহকারে রোমাঞ্চিত হইয়া কহিলেন, আহা! এই নট আমার পরমাদ্ভুত ও মাধুর্য্যবিশিষ্ট গোপলীলাশালিনী দ্বিতীয় মূর্ত্তি প্রদর্শন করাইয়া আমাকে মুহুর্মুহুঃ বিস্মিত করিতেছে, কি আশ্চর্য্য! সখে! যে সাদৃশ্য দর্শন করিয়া আমার চিত্ত কেলিকুতূহলে চঞ্চল হইয়া ব্রজবধূ শ্রীরাধার সারূপ্য অন্বেষণ করিতেছে, অর্থাৎ রাধামূর্ত্তি ধারণ করিতে অভিলাষী হইতেছে ॥৪৫৩॥

অত্রাভূতার্থরূপস্য ভগবদ্দ্বিতীয়স্য নটে কল্পনমভিপ্রায়ঃ।
হৃদ্যবস্তুনি স্বসৌন্দর্য্যে ভোগেচ্ছয়া মমতা বা ॥৪৫৪॥

অথ নিদর্শনং ॥

যত্রার্থানাং প্রসিদ্ধানাং ক্রিয়তে পরিকীর্ত্তনং।
পরাপেক্ষাব্যুদাসার্থং তন্নিদর্শনমুচ্যতে ॥ ৪৫৫ ॥

যথা চতুর্থে।

গার্গী। (সংস্কৃতেন)।

কামং সর্ব্বাভীষ্টকন্দং মুকুন্দং
যা নির্বন্ধাৎ প্রাহিণোদিন্ধনায়।
আচার্য্যানী সা করোতি স্ম পণ্যং
পিণ্যাকার্থং হন্ত চিন্তামণীন্দ্রং ॥ ৪৫৬ ॥

ভগবানের গোপলীলাশালিনী দ্বিতীয় মূর্ত্তি কখনও হয় নাই, অথচ তাহাই নটে কল্পিত হওয়ায় অভিপ্রায় হইল। অথবা নিজের যে সৌন্দর্য্য বড়ই হৃদয়গ্রাহী, তাহার ভোগেচ্ছায় মমতাবশতঃ অভিপ্রায় হইল ॥ ৪৫৪ ॥

অথ নিদর্শন।

পরাপেক্ষাকে নিরাস করিবার জন্য যথায় প্রসিদ্ধার্থের কীর্ত্তন করা যায়, তাহার নাম নিদর্শন ॥ ৪৫৫ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৪। ৬।

গার্গী সংস্কৃতে কহিলেন, সান্দীপনিপত্নী নির্বন্ধসহকারে সর্ব্বাভীষ্টদাতা মুকুন্দকে যে কাষ্ঠানয়নার্থ পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার শ্রেষ্ঠ চিন্তামণিকে তিলকল্কের (খৈলের) মূল্য করা হইল।

অত্র বিম্বানুবিম্ববস্তুবোধনান্নিদর্শনং ॥ ৪৫৭ ॥

অথ সিদ্ধিঃ ॥

অতর্কিতোপপন্নঃ স্যাৎ সিদ্ধিরিষ্টার্থসঙ্গমঃ ॥৪৫৮॥

যথা ষষ্ঠে।

শ্রীকৃষ্ণঃ। (তথা কৃত্বা সগদ্গদং)।

উপতরু ললিতাং তাং প্রত্যভিজ্ঞায় সদ্যঃ
প্রকৃতিমধুররূপাং বীক্ষ্য রাধাকৃতিঞ্চ।
মণিমপি পরিচিন্বন্ শঙ্খচূড়াবতংসং
মুহুরহমুদঘূর্ণং ভূরিণা সম্ভ্রমেণ ॥ ৪৫৯ ॥

অর্থাৎ সর্ব্ববাঞ্ছা-কল্পতরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কাষ্ঠ আনিতে পাঠান, আর উৎকৃষ্ট চিন্তামণি দিয়া খৈল ক্রয় করা সমান কথা ॥ ৪৫৬ ॥

এখানে উপমান ও উপমেয় বস্তুর জ্ঞাপন হওয়ায় নিদর্শন হইল ॥ ৪৫৭ ॥

অথ সিদ্ধি।

অতর্কিত ভাবে যদি অভিলষিত বিষয়ের সংঘটন হয়, তাহার নাম সিদ্ধি ॥ ৪৫৮ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৬। ৩১।

ইতঃপূর্ব্বে মধুমঙ্গল হস্ত ধরিবার জন্য প্রার্থনা করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক গদ্গদ স্বরে কহিলেন,—সখে! বৃক্ষান্তরালে অবস্থিতা জাম্ববতীকে সহসা প্রসিদ্ধা ললিতারূপে জানিতে পারিয়া, প্রকৃতিমধুররূপা রাধাপ্রতিকৃতি সন্দর্শন করিয়া এবং শঙ্খচূড়ের শিরোভূষণ স্যমন্তক মণি অবগত হইয়া আমি প্রবল সম্ভ্রম সহকারে মুহুর্মুহুঃ ঘূর্ণিত হইয়াছিলাম ॥ ৪৫৯ ॥

অত্র ইষ্টস্য ললিতাদিদর্শনস্যাতর্কিতোপপন্নত্বাৎ সিদ্ধিঃ ॥ ৪৬০ ॥

কশ্চিত্তু।

বহূনাং কীর্ত্তনং সিদ্ধিরভিপ্রেতার্থসিদ্ধয়ে।

ইত্যাহ ॥ ৪৬১ ॥

তদ্যথা দশমে।

শ্রীকৃষ্ণঃ। প্রিয়ে ত্বদাস্যং পশ্যতো মে নোপমানবস্তূনি হৃদয়মারোহন্তি ॥ ৪৬২ ॥

যতঃ।

ধত্তে ন স্থিতিযোগ্যতাং চরণয়োরঙ্কেঽপি পঙ্কেরুহং
নাপ্যঙ্গুষ্ঠনখস্য রত্নমুকুরঃ কক্ষাস্থ দক্ষায়তে।

ললিতাদির দর্শন অভিলষিত, এখানে তাহা অতর্কিক ভাবে সংঘটিত হওয়ায় সিদ্ধি হইল ॥ ৪৬০ ॥

অভিপ্রেত বিষয়ের সিদ্ধির জন্য যথায় বহু বিষয়ের উল্লেখ হয়, তাহার নাম সিদ্ধি, ইহাও কোন পণ্ডিত বলিয়া থাকেন ॥ ৪৬১ ॥

তদুদাহরণ যথা ললিতমাধবে। ১০। ১১।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে প্রিয়ে! তোমার বদন সন্দর্শন করিয়া আমার মনে কোন উপমান বস্তুই উপস্থিত হয় না ॥ ৪৬২ ॥

কারণ—হে প্রিয়ে! তোমার চরণদ্বয়ের ক্রোড়দেশে পদ্ম স্থান পাইবার যোগ্য নহে, রত্নমুকুর চরণাঙ্গুষ্ঠচয়ের সাদৃশ্য বিধানে সমর্থ নহে, হে চণ্ডি! তোমার মুখমণ্ডলের নির্মঞ্জন (আরতি) বিষয়ে

চণ্ডি ত্বন্মুখমণ্ডলস্য পরিতো নির্ম্মঞ্ছনেহপ্যঞ্জসা
নৌচিত্যং ভজতে সমুজ্জ্বলকলা সান্দ্রাপি চন্দ্রাবলী॥
৪৬৩॥

অথ প্রসিদ্ধিঃ॥

প্রসিদ্ধির্লোকবিখ্যাতৈরর্থৈঃ স্বার্থপ্রসাধনং॥৪৬৪॥

যথা ষষ্ঠে।

নববৃন্দা। (রাধয়া সহ পরিক্রামন্তী স্বগতং)।
বসন্তী শুদ্ধান্তে মধুরিমপরীতা মধুরিপো-
রিয়ং তন্বী সদ্যঃ স্বয়মিহ ভবিত্রী করগতা।
বৃতাঙ্গীমুত্তুঙ্গৈরবিকলমধূনাং পরিমলৈঃ
প্রফুল্লাং রোলম্বে নবকমলিনীং কঃ প্রথয়তি॥৪৬৫

সমুজ্জ্বলকলা চন্দ্রাবলীও সর্ব্বতোভাবে এবং অনায়াসে ঔচিত্য লাভ করিতে অপারগ, ইহার অধিক আর কি বলিব ?॥ ৪৬৩॥

অথ প্রসিদ্ধি।

লোকবিখ্যাত অর্থদ্বারা যে স্বার্থ বিষয়ের প্রকৃষ্ট সাধন তাহাই প্রসিদ্ধি॥ ৪৬৪॥

যথা ললিতমাধবে। ৬। ২১।

নববৃন্দা শ্রীরাধার সহিত পাদচারণ করিতে করিতে মনে মনে কহিলেন—এই শ্রীরাধা মাধুর্য্যপরিপূর্ণা, ইনি যদি অন্তঃপুরমধ্যেও বাস করেন, তাহা হইলেও সদ্যঃ স্বয়ং কংসরিপু শ্রীকৃষ্ণের হস্তগতা হইবেন, কারণ বিকসিতা নবকমলিনী উত্তুঙ্গ অথচ অভিনব মধু-

অত্র লোকবিখ্যাতস্য প্রফুল্লকমলিনীরোলম্ব-সঙ্গমস্য কথনেন স্বার্থস্য রাধামাধবয়োঃ সঙ্গমস্য সাধনং প্রসিদ্ধিঃ ॥ ৪৬৬ ॥

অথ দাক্ষিণ্যং ॥

দাক্ষিণ্যন্তু ভবেদ্বাচা পরচিত্তানুবর্ত্তনং ॥ ৪৬৭ ॥

যথা দ্বিতীয়ে।

ললিতা। (সালীকং) অজ্জে পেক্খ এসো কণ্হো মোট্টিমং অম্হ বিড়ম্বণং করেদি ॥ ৪৬৮ ॥

ললিতা৽ আর্য্যে! পশ্য এষ কৃষ্ণঃ বলাৎ অস্মাকং বিড়ম্বনং করোতি। সং ॥ ৪৬৮ ॥

পরিমলে পরিপূর্ণা হইলে ভ্রমরকে কে তাহার উপদেশ দিয়া থাকে অর্থাৎ ভ্রমর নিজেই তথায় গমন করিয়া থাকে ॥ ৪৬৫ ॥

এখানে প্রফুল্ল কমলিনীও ভ্রমরের সঙ্গম লোকবিখ্যাত, তাহার উক্তি দ্বারা শ্রীরাধামাধবের সঙ্গমরূপ স্বার্থের সাধন হইল, সুতরাং প্রসিদ্ধি ॥ ৪৬৬ ॥

অথ দাক্ষিণ্য।

বাক্য দ্বারা পরচিত্তের অনুবর্ত্তন করার নাম দাক্ষিণ্য ॥ ৪৬৭ ॥

যথা ললিতমাধবে। ২। ৫৩।

ললিতা মিথ্যা করিয়া জটিলাকে কহিলেন, আর্য্যে! দেখুন এই কৃষ্ণ বলপূর্ব্বক আমাদিগকে বিড়ম্বিত করিতেছে ॥ ৪৬৮ ॥

অত্র ললিতয়া মুখরায়াশ্চিত্তানুবৃত্তির্দাক্ষিণ্যং ॥৪৬৯

অথার্থাপত্তিঃ ॥

উক্তার্থানুপপত্ত্যান্যো যস্মিন্নর্থঃ প্রকল্প্যতে।

বাক্যান্মাধুর্য্যসংযুক্তাৎ সার্থাপত্তিরুদাহৃতা ॥৪৭০॥

যথা নবমে ॥

নববৃন্দা।

কুন্দদন্তি দৃশোর্দ্বন্দ্বং চন্দ্রকান্তময়ং তব।

উদিতে হরিবক্ত্রেন্দৌ স্যন্দতে কথমন্যথা ॥ ৪৭১ ॥

অত্র স্যন্দনান্যথানুপপত্ত্যা নেত্রস্য চন্দ্রকান্তময়ত্বকল্পনাদিয়মর্থাপত্তিঃ ॥ ৪৭২ ॥

এখানে ললিতা মুখরার চিত্তানুবর্ত্তন করায়, দাক্ষিণ্য হইল ॥ ৪৬৯ ॥

অথ অর্থাপত্তি।

কথিত বিষয়ের অসম্ভব হয় বলিয়া যথায় মাধুর্য্যসংযুক্ত বাক্য অবলম্বন পূর্ব্বক অন্য বিষয় প্রকল্পিত হয়, তাহাকে অর্থাপত্তি কহে ॥ ৪৭০ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৯। ১৩।

নববৃন্দা শ্রীরাধাকে কহিলেন, হে কুন্দদন্তি! তোমার নেত্রদ্বয় চন্দ্রকান্তমণিময়, যদি ইহাই না হইবে, তবে হরির মুখচন্দ্র উদিত হইলে কেন তাহা দ্রবীভূত হয়? ॥ ৪৭১ ॥

নেত্রকে চন্দ্রকান্তমণিময় বলিয়া কল্পনা না করিলে, অন্য প্রকারে দ্রবীভাব হইতে পারে না, সুতরাং অর্থাপত্তি হইল ॥ ৪৭২ ॥

যথা বা দশমে।

চন্দ্রাবলী। দেঅ তুম্হ বিলাসসোক্‌খাণং বাহাদেণ কিদমহাপাবম্মি, তা কারুণ্ণেণ আণবেহি, জধা গোট্‌ঠবইণো গোট্‌ঠং গদুঅ বসন্তী তুমং সুহিণং করেমি ॥ ৪৭৩ ॥

অত্র গোষ্ঠগমনার্থস্যানুপপত্ত্যা সত্যাসঙ্গমনিষেধঃ প্রকল্প্যতে ॥ ৪৭৪ ॥

অথ বিশেষণং ॥

সিদ্ধান্ বহূন্ প্রধানার্থানুক্ত্বা যত্র প্রযুজ্যতে।

চন্দ্রাবলী। দেব! তব বিলাসসৌখ্যানাং ব্যাঘাতেন কৃত-মহাপাপাস্মি,তৎ কারুণ্যেনাজ্ঞাপয়, যথা গোষ্ঠপতের্গোষ্ঠং গত্বা বসন্তী ত্বাং সুখিনং করোমি। সং॥ ৪৭৩ ॥

আর একটী উদাহরণ যথা ললিতমাধবে। ১০। ১২।

চন্দ্রাবলী কৃষ্ণকে কহিলেন, দেব! তোমার বিলাসজনিত সুখসমূহের ব্যাঘাত করিয়া আমি মহাপরাধ করিয়াছি, অতএব দয়া করিয়া আদেশ দিউন, আমি গোষ্ঠপতির গোষ্ঠে গিয়া বাস-পূর্ব্বক আপনার আরাধনা করি ॥ ১৭৩ ॥

এখানে গোষ্ঠগমনরূপ অর্থটীর অনুপপত্তিদ্বারা সত্যভামার সঙ্গমনিষেধ কল্পিত হইল॥ ১৭৪ ॥

অথ বিশেষণ।

বহুতর সিদ্ধ ও প্রধান অর্থের উল্লেখ করিয়া যথায় কোন

বিশেষযুক্তং বচনং বিজ্ঞেয়ং তদ্বিশেষণং ॥ ৪৭৫ ॥

যথা চতুর্থে।

মাধবঃ।

লক্ষ্মীবানিহ দক্ষিণানিলসখঃ সাক্ষান্মধুর্মোদতে
মাদ্যদ্ভৃঙ্গবিহঙ্গহারি বিহসত্যত্রাপি বৃন্দাবনং।
রাধা যদ্যভিসারমত্র কুরুতে সোঽয়ং মহানেব মে
সান্দ্রানন্দবিলাসসিন্ধুলহরীহিল্লোলকোলাহলঃ ॥
৪৭৬ ॥

অত্র প্রসিদ্ধার্থান্মধুবৃন্দাবনাদীনুক্ত্বা রাধাভিসারস্য বৈশিষ্ট্যকথনাদ্বিশেষণং ॥ ৪৭৭ ॥

বিশেষার্থ সংযুক্ত বাক্য উল্লেখ করা যায় তাহাই বিশেষণ ॥ ৪৭৫ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৪। ১৭।

মাধব কহিলেন, এখানে পরমশোভাশালী সাক্ষাৎ বসন্তঋতু দক্ষিণানিলের সহিত বিরাজমান, এবং বৃন্দারণ্য মদমত্ত ভ্রমর ও বিহঙ্গ দ্বারা মনোহর হইয়া হাস্য করিতেছে, এখন যদি এ স্থলে শ্রীরাধা অভিসার করেন, তবে আমার এই সান্দ্রানন্দের বিলাস-সিন্ধুর লহরীতরঙ্গে এক মহান্ কোলাহল উপস্থিত হইবে, অর্থাৎ আনন্দের পরিসীমা থাকিবে না ॥ ৪৭৬ ॥

এখানে বসন্ত ও বৃন্দারণ্যাদি প্রসিদ্ধার্থকে উল্লেখ করিয়া রাধাভিসারের বিশিষ্টতা কথিত হওয়ায় বিশেষণ হইল ॥ ৪৭৭ ॥

কশ্চিত্তু লেখিষ্যমাণং "নবনবস্থুধাসংবাদোঽপি" ইত্যাদি পদ্যমত্রোদাহরতি ॥ ৪৭৮ ॥

অথ পদোচ্চয়ঃ ॥

বহূনাস্তু প্রযুক্তানাং পদানাং বহুভিঃ পদৈঃ।
উচ্চয়ঃ সদৃশার্থো যঃ স বিজ্ঞেয়ঃ পদোচ্চয়ঃ ॥৪৭৯॥

যথা চতুর্থে।

মাধবঃ।

মতিরঘূর্ণত সার্দ্ধমলিব্রজৈ-
র্ধৃতিরভূন্মধুভিঃ সহ বিচ্যুতা।
ব্যকসদুৎকলিকাকলিকালিভিঃ
সমমিহ প্রিয়য়া বিযুতস্য মে ॥ ৪৮০ ॥

"নবনবস্থুধাসংবাদোঽপি" ইত্যাদি পরলিখিত পদ্যটীকে কোন পণ্ডিত এই বিশেষণের উদাহরণ দিয়া থাকেন ॥ ৪৭৮ ॥

অথ পদোচ্চয়।

বহুতর প্রয়োগ করিয়া বহুতর পদের দ্বারা যে সদৃশ অর্থের সমাবেশকরণ, তাহাই পদোচ্চয় ॥ ৪৭৯ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৪। ২১।

মাধব কহিলেন, হায়! প্রিয়তমার বিয়োগে আমার মতি মধুকর নিকরের সহিত ঘূর্ণিত, মধুক্ষরণের সহিত ধৈর্য্য স্খলিত এবং পুষ্পকলিকার সহিত উৎকণ্ঠা বিকসিতা হইতে লাগিল ॥ ৪৮০ ॥

অত্র মত্যাদীনাং ঘূর্ণাদিক্রিয়াসু অলিব্রজাদিভিঃ সমাবেশাদয়ং পদোচ্চয়ঃ ॥ ৪৮১ ॥

কশ্চিত্তু ।

উচ্চয়োঽর্থানুরূপো যঃ পদানাং স সমুচ্চয়ঃ ।

ইত্যাহ ॥ ৪৮২ ॥

তদ্যথা দশমে ।

শ্রীকৃষ্ণঃ । (সানন্দং) ।

স্বতনু কিঞ্চিদুদঞ্চয় লোচনে

চলচকোরচমৎকৃতিচুম্বিনী ।

স্মিতসুধাঞ্চ সুধাকরমাধুরী-

বিধুরতাবিধয়েঽত্র ধুরন্ধরাং ॥ ৪৮৩ ॥

এখানে ঘূর্ণন, স্খলন এবং বিকসন ক্রিয়াতে, মধুকর, মধুক্ষরণ ও পুষ্পকলিকার সহিত, মতি, ধৈর্য্য এবং উৎকণ্ঠার, সমাবেশ হওয়ায় পদোচ্চয় হইল ॥ ৪৮১ ॥

কোন কোনও পণ্ডিত কহেন, পদসমূহের যে অর্থানুরূপ সমুচ্চয় (পর পদের সহিত তুল্যতাকরণ), তাহার নাম পদোচ্চয় ॥ ৪৮২ ॥

যথা ললিতমাধবে । ১০ । ৮ ।

শ্রীকৃষ্ণ সানন্দে কহিলেন, হে স্বতনু ! অদ্য চঞ্চল চকোরের বিস্ময়প্রদ লোচনযুগল কিঞ্চিৎ উদ্ঘাটন কর, এবং সুধাকরমাধুরীর অস্থিরতাবিষয়ে নিপুণা হাস্যসুধাও উদ্ঘাটন কর ॥ ৪৮৩ ॥

অথ তুল্যতর্কঃ ॥

রূপকৈরুপমাভির্বা তুল্যার্থাভিঃ প্রযোজিতঃ।
অপ্রত্যক্ষার্থসংস্পর্শস্তুল্যতর্ক ইতীরিতঃ ॥ ৪৮৪ ॥

যথা তত্রৈব নবমে।

শ্রীকৃষ্ণঃ। (সকরুণং)।

কদর্থনাদপ্যুরুবাল্যচাপলৈ-
রুৎসর্পতা স্নেহভরেণ বিক্লবাং।
বিলোকমানস্য মমাদ্য মাতরং
হবির্বিলায়ং হৃদয়ং বিলীয়তে ॥ ৪৮৫ ॥

অত্র হবির্বিলায়মিতি লুপ্তোপময়া অপ্রত্যক্ষস্য চিত্তদ্রবস্য কথনং তুল্যতর্কঃ ॥ ৪৮৬ ॥

অথ তুল্যতর্ক।

অপ্রত্যক্ষ অর্থের যে সংস্পর্শ, তাহা যদি রূপক এবং তুল্যার্থ উপমা দ্বারা প্রযোজিত হয়, তাহা "তুল্যতর্ক" এই নামে উল্লিখিত হয় ॥ ৪৮৪ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৯। ২৫।

শ্রীকৃষ্ণ কারুণ্যসহকারে কহিলেন—কদর্থন অপেক্ষাও গুরুতর বাল্যচাপল্যবশতঃ আধিক্যপ্রাপ্ত প্রেমসমূহে যে জননী বিবশা হইয়াছিলেন, আজ তাঁহাকে দেখিয়া আমার হৃদয় ঘৃতের মত দ্রবীভূত হইতেছে ॥ ৪৮৫ ॥

"হবিরিব বিলীয়তে" অর্থাৎ "ঘৃতের ন্যায় বিলীন হয়," এই অর্থে ণমু (ণমুল্) প্রত্যয় করিয়া "হবির্বিলায়ং" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, এই

কশ্চিত্তু।

তুল্যতর্কো যদর্থেন তর্কঃ প্রকৃতগামিনা। ইত্যাহ॥৪৮৭

যথা চতুর্থে।

জটিলা। ণূণং ণেউরসদ্দেণ আঅড্‌টিদা এদে হংসা হংসণন্দিণী-জলাদো বণে ধাঅন্তি, তা বহুড়িআ ণাদিদূরে হুবিস্‌সদি ॥ ৪৮৮ ॥

জটিলা। নূনং নূপুরশব্দেন আকর্ষিতা এতে হংসা হংসনন্দিনী-জলাৎ বনে ধাবন্তি তৎ বধূটিকা নাতিদূরে ভবিষ্যতি। সং ॥ ৪৮৮ ॥

পদে উপমাবাচক ইব শব্দ নাই কিন্তু প্রথমোক্ত ব্যাসবাক্য-কালে ছিল, তাহার লোপ হইয়া গিয়াছে, এই জন্য উক্ত পদে লুপ্তোপমা হইয়াছে এবং সেই লুপ্তোপমা দ্বারা অপ্রত্যক্ষ চিত্তের দ্রবত্ব বর্ণিত হওয়ায় এখানে তুল্যতর্ক হইল ॥ ৪৮৬ ॥

যে প্রকৃতগামী অর্থ দ্বারা তর্ক হয়, তাহার নাম তুল্যতর্ক, ইহাও কোন কোন পণ্ডিত কহিয়া থাকেন ॥ ৪৮৭ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৪। ২৫।

জটিলা কহিলেন, নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে এই হংসগণ নূপুর-শব্দে আকৃষ্ট হইয়া সূর্য্যনন্দিনী যমুনার জল হইতে বনাভিমুখে ধাবমান হইতেছে, অতএব বধূটী আর অধিক দূরে না হইতে পারে। এখানে নূপুরশব্দে হংসাকর্ষণই তুল্যতর্ক ॥ ৪৮৮ ॥

অথ বিচারঃ ॥

বিচারস্ত্বেকসাধ্যস্য বহুসাধনবর্ণনং ॥ ৪৮৯ ॥

যথা প্রথমে।

শ্রীকৃষ্ণঃ। সখে মধুমঙ্গল পশ্য পশ্য—

অতনুতৃণকদম্বাস্বাদশৈথিল্যভাজা-
মবিরলতরহম্বারম্ভতাম্যন্মুখীয়ং।
চটুলিত-নয়নশ্রীরাবলির্নৈচিকীনাং
পথি সুবলিতকণ্ঠী গোকুলোৎকণ্ঠিতাভূৎ ॥ ৪৯০ ॥

অত্রোৎকণ্ঠিতত্বসাধ্যস্য সাধনানি তৃণাস্বাদ-শৈথিল্যাদীনি। যদ্বা অগ্রে লেখ্যং "শরণমিহ যো ভ্রাতুঃ" ইত্যাদি পদ্যমত্রোদাহরণং ॥ ৪৯১ ॥

অথ বিচার।

সাধ্য বস্তু এক, কিন্তু তাহার যে বহু প্রকারে সাধন বর্ণন, তাহাই বিচার ॥ ৪৮৯ ॥

যথা ললিতমাধবে। ১। ৫৫।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, সখে মধুমঙ্গল! দেখ দেখ—

নবীন তৃণগুচ্ছের আস্বাদনে শিথিলাঙ্গী, নিরন্তর হম্বারবে ক্লান্তমুখী ও চঞ্চলাক্ষী গাভীগণ ঊর্দ্ধকণ্ঠে গোকুল গমনার্থ উৎকণ্ঠিতা হইয়াছে ॥ ৪৯০ ॥

এখানে উৎকণ্ঠিতত্ব সাধ্য, তৃণাস্বাদ শৈথিল্যাদি তাহার সাধন, সুতরাং এক সাধ্যের প্রতি বহুতর সাধন হওয়ায় বিচার হইল। অথবা

কশ্চিত্তু।

বিচারো যুক্তিবাক্যৈর্যদপ্রত্যক্ষার্থদর্শনং॥
ইত্যাহু।

অত্রোক্তমুদাহরণমপি সংগচ্ছতে॥ ৪৯২॥

অথ তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥

বিচারস্যান্যথাভাবো বিজ্ঞেয়স্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥ ৪৯৩॥

যথা ষষ্ঠে।

শ্রীরাধা (সব্যথমাকাশে সংস্কৃতেন)।

বিচিত্রায়াং ক্ষৌণ্যামজনিষত কন্যাঃ কতি ন বা
কঠোরাঙ্গী নান্যা নিবসতি ময়া কাপি সদৃশী।

"শরণ মিহ যো ভ্রাতুঃ" ইত্যাদি পরের (৫০০নং) লিখিত পদ্যটীও এই বিচারের উদাহরণ হইতে পারে॥ ৪৯১॥

যুক্তি ও বাক্য দ্বারা যে অপ্রত্যক্ষার্থের দর্শন, কোন পণ্ডিত তাহাকে বিচার বলিয়া থাকেন। এই লক্ষণেও উল্লিখিত উদাহরণ সঙ্গত হইতে পারে॥ ৪৯২॥

অথ তদ্বিপর্য্যয় অর্থাৎ অবিচার।

বিচারের যে অন্যথা ভাব তাহাকে তদ্বিপর্য্যয় অর্থাৎ অবিচার কহে॥ ৪৯৩॥

যথা ললিতমাধবে। ৬। ২০।

শ্রীরাধা ব্যথানুভব করিয়া আকাশে (গ) সংস্কৃত ভাষায়

(গ) কোন লক্ষ্য ব্যক্তি নাই, অথচ আছে ভাবিয়া তাহার স্বয়ং প্রশ্ন, এবং স্বয়ং উত্তর কল্পনা করিয়া কথা বলাকে নাটকে আকাশভাষিত কহে।

মুকুন্দং যন্মুক্ত্বা সময়মহমদ্যাপি গময়ে
ধিগস্তু প্রত্যাশামহহ ধিগসূন্ ধিঙ্মম ধিয়ং ॥ ৪৯৪ ॥

অত্রোদ্বেগাতিশয়েন প্রত্যাশাদি-ধিক্করণাৎ অবিচারঃ ॥ ৪৯৫ ॥

অথ গুণাতিপাতঃ ॥

গুণাতিপাতো ব্যত্যস্তগুণাখ্যানমুদাহৃতঃ ॥ ৪৯৬ ॥

যথা চতুর্থে।

জটিলা। (সোল্লুণ্ঠং বিহস্য সংস্কৃতেন)।

ব্রজেশ্বরসুতস্য কঃ পরবধূবিনোদক্রিয়া-
প্রশস্তিভরভূষিতং গুণমবৈতি নাস্য ক্ষিতৌ।

কহিলেন,—এই বিচিত্র ধরাতলে কত কত কন্যাই না জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু আমার মত কঠোরাঙ্গী কোন কন্যাই ধরামণ্ডলে বাস করে নাই, কারণ, আমি মুকুন্দকে পরিত্যাগ করিয়া অদ্যাপি কাল যাপন করিতেছি, হায়! আমার প্রত্যাশাকে ধিক্, প্রাণ-সমূহকে ধিক্, এবং আমার বুদ্ধিকেও ধিক্ ॥ ৪৯৪ ॥

এখানে অতিশয় উদ্বেগ বশতঃ প্রত্যাশা প্রভৃতিকে ধিক্কার করায় অবিচার হইল ॥ ৪৯৫ ॥

অথ গুণাতিপাত।

নিন্দিত ভাবে যে গুণকীর্ত্তন, তাহাই গুণাতিপাত॥ ৪৯৬ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৪। ৩০।

জটিলা নিন্দাচ্ছলে স্তব করিয়া হাসিতে হাসিতে সংস্কৃতে কহিলেন,—হে বৃন্দে! এই ভূমণ্ডলে ব্রজেন্দ্রনন্দনের গুণ কে না

যদেষ রতিতস্করঃ পথি নিরুধ্য সাধ্বীর্বলা-
ত্ত্বদীয়কুচকুট্মলে করজ মোঁং নমো বিষ্ণবে ॥৪৯৭ ॥
অত্র প্রকট এব গুণাতিপাতঃ ॥ ৪৯৮ ॥
কশ্চিত্তু ।
গুণাতিপাতঃ কার্য্যে যদ্বিপরীতাভিশংসনং ॥
যথা পঞ্চমে । ইত্যাহ ॥ ৪৯৯ ॥
চন্দ্রাবলী (সংস্কৃতেন) ।
শরণমিহ যো ভ্রাতুস্তস্য প্রতীপবিধায়িতা
হিতকৃদপি যা দেব্যাস্তস্যাঃ সমগ্রমুপেক্ষণং ।

জানে, যে গুণ কেবল পরবধূর সহিত বিনোদক্রিয়া এবং সেই ক্রিয়াজনিত প্রচুর প্রশংসা দ্বারা বিভূষিত। দেখ, এই রতিতস্কর কৃষ্ণ পথের মধ্যে পতিব্রতাগণকে বলপূর্ব্বক অবরোধ করিয়া তাহাদিগের কুচকলিকায় নখাঘাত!!! ওঁং বিষ্ণবে নমঃ ঘ) ॥ ৪৯৭ ॥

এখানে গুণাতিপাত সুস্পষ্ট ॥ ৪৯৮ ॥

কোন কোন পণ্ডিত কহেন, কার্য্যে যে বিপরীত গুণকীর্ত্তন তাহার নাম গুণাতিপাত ॥ ৪৯৯ ॥

যথা লতিতমাধবে ৫ । ২৪ ।

চন্দ্রাবলী সংস্কৃতে কহিলেন, যে ভ্রাতা আমার গৃহমধ্যে রক্ষক

(ঘ) "কুচকলিকাতে নখাঘাত করে" এই কথাটী অশ্লীল, এজন্য "করে" কথা দ্বারা বাক্যসমাপ্তি না করিয়াই অশ্লীল বাক্যের উচ্চারণ জনিত পাপ ক্ষালনার্থ বিষ্ণুস্মরণ করিলেন ।

গতিরবিকলা যো মে তস্য প্রিয়স্য চ বিস্মৃতি-
র্বত হতবিধৌ বামে সর্ব্বং প্রয়াতি বিপর্য্যয়ং ॥৫০০

অথাতিশয়ঃ ॥

বহূন্ গুণান্ কীর্ত্তয়িত্বা সামান্যত্বেন সংশ্রিতান্।
বিশেষঃ কীর্ত্ত্যতে যত্র জ্ঞেয়ঃ সোঽতিশয়ো বুধৈঃ ॥
৫০১ ॥

যথা প্রথমে শ্রীকৃষ্ণঃ।

নবনবসুধাসংবাধোঽপি প্রিয়োঽপি দৃশাং সদা
সরসিজবনীং ম্লানাং কুর্ব্বন্নপি প্রভয়া স্বয়া। জাবলীং

ছিলেন, এক্ষণে তিনি আমার প্রতিকূলাচরণ করিতেছেন, যে দেবী হিতৈষিণী ছিলেন, তাঁহার এক্ষণে সম্পূর্ণ উপেক্ষা দেখিতেছি, যে প্রিয়তম অবিকল গতি অর্থাৎ একমাত্র আশ্রয় ছিলেন, তাঁহার এক্ষণে বিস্মৃতি হইয়াছে, হায়! পোড়া বিধি প্রতিকূল হওয়াতে সকলেরই বিপর্য্যয় ঘটিল ॥ ৫০০ ॥

অথ অতিশয়।

উপস্থিত বহুতর গুণকে সামান্যাকারে কীর্ত্তন করিয়া যথায় বিশেষের কীর্ত্তন করা যায়, তাহার নাম অতিশয় ॥ ৫০১ ॥

যথা ললিতমাধবে। ১। ৬৩।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—শশী নব নব সুধাসমূহে নিবিড়, সর্ব্বদা সর্ব্ব-নেত্রের প্রীতি ভাজন, স্বীয় প্রভায় পদ্মবনের ম্লানতাকারী, শুভ্রবর্ণ ও উজ্জ্বল, এবং ষোড়শ কলায় পরিপূর্ণ, এই সকল গুণ থাকিলেও

শুচিরপি কলাপূর্ণোঽপ্যুচ্চৈঃ কুরঙ্গধরঃ শশী
ব্রজমৃগদৃশাং বক্ত্রৈরেভিঃ সুরঙ্গধরৈর্জ্জিতঃ ॥ ৫০২ ॥

অত্র চন্দ্রমুখয়োঃ সুধাসংবাধত্বাদিসামান্যগুণ-কীর্ত্তনানন্তরং মুখে সুরঙ্গত্বকীর্ত্তনং বিশেষঃ ॥ ৫০৩ ॥

অথ নিরুক্তং ॥

নিরুক্তং নিরবদ্যোক্তির্নামন্যর্থপ্রসিদ্ধয়ে ॥ ৫০৪ ॥

যথা প্রথমে।

শ্রীকৃষ্ণঃ (চন্দ্রাবলীমাসাদ্য সানন্দং)।

নীতস্তন্বি মুখেন তে পরিভবং ভ্রূক্ষেপবিক্রীড়য়া
বিভ্যদ্বিষ্ণুপদং জগাম শরণং তত্রাপ্যধৈর্য্যং গতঃ।

তিনি কুরঙ্গ অর্থাৎ হরিণরূপী কুরঙ্গ=কুৎসিত রঙ্গ ধারণ করায় বৃন্দাবনের মৃগলোচনাদিগের সুরঙ্গধর অর্থাৎ সুন্দর বিলাস-সম্পন্ন মুখমণ্ডল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে ॥ ৫০২ ॥

এখানে "সুধা সমূহে নিবিড়" ইত্যাদিরূপে মুখ ও চন্দ্রের সামান্য গুণ কীর্ত্তন করিয়া মুখ ও সুরঙ্গধর এইরূপ কীর্ত্তন করায় বিশেষ হইল ॥ ৫০৩ ॥

অথ নিরুক্ত।

অর্থ প্রসিদ্ধির জন্য নাম অর্থাৎ আখ্যা বিষয়ে যে প্রশস্ত উক্তি, তাহার নাম নিরুক্তি ॥ ৫০৪ ॥

যথা ললিতমাধবে। ১। ৭৫।

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর সমীপে উপস্থিত হইয়া সানন্দে কহিলেন, হে তন্বি! উজ্জ্বলকান্তি সুধাকর তোমার মুখমণ্ডলসম্ভূত ভ্রূভঙ্গী-

আসাদ্য দ্বিজরাজিতাং বিজয়িনঃ সেবার্থমস্যোজ্জ্বল-
শ্চন্দ্রোঽয়ং দ্বিজরাজতাপদমগাৎ তেনাসি চন্দ্রাবলী
॥ ৫০৫ ॥

অত্র চন্দ্রাবলীনামনিরুক্তং ॥ ৫০৬ ॥

অথ গুণকীর্ত্তনং ॥

লোকে গুণাতিরিক্তানাং বহূনাং যত্র নামভিঃ।
একঃ সংশব্দ্যতে তত্তু বিজ্ঞেয়ং গুণকীর্ত্তনং ॥৫০৭॥

যথা দ্বিতীয়ে।

শ্রীকৃষ্ণঃ (পুরো রাধাং পশ্যন্নপবার্য্য)।

বিলাসে পরাভূত হইয়া ভীতিসহকারে আকাশের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু সেখানেও স্থিরভাবে থাকিতে না পারায় পরাভবকারী মুখের সেবা জন্য দ্বিজরাজিতা অর্থাৎ দন্তশ্রেণীত্ব প্রাপ্ত হইয়া দ্বিজরাজত্ব অর্থাৎ চন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছেন, হে সুন্দরি! এই কারণেই তোমার নাম চন্দ্রাবলী ॥ ৫০৫ ॥

এখানে চন্দ্রাবলী নামের অর্থপ্রসিদ্ধি দেখাইতে নামের উক্তি হওয়ায় নিরুক্ত হইল ॥ ৫০৬ ॥

অথ গুণকীর্ত্তন।

সংসারে অতিরিক্ত গুণসম্পন্ন বহু বিষয় আছে, কিন্তু যথায় বহু নামের দ্বারা একটী মাত্র বিষয় কীর্ত্তিত হয়, তাহার নাম গুণকীর্ত্তন ॥ ৫০৭ ॥

যথা ললিতমাধবে। ২। ২২।

শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে শ্রীরাধাকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ ব্যবধানে গিয়া

বিহারসুরদীর্ঘিকা মম মনঃকরীন্দ্রস্য যা
বিলোচনচকোরয়োঃ শরদমন্দচন্দ্রপ্রভা।
উরোঽম্বরতটস্য চাভরণচারুতারাবলী
ময়োন্নতমনোরথৈরিয়মলম্ভি সা রাধিকা ॥ ৫০৮ ॥

অত্র সুরদীর্ঘিকাদিশব্দে রাধাসংশব্দনং গুণ-কীর্ত্তনং ॥ ৫০৯ ॥

অথ গর্হণং ॥

যত্র সঙ্কীর্ত্তয়ন্ দোষান্ গুণমর্থেন দর্শয়েৎ।
গুণান্ বা কীর্ত্তয়ন্ দোষং দর্শয়েৎ গর্হণং হি তৎ ॥ ৫১০ ॥

অপরে জানিতে না পারে এমত ভাবে কহিলেন—যিনি আমার চিত্তমাতঙ্গের বিহারার্থ সুরদীর্ঘিকা মন্দাকিনী, লোচনচকোরের পক্ষে শারদীয় অমন্দ চন্দ্রপ্রভা এবং যিনি হৃদয়রূপী আকাশ তটের আভরণ স্বরূপ সুন্দর তারাবলী (হারবিশেষ), আজ আমি বহু মনোরথের ফল সেই শ্রীরাধাকে প্রাপ্ত হইলাম ॥ ৫০৮ ॥

এখানে সুরদীর্ঘিকাদি শব্দ দ্বারা শ্রীরাধার কীর্ত্তন হওয়ায় গুণকীর্ত্তন হইল ॥ ৫০৯ ॥

অথ গর্হণ।

যথায় দোষ কীর্ত্তন করিয়া অর্থ দ্বারা গুণ দেখান হয়, অথবা গুণকীর্ত্তন করিয়া দোষ দেখান হয়, তাহার নাম গর্হণ ॥ ৫১০ ॥

তত্রাদ্যং যথা সপ্তমে।

মাধবী। দেঅ কঠোরঅপ্পা এসা ভট্টিদারিআ সুট্ঠু তাবং সোঢ়ুং পারেদি। জং তুহ্ম পচ্চক্খং চ্চেঅ চন্দভাআ-মন্দিরে জলন্তং জলণকুণ্ডং জলকেলিকুণ্ডং বিণ্ণাদবদী ॥ ৫১১ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ। (স্বগতং)। মাধবি সাধু সাধু, যদত্র স্নেহাতিরেকং সূচয়ন্তী সময়ে সখ্যসেবাং বিতনোষি ॥ ৫১২ ॥

অত্র কঠোরত্বাদিরূপস্য দোষস্য কথনমপি কৃষ্ণ-

মাধবী। দেব! কঠোরাত্মা এষা ভর্তৃদারিকা, সুষ্ঠু তাপং সোঢ়ুং পারয়তি। যৎ তব প্রত্যক্ষমেব, চন্দ্রভাগামন্দিরে জ্বলন্তং জ্বলনকুণ্ডং জলকেলিকুণ্ডং বিজ্ঞাতবতী। সং ॥ ৫১১ ॥

প্রথম প্রকার যথা ললিতমাধবে। ৭। ৩৬।

মাধবী কহিলেন দেব! এই রাজকন্যা অতিশয় কঠোরাত্মা, ইনি বেশ তাপ সহিতে পারেন, কারণ আপনি প্রত্যক্ষই দেখিয়াছেন যে, চন্দ্রভাগার মন্দিরে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডকে জলকেলির কুণ্ড বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন ॥ ৫১১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে কহিলেন, মাধবি! ভাল ভাল, কারণ তুমি স্নেহাধিক্য সূচনা করিয়া যথাসময়ে দেবীর সখ্য সেবা বিস্তার করিলা ॥ ৫১২ ॥

এখানে কঠোরতাদিরূপ দোষকেও কৃষ্ণবিষয়ক অনুরাগের

বিষয়কানুরাগগুণকীর্ত্তনতয়া পর্য্যবসিতং ॥ ৫১৩ ॥

দ্বিতীয়ং যথা চতুর্থে।

কুন্দলতা। বীরাহিমণ্ণো, পুণ্ণবদী মে সহী রাহা, জাএ দক্‌খিণা সচ্চবাদিণী সিণিদ্ধা তুহ্ম মাদা সস্‌সু লদ্ধা ॥ ৫১৪ ॥

অত্র গুণকীর্ত্তনমপ্যর্থতো দোষ ইতি গর্হণং ॥৫১৫॥

অথানুনয়ঃ ॥

অভ্যর্থনাপরং বাক্যং বিজ্ঞেয়োঽনুনয়ো বুধৈঃ ॥৫১৬

কুন্দলতা। বীর অভিমন্যো! পুণ্যবতী মে সখী রাধা। যয়া, দক্ষিণা সত্যবাদিনী স্নিগ্ধা তব মাতা শ্বশ্রূর্লব্ধা। সং ॥ ৫১৪ ॥

গুণকীর্ত্তন রূপে পর্য্যবসিত করায় গর্হণ হইল ॥ ৫১৩ ॥

দ্বিতীয় প্রকার যথা ললিতমাধবে। ৪। ৩২।

কুন্দলতা কহিলেন, হে বীর অভিমন্যো! দেখ, আমার সখী শ্রীরাধা অতিশয় পুণ্যবতী, কারণ, তোমার মাতার ন্যায় সরলা, সত্যবাদিনী ও স্নিগ্ধা শাশুড়ীকেও যিনি লাভ করিয়াছেন ॥ ৫১৪ ॥

এখানে গুণকীর্ত্তনেও অর্থতঃ দোষ হইতেছে, সুতরাং গর্হণ ॥ ৫১৫ ॥

অথ অনুনয়।

অভ্যর্থনাপর বাক্যকে অনুনয় কহে ॥ ৫১৬ ॥

যথা পঞ্চমে।

শ্রীকৃষ্ণঃ। (সাস্রং)।

অয়ং কণ্ঠে লগ্নঃ শশিমুখি জনস্তে প্রণয়বান্
যদপ্রাপ্ত্যা ধন্যাং তনুমতনুরূপাং তৃণয়সি।
প্রসীদাদ্য প্রাণেশ্বরি বিরম মাঽস্মিন্ননুগতে
কৃথাঃ পত্যাবত্যাহিতমিদমুরো মে বিদলতি ॥৫১৭॥

অত্র কৃষ্ণেন চন্দ্রাবলীপ্রার্থনমনুনয়ঃ ॥ ৫১৮ ॥

অথ ভ্রংশঃ ॥

পতনাৎ প্রকৃতাদর্থাদন্যস্মিন্ ভ্রংশ ঈরিতঃ ॥ ৫১৯ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৫। ৩৪।

শ্রীকৃষ্ণ রোদন করিতে করিতে কহিলেন, হে শশিমুখি! তুমি যাহাকে না পাইয়া নিজের সম্পূর্ণ রূপবান্ ও ধন্য দেহকে তৃণতুল্য বোধ কর, সেই এই মাদৃশ প্রণয়বান্ জন তোমার কণ্ঠলগ্ন হইয়া রহিয়াছে, প্রাণেশ্বরি! প্রসন্না হও, এই অনুগত পতির প্রতি অতিশয় অনিষ্ট বিধান করিও না, বিরত হও, তোমার এই অধ্যবসায় দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে ॥ ৫১৭ ॥

এখানে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যে চন্দ্রাবলীর প্রার্থনা, তাহাই অনুনয় ॥ ৫১৮ ॥

অথ ভ্রংশ।

প্রকৃতার্থ পরিত্যাগ করিয়া যথায় অন্য অর্থে শব্দার্থ পতিত হয়, তাহাকে ভ্রংশ কহে ॥ ৫১৯ ॥

যথা নবমে॥

মাধবী। দেঅ ইমাণং পেম্মকোমলাণং অক্খ-রাণং মা ক্খু ণং অহিরূবং জানাহি। জং এসা সচ্চা ণ হোদি॥ ৫২০॥

শ্রীকৃষ্ণঃ। সাধু সাধু মাধবিকে সাধু, মদীয়হৃদয়া-শঙ্কা ত্বয়া নিরস্তা, তদিন্দ্রজালাভিজ্ঞয়া নববৃন্দয়ৈব নির্ম্মিতেয়ং মায়িকী দেবী, রসালমূলবর্ত্তিনী খলু সত্যা॥ ৫২১॥

অত্র সত্যাশব্দস্য প্রকৃতার্থং সত্যভামারূপং পরি-ত্যজ্য তথ্যার্থলক্ষণস্য কথনাৎ ভ্রংশঃ॥ ৫২২॥

মাধবী। দেব! এষাং প্রেমকোমলানাং অক্ষরাণাং মা খলু এতাং অভিরূপাং জানীহি। যৎ এষা সত্যা ন ভবতি। সং॥ ৫২০॥

যথা ললিতমাধবে। ৯। ৫৯।

মাধবী শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন হে দেব! ইহাঁকে এই সকল সপ্রেম কোমলাক্ষরের যোগ্য পাত্র মনে করিবেন না, কারণ ইনি সত্যভামা নহেন॥ ৫২০॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, সাধু সাধু মাধবিকে! সাধু, তুমি আমার মনের আশঙ্কা দূর করিলে, বোধ হয় ইন্দ্রজাল-পটীয়সী নববৃন্দা মায়া দ্বারা এই দেবীকে নির্ম্মাণ করিয়াছে, কারণ সত্যা নিশ্চয় আম্রমূলে বর্ত্তমান আছেন॥ ৫২১॥

এখানে সত্যা শব্দের প্রকৃতার্থ সত্যভামা, কিন্তু সেই অর্থকে ত্যাগ করিয়া "যথার্থ" এইরূপ অর্থ কথিত হওয়ায় ভ্রংশ হইল॥৫২২॥

কশ্চিত্তু।

কথয়ন্তি বুধা ভ্রংশং বাচ্যাদন্যতরদ্বচঃ। ইত্যাহ॥৫২৩

যথা প্রথমে। শ্রীকৃষ্ণঃ।

সরোজাক্ষি পরোক্ষং তে কদাপি হৃদয়ং মম।

ন স্প্রষ্টুমপ্যলং বাধা রাধা ত্বাক্রম্য গাহতে॥

(ইতি সশঙ্কং বাধারাধয়োর্বিপর্য্যাসং পঠতি) ॥৫২৪॥

অত্র বাচ্যাদ্রাধায়া অস্পর্শাদন্যদ্রাধাক্রমণং ভ্রংশঃ ॥ ৫২৫ ॥

অথ লেশঃ ॥

লেশঃ স্যাদিঙ্গিতজ্ঞানকৃদ্বিশেষণবদ্বচঃ ॥ ৫২৬ ॥

কোন কোন পণ্ডিত বাচ্য হইতে অন্যতর বাক্যকে ভ্রংশ বলিয়া কীর্ত্তন করেন ॥ ৫২৩ ॥

যথা ললিতমাধবে। ১। ৮৪।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন হে সরোজাক্ষি! তোমার অসাক্ষাতে বাধা কখনও আমার হৃদয়কে স্পর্শ করিতেও সমর্থা হয় না। কিন্তু রাধা আসিয়া হঠাৎ অবস্থিতি করেন। এই কথা বলিয়া সশঙ্ক চিত্তে বাধা ও রাধা শব্দের বিপর্য্যাস ভাবে অর্থাৎ অগ্রে রাধা পশ্চাৎ বাধা পাঠ করিলেন ॥ ৫২৪ ॥

এখানে রাধা বলাই বাচ্য, সে স্থলে বাধা বলা হইল, সুতরাং বাচ্য যে রাধা তাহার স্পর্শ না হইয়া অন্য রাধার আক্রমণই ভ্রংশ ॥ ৫২৫ ॥

যথা পঞ্চমে ভীষ্মকঃ।
অয়মিহ কিল কন্যাবান্ধবানাং নিবন্ধঃ
সমুচিত ইতি লক্ষ্মীকান্ত বিজ্ঞাপয়ামি।
মম দুহিতুরনুজ্ঞোল্লঙ্ঘনাদঙ্গনায়াঃ
কথমপি ন পরস্যাঃ পাণিসঙ্গো বিধেয়ঃ॥
(ইত্যাদ্যুক্তৌ শ্রীকৃষ্ণঃ পৌর্ণমাসীমুখমীক্ষতে।)

পৌর্ণমাসী। মুকুন্দ! গোকুলকুমারীকুলানি চন্দ্রাবলীমাত্রাবশেষাণি দুর্ব্বিদগ্ধেন বিধিনা কৃতানি তত্র কা ক্ষতিঃ॥ ৫২৭॥

অথ লেশঃ।

ইঙ্গিতজ্ঞানকারী অথচ বিশেষণ-বিশিষ্ট যে বাক্য তাহাকে লেশ কহে॥ ৫২৬॥

যথা ললিতমাধবে। ৫। ৩৭।

ভীষ্মক সবিনয়ে কহিলেন, হে লক্ষ্মীকান্ত! এস্থলে কন্যা-বান্ধবদিগের এই সমুচিত পণ নিবেদন করিতেছি যে, আপনি আমার কন্যার অনুমতি উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন ক্রমেই অন্য কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

এই কথা বলা হইলে শ্রীকৃষ্ণ পৌর্ণমাসীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

তৎপরে পৌর্ণমাসী বলিলেন, হে মুকুন্দ! এ পণ স্বীকার করায় কোন ক্ষতি নাই, কারণ অরসজ্ঞ বিধাতার কোপে গোকুলকুমারীদিগের মধ্যে কেবল চন্দ্রাবলীই অবশিষ্ট আছে॥৫২৭॥

অত্র চন্দ্রাবলীমাত্রাবশেষাণীতি বিশেষণবদ্বচঃ কৃষ্ণেঙ্গিতজ্ঞাপকতয়া সংবৃত্তমিতি লেশঃ ॥ ৫২৮ ॥

অথ ক্ষোভঃ ॥

ক্ষোভস্ত্বন্যগতে হেতাবন্যস্মিন্ কার্য্যকল্পনং ॥

যথা সপ্তমে।

শ্রীকৃষ্ণঃ।

ত্বদঙ্গসঙ্গৈতেরেভিস্তপ্তোঽস্মি মিহিরাতপৈঃ।
বিন্দন্তী চন্দনচ্ছায়াং মাং দেবি শিশিরীকুরু ॥৫২৯॥

এখানে "চন্দ্রাবলীই অবশিষ্ট আছে" এই বিশেষণ বাক্য, শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতবোধক রূপে সম্পন্ন হইয়াছে, সুতরাং লেশ হইল ॥ ৫২৮ ॥

অথ ক্ষোভ।

হেতু যদি অন্যত্র (এক স্থলে) হয় এবং কার্য্য যদি অন্যত্র (তাহার বিপরীত স্থলে) কল্পিত হয়, অর্থাৎ কার্য্য কারণের বিভিন্ন দশায় যে অসঙ্গতি তাহাকে ক্ষোভ কহে।

যথা ললিতমাধবে। ৭। ৩৫।

শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্যাতপস্থিতা চন্দ্রাবলীকে কহিলেন হে দেবি! তোমার অঙ্গে সূর্য্যের উত্তাপ পতিত হওয়ায় তদ্দ্বারা আমি অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়াছি, অতএব তুমি চন্দনতরুর ছায়ায় গিয়া আমাকে সুশীতল কর ॥ ৫২৯ ॥

অত্র সূর্য্যাতপেষু চন্দ্রাবল্যঙ্গসঙ্গতেষু তৎকার্য্যভূতস্যাতাপস্য কৃষ্ণেন স্বস্মিন্ কল্পনাৎ ক্ষোভঃ ॥৫৩০

কশ্চিত্তু।

ক্ষোভস্থানে সঙ্ক্ষেপং পঠন্ লক্ষয়তি।

সঙ্ক্ষেপো যত্তু সঙ্ক্ষেপাদাত্মান্যার্থে প্রযুজ্যতে॥৫৩১

যথা অষ্টমে।

(নববৃন্দামুখে শ্রীকৃষ্ণোক্তিঃ।)

দেবি ত্রিলোকীকক্ষাসু কিং তবাভীষ্টং তদভিব্যজ্য নিজনিদেশভাজনম্মন্যতয়ৈব পর্য্যাপ্তসমস্তনিঃশ্রেয়সে প্রেয়সি বিধেহি প্রসাদমাধুরীং ॥ ৫৩২ ॥

এখানে চন্দ্রাবলীর অঙ্গে সূর্য্যাতপ সঙ্গত হইয়াছে, সেই সূর্য্যাতপ জনিত তাপকে শ্রীকৃষ্ণ নিজাঙ্গে কল্পনা করায় ক্ষোভ হইল ॥ ৫৩০ ॥

কোন কোন পণ্ডিত ক্ষোভের পরিবর্ত্তে সঙ্ক্ষেপ পাঠ করিয়া তাহার ভিন্ন লক্ষণও করিয়া থাকেন যথা—

সঙ্ক্ষেপে আপনাকে অন্য অর্থে যে প্রযুক্ত করণ, তাহার নাম সঙ্ক্ষেপ ॥ ৫৩১ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৮। ২।

নববৃন্দা বিশ্বকর্ম্মাকে কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ বিদর্ভরাজ-নন্দিনীকে প্রসন্না ও আনন্দিতা করিয়া বলিয়াছেন যে, হে দেবি! এই ত্রিলোকীমধ্যে আপনার বাঞ্ছিত বস্তু কি? তাহা প্রকাশ পূর্ব্বক "আমি নিজেকে আপনার নিদেশভাজন বলিয়া মনে করি" আপনি

অথ মনোরথঃ ॥

মনোরথস্তু ব্যাজেন বিবক্ষিতনিবেদনং ॥ ৫৩৩ ॥

যথা চতুর্থে।

শ্রীরাধা (সৌৎসুক্যং পুরো দৃষ্ট্বা।)

হলা ললিদে পেক্খ পেক্খ ধণ্ণা এসা তরঙ্গ-লেহা, জা ক্খু সেবালবল্লী-ণিবদ্ধপাঅং ণং হংসিঅং মোআবেদি,তা ফুড়ং ভিসিণী-পত্তন্তরিদেণ কলহংসেণ সংঘড়ইস্সদি ॥ ৫৩৪ ॥

শ্রীরাধা। সখি ললিতে! পশ্য পশ্য, ধন্যা এষা তরঙ্গলেখা, যা খলু শৈবালনিবদ্ধপাদাং এনাং হংসীং মোচয়তি, তৎ স্ফুটং বিষিণী-পত্রান্তরিতেন কলহংসেন সঙ্ঘটয়িষ্যতি। সং ॥ ৫৩৪ ॥

সেইরূপ ভাবিয়াই মাদৃশ প্রিয়তমের প্রতি প্রসাদ মাধুরী বিধান করুন, উক্ত কারণে আমার সমস্ত শুভ পর্য্যাপ্ত হইয়াছে ॥ ৫৩২ ॥

অথ মনোরথ।

যে বিষয় বলিতে ইচ্ছা হইয়াছে, সেই বিষয়েই ছল করিয়া নিবেদন করার নাম মনোরথ ॥ ৫৩৩ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৪। ২৩।

শ্রীরাধা ঔৎসুক্য সহকারে সম্মুখে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, সখি ললিতে! দেখ দেখ, এই তরঙ্গমালা ধন্য, যে তরঙ্গমালা শৈবালবদ্ধপদা হংসীকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিতেছে, অতএব বোধ হয় পদ্মিনীপত্রাচ্ছন্ন কলহংসের সহিত ইহার সঙ্ঘটন করিবে ॥ ৫৩৪ ॥

অত্র হংসীব্যাজেন রাধয়া কৃষ্ণসঙ্গমাভিলাষ-কথনং মনোরথঃ ॥ ৫৩৫ ॥

অথানুক্তসিদ্ধিঃ ॥

প্রস্তাবেনৈব শেষার্থো যত্রানুক্তোঽপি বুধ্যতে।
অনুক্তসিদ্ধিরেষা স্যাদিত্যাহ ভরতো মুনিঃ ॥৫৩৬॥

যথা চতুর্থে।

শ্রীরাধা।

হলা লঅঙ্গকুড়ুঙ্গে পুপ্‌ফং আহরন্তী তুমং বৃন্দাবণবাসিণা মত্তকলহিন্দেণ আঅদুঅ হত্থেণ

শ্রীরাধা। সখি! লবঙ্গকুঞ্জে পুষ্পমাহরন্তী ত্বং বৃন্দাবনবাসিনা মত্তকলভেন্দ্রেণ আগত্য হস্তেন গৃহীতহস্তাসি সংবৃত্তা। ততঃ

এখানে হংসীর ছলে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ সাধনাভিলাষ কথিত হওয়ায় মনোরথ হইল ॥ ৫৩৫ ॥

অথ অনুক্তসিদ্ধি।

অবশিষ্ট অর্থের উল্লেখ না করিলেও যথায় তাহা প্রস্তাববশতই পরিজ্ঞাত হয়, তাহারই নাম অনুক্তসিদ্ধি, ভরতমুনি ইহাই বলিয়া থাকেন ॥ ৫৩৬ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৪। ২৫।

শ্রীরাধা কহিলেন, সখি ললিতে! তুমি যখন লবঙ্গকুঞ্জে পুষ্পচয়ন করিতেছিলে, এমন সময়ে এক বৃন্দাবনবাসী মত্তগজেন্দ্র আসিয়া নিজ হস্ত দ্বারা তোমার হস্ত ধারণ করিল, অনন্তর তুমি

গহিদহত্থাসি সংবুত্তা, তদো সংভমেণ ঘুম্মন্তীএ তুহ হঢেণ ওট্‌ঠপল্লঅং ডংসন্তেণ তিণা বামে থবঅম্মি ফুরন্ত-তিক্‌খ-কামংকুসং করপুক্‌খরং (ইত্যর্দ্ধোক্তে সরোমাঞ্চমানতমুখী ভবতি) ॥ ৫৩৭ ॥

অত্রানুক্তস্যাপি স্তনে নখার্পণস্য রোধাদনুক্ত-সিদ্ধিঃ ॥ ৫৩৮ ॥

অথ সারূপ্যং ॥

দৃষ্টশ্রুতানুভূতার্থকথনাদি-সমুদ্ভবং।
সাদৃশ্যং যত্র সঙ্ক্ষোভাত্তৎ সারূপ্যং নিরূপ্যতে ॥৫৩৯

সম্ভ্রমেণ ঘূর্ণন্ত্যাঃ তব হঠেন ওষ্ঠপল্লবং দশতা তেন বামে স্তবকে স্ফুরত্তীক্ষ্ণকামাঙ্কুশং করপুষ্করং। সং ॥ ৫৩৭ ॥

ভয়বশতঃ ঘূর্ণমানা হইলে সে বলপূর্ব্বক তোমার ওষ্ঠপল্লবে দংশন করিয়া বাম স্তবকে সমুজ্জ্বল তীক্ষ্ণ কামাস্ত্ররূপ করপদ্ম (এই কথা সমাপন হইতে না হইতেই শ্রীরাধা রোমাঞ্চিত দেহে নতবদনা হইলেন) ॥ ৫৩৭ ॥

এখানে "স্তনে নখার্পণ" এ কথাটী উক্ত না হইলেও প্রস্তাব দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে, সুতরাং অনুক্তসিদ্ধি হইল ॥ ৫৩৮ ॥

অথ সারূপ্য।

যথায় দৃষ্ট, শ্রুত এবং অনুভূত বিষয়ের কথনাদি হইতে সঙ্ক্ষোভ-বশতঃ সাদৃশ্যের সমুদ্ভব হয়, তাহাকে সারূপ্য কহে ॥ ৫৩৯ ॥

যথা চতুর্থে।

জটিলা।

অরে রঅহিণ্ডআ (৬) কীস মুহং ঢক্কেসি, জং দে বিজ্জা ণ বিক্কাইদা (ইতি প্রসহ্য সম্মুখয়তি) ॥৫৪০॥

জটিলা। অরে রতিহিণ্ডক! (রতিচৌর) কস্মাৎ আত্মনঃ মুখং আচ্ছাদয়সি, যৎ তে বিদ্যা ন বিক্রীতা। সং॥ ৫৪০ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৪। ৩১।

জটিলা নিজপুত্র অভিমন্যুকে কৃষ্ণ মনে করিয়া বলিতেছেন, অরে রতিচৌর! তুই এখন নিজের মুখ ঢাকিতেছিস্ কেন? কারণ, তোর বিদ্যা বুঝি বিকায় নাই। এই কথা বলিয়া হঠাৎ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন॥ ৫৪০ ॥

---

(৬) ললিতমাধবের টীকাতে "অরে রতিহিণ্ডক" ইত্যাদি বাক্য নিষ্ঠুর বাক্যরূপ বজ্রের উদাহরণ বলিয়া লিখিত আছে এবং ইহারই অব্যবহিত পূর্ব্ব-লিখিত "রে গোকুলকিশোরীলম্পট" ইত্যাদি বাক্য সারূপ্যের উদাহরণ বলিয়া লিখিত আছে। অথচ এই নাটক-চন্দ্রিকাতে তাহার ঠিক বিপরীত অর্থাৎ বজ্রের উদাহরণকে সারূপ্য, এবং সারূপ্যের উদাহরণকে বজ্র বলিয়া লিখিত দেখা যাইতেছে। আমার দৃষ্ট ললিতমাধব মুদ্রিত, হস্তলিপি নহে, কিন্তু নাটকচন্দ্রিকা প্রাচীন হস্তলিপি, এজন্য হস্তলিপির লিখিত পাঠই প্রামাণিক মনে করিয়া তাহাই মুদ্রিত করিলাম।

বস্তুতঃ—পূর্ব্ব বাক্য এবং পর বাক্যের তাৎপর্য্য একরূপ। পূর্ব্ব বাক্যেও অভিমন্যুকে কৃষ্ণ ভাবিয়া নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ আছে এবং পর বাক্যও অবিকল সেইরূপ। সুতরাং দুই বাক্যেই সারূপ্য (সাদৃশ্য) ও নিষ্ঠুর বাক্যপ্রয়োগ থাকায় পূর্ব্ব বাক্যটীও সারূপ্য এবং বজ্রের উদাহরণ হইতে পারে, পর বাক্যটীও সারূপ্য এবং

অভিমন্যুঃ (স্বগতং)।

হদ্ধী হদ্ধী বাউলিআএ অম্মাএ লজ্জা-পজ্জাউলো কিদম্হি তা ইদো অবক্কমিস্‌সং ॥ ৫৪১ ॥

অত্র (চ) সারিকামুখশ্রুতকৃষ্ণপ্রবেশসঙ্ক্ষোভাৎ জটিলায়াঃ স্বপুত্রে কৃষ্ণবুদ্ধিকথনাৎ সারূপ্যং ॥৫৪২॥

অথ মালা ॥

ঈপ্সিতার্থপ্রসিদ্ধ্যর্থং কথ্যন্তে যত্র সূরিভিঃ।
বহূনি কারণান্যেব সা মালেত্যভিধীয়তে ॥ ৫৪৩ ॥

অভিমন্যুঃ। হা ধিক্ হা ধিক্, বাতুলয়া অম্বয়া লজ্জাপর্য্যাকুলঃ কৃতোঽস্মি। তৎ ইতঃ অপক্রমিষ্যামি। সং॥ ৫৪১ ॥

অভিমন্যু মনে মনে কহিলেন, হা ধিক্ হা ধিক্, বাতুলা জননী আমাকে বড়ই লজ্জিত করিল,তবে এখান হইতে পলায়ন করি॥৫৪১

ইতঃপূর্ব্বে শারিকার মুখে জটিলা শুনিয়াছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন এই সঙ্ক্ষোভে পুত্রের প্রবেশে কৃষ্ণপ্রবেশ বুঝিয়া পুত্রের প্রতি কৃষ্ণবোধে কথা কহিলেন, সুতরাং সাদৃশ্য হইল ॥ ৫৪২ ॥

অথ মালা।

আলঙ্কারিক পণ্ডিতগণ যে স্থলে অভিলষিত বিষয়ের প্রসিদ্ধির জন্য বহু বহু কারণের উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহাকে মালা কহে ॥ ৫৪৩ ॥

বজ্রের উদাহরণ হইতে পারে। এজন্য পাঠ পরিবর্ত্তন না করিয়া হস্তলিপির পাঠ অবিকল মুদ্রিত করিলাম। (সম্পাদক)

(চ) সারিকা শারিকা এই দুই প্রকার পাঠই কোষ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

যথা দ্বিতীয়ে।

শ্রীরাধা। ললিদে পসীদ পসীদ সুট্‌ঠু সঙ্কা-উলহ্মি ॥ ৫৪৪ ॥

(ইতি সংস্কৃতেন)।

গতপ্রায়ং সায়ং চরিতপরিশঙ্কী গুরুজনঃ
পরীবাদস্তুঙ্গো জগতি সরলাহং কুলবতী।
বয়স্যস্তে লোলঃ সকলপশুপালীসুহৃদসৌ
তদা নম্রং যাচে সখি রহসি সঞ্চারয় ন মাং ॥৫৪৫॥

অত্র সায়ংগমনাদিবহুকারণানাং স্বেষ্টসঞ্চারণাভাবায় কথিতত্বান্মালা ॥ ৫৪৬ ॥

শ্রীরাধা। ললিতে! প্রসীদ প্রসীদ সুষ্ঠু শঙ্কাকুলাস্মি। সং॥৫৪৪

যথা ললিতমাধবে। ২। ৩৯।

শ্রীরাধা কহিলেন হে ললিতে! প্রসন্না হও প্রসন্না হও, আমি অতিশয় শঙ্কাকুলা হইয়াছি ॥ ৫৪৪ ॥

এই বলিয়া সংস্কৃত ভাষায় কহিলেন সখি! সন্ধ্যাকালও প্রায় গত হইল, গুরুজনও আমার চরিত্রের প্রতি সন্দিহান, এই জগতীতলে আমার কলঙ্ক নিন্দাবাদও অতি উচ্চ, কিন্তু আমি কুলবতী সরলা, অথচ তোমার এই বয়স্যটী বড়ই চঞ্চল এবং সমস্ত পশুপালিকা গোপবালাদিগের সুহৃৎ, এজন্য নম্র ভাবে প্রার্থনা করি, আর আমাকে নির্জ্জন বনে লইয়া যাইও না অর্থাৎ তথায় কোন বিপদ্ ঘটিবার সম্ভব ॥ ৪৪৫ ॥

সায়ংকালের অপগম, গুরুজনের শঙ্কা, উচ্চ নিন্দাপ্রবাদ,

অথ মধুরভাষণং ॥

যৎ প্রসন্নেন মনসা পূজ্যপূজয়িতুর্বচঃ।
স্তুতিপ্রকাশনং তত্তু জ্ঞেয়ং মধুরভাষণং ॥ ৫৪৭ ॥

যথা পঞ্চমে। নৃপৌ (সপ্রশ্রয়ং)।

একস্মিন্নিহ রোমকূপকুহরে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডাবলী
যস্য প্রেক্ষয়তে গবাক্ষপদবীঘূর্ণৎপরাণূপমাং।
কেয়ং তস্য সমৃদ্ধয়ে তব বিভো রাজেন্দ্রতা গ্রামটী-
শৌটীর্য্যেণ চমৎকৃতিং তদপি নঃ কামপ্যসৌ পুষ্যতি
॥ ৫৪৮ ॥

সারল্য, কুলবত্ত্ব, কৃষ্ণের চাঞ্চল্য, এবং সকল গোপীর সহিত সৌহার্দ্দ এই অনেকগুলি কারণ "আমার (রাধার) নির্জ্জন বনে যাওয়া অনুচিত" এই অভিলষিত বিষয়ের নির্ব্বাহ জন্য উল্লিখিত হইয়াছে, এ জন্য মালা হইল ॥ ৫৪৬ ॥

অথ মধুর ভাষণ।

প্রসন্ন মনে যিনি পূজ্য ব্যক্তির পূজা করেন, সেইরূপ ব্যক্তির যে স্তুতিপ্রকাশক বাক্য, তাহাকে মধুর ভাষণ কহে ॥ ৫৪৭ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৫। ১৬।

ক্রথকৌশিকবাসী নৃপতিদ্বয় সবিনয়ে কহিলেন, হে বিভো! যাঁহার এই এক লোমবিবরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডসমূহ গবাক্ষরন্ধ্রে ঘূর্ণিত পরমাণুর ন্যায় দৃশ্য হইতেছে, সেই তোমার সমৃদ্ধি বিষয়ে এই রাজেন্দ্রতা কিছুই নহে, তথাপি ইহা আমাদের ক্ষুদ্র পদগর্ব্ব বোধ করাইয়া অপূর্ব্ব চমৎকার সম্পাদন করিতেছে ॥ ৫৪৮ ॥

অত্র প্রকটমেব মধুরভাষণং ॥ ৫৪৯ ॥

অথ পৃচ্ছা ॥

প্রশ্ন এবোত্তরং যত্র পৃচ্ছা সা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৫৫০ ॥

যথা নবমে।

শ্রীকৃষ্ণঃ (পুরো দাড়িমীমুপসৃত্য)।

কান্তিং পীতাং শুক স্ফীতাং বিভ্রতী বীক্ষিতা বনে।
ময়াদ্য মৃগ্যমাণা সা ত্বয়া মৃগবিলোচনা ॥ ৫৫১ ॥

অত্র হে শুক পীতাং কান্তিং বিভ্রতী ময়া মৃগ্যমাণা সা ত্বয়া দৃষ্টেতি প্রশ্নে, হে পীতাংশুক ত্বয়া মৃগ্যমাণা সা ময়া দৃষ্টা ইত্যুত্তরেণ পৃচ্ছা ॥ ৫৫২ ॥

এখানে মধুর ভাষণ সুস্পষ্ট ॥ ৫৪৯ ॥

অথ পৃচ্ছা।

যেটী প্রশ্ন বাক্য তাহাই যদি উত্তর বাক্য হয়, তাহাকে পৃচ্ছা কহে ॥ ৫৫০ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৯। ১৮।

শ্রীকৃষ্ণ দাড়িমীবৃক্ষস্থিত শুকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন অহে শুক! উজ্জ্বল গৌরকান্তি শ্রীমতী রাধাকে কি এই বনে অবলোকন করিয়াছ? আজ্ আমি সেই মৃগলোচনাকেই অন্বেষণ করিতেছি ॥ ৫৫১ ॥

প্রশ্ন পক্ষে "পীতাং শুক" এই দুইটী পৃথক্ পদ, উত্তর পক্ষে এক পদ অর্থাৎ "পীতাংশুক" (পীতাম্বর) বুঝিতে হইবে। হে পীতাম্বর! উজ্জ্বল গৌরকান্তি ধারিণী এবং তোমার অন্বেষণীয়া

অথোপদিষ্টং ॥

শাস্ত্রানুসারি যদ্বাক্যমুপদিষ্টং তদুচ্যতে ॥ ৫৫৩ ॥

যথা ষষ্ঠে।

নারদঃ।

প্রেয়স্যঃ পশুপালিকা বিহরতো যাস্তত্র বৃন্দাবনে
লক্ষ্মীদুর্ল্লভকেলিচিত্রকণিকাকাণ্ডস্য কংসদ্বিষঃ।
রাধা তত্র বরীয়সীতি নগরীং তামাশ্রিতায়াঃ ক্ষিতৌ
সেবাং দেবি সমস্তমঙ্গলকরীমস্যাস্ত্বমঙ্গীকুরু ॥৫৫৪॥

শ্রীরাধাকে আমি দেখিয়াছি। এইরূপে প্রশ্ন বাক্যই উত্তর বাক্য হওয়ায় পৃচ্ছা হইল। ("পীতাং, শুক, ত্বয়া, ময়া, মৃগ্যমাণা, সা, দৃষ্টা" ইত্যাদি কথায় প্রশ্ন ও উত্তরের চাতুরী টুকু সংস্কৃতেই হয়, বাঙ্গলাতে অসম্ভব) ॥ ৫৫২ ॥

অথ উপদিষ্ট।

শাস্ত্রানুসারী যে বাক্য, তাহাকে উপদিষ্ট কহে ॥ ৫৫৩ ॥

যথা ললিতমাধবে। ৬। ১৯।

নারদ কহিলেন, যাঁহার চরিত্রকেলিকণিকার প্রথমাঙ্কুরও লক্ষ্মীদেবীর দুর্লভ সেই বৃন্দাবনবিহারী কংসারির যত পশু-পালিকা প্রেয়সী আছেন তন্মধ্যে শ্রীরাধাই সর্ব্বপ্রধান, সম্প্রতি তিনি পৃথিবীতলে দ্বারকা আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, অতএব হে দেবি নববৃন্দে! আপনি গিয়া তাঁহার মঙ্গলদায়িনী সেবা অঙ্গীকার করুন ॥ ৫৫৪ ॥

অত্র হরিপ্রিয়জনসেবা সমস্তমঙ্গলকরীতি শাস্ত্রানুসারিত্বং ॥ ৫৫৫ ॥

অথ দৃষ্টং ॥

জাত্যাদিবর্ণনং ধীরৈর্দৃষ্টমিত্যভিধীয়তে ॥ ৫৫৬ ॥

যথা দ্বিতীয়ে।

বৃন্দা (পুরোদৃষ্টিং ক্ষিপন্তী)।

করোতি দধিমন্থনং স্ফুটবিসর্পিফেনচ্ছটা-
বিচিত্রিতগৃহাঙ্গণং গহনগর্গরীগর্জ্জিতং।
মুহুর্গুণবিকর্ষণপ্রবণতাক্রমাকুঞ্চিত-
প্রসারিতকরদ্বয়ীক্বণিতকঙ্কণং মালতী ॥ ৫৫৭ ॥

যাঁহারা হরির প্রিয়জন, তাঁহাদের হরিসেবাই সমস্ত মঙ্গলকারিণী, ইহা শাস্ত্রানুসারী বাক্য, অতএব উপদিষ্ট হইল ॥ ৫৫৫ ॥

অথ দৃষ্ট।

জাত্যাদি অর্থাৎ জাতি, ক্রিয়া, গুণ প্রভৃতির স্বভাববর্ণনকে পণ্ডিতগণ দৃষ্ট কহেন ॥ ৫৫৬ ॥

যথা ললিতমাধবে। ২। ৩।

বৃন্দাদেবী সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—মালতীনাম্নী সখী দধিমন্থন করিতেছেন, কিন্তু ক্রমশঃ প্রবল বেগে মুহুর্মুহুঃ রজ্জু আকর্ষণ করায় তদীয় করদ্বয়ের সঙ্কোচন ও প্রসারণ হওয়াতে তত্রস্থ কঙ্কণ সকলের শব্দ এবং গর্গরীর গভীর গর্জ্জন সহকারে ফেনরাশি উদ্গত হইয়া গৃহের অঙ্গণ ভূমিকে চিত্র বিচিত্র করিতেছে ॥ ৫৫৭ ॥

অত্র দধিমন্থনক্রিয়াস্বভাববর্ণনং দৃষ্টং ॥ ৫৫৮ ॥

সন্ধ্যন্তরাণ্যনুক্ত্বৈব ভূষণং লক্ষণাখ্যয়া।
প্রোচ্যতেঽন্যত্রয়স্ত্রিংশৎসংখ্যং কৈশ্চিদ্বিভূষণং।
মুনেরসম্মতত্বেন তত্তু সর্ব্বমুপেক্ষিতং।
কেষাঞ্চিদত্র সন্ধ্যঙ্গগুণালঙ্কারলক্ষ্মণাং।
অন্তর্ভাবেঽপি যত্নেন কর্ত্তব্যত্বায় কীর্ত্তনং ॥৫৫৯॥৫৬০

(১৫) অথ পতাকাস্থানানি ॥

অর্থস্য তু প্রধানস্য ভাব্যবস্থস্য সূচকং।
যদাগন্তুকভাবেন পতাকাস্থানকং হি তৎ ॥

এখানে দধিমন্থন ক্রিয়ার স্বভাববর্ণনই দৃষ্ট ॥ ৫৫৮ ॥

অন্যান্য সন্ধি না বলিয়াই প্রত্যেক লক্ষণের আখ্যা সহকারে ভূষণ নামক সন্ধ্যঙ্গ বলা হইল। কোন কোন পণ্ডিতের মতে আরও ত্রয়স্ত্রিংশৎ অর্থাৎ তেত্রিশ প্রকারের ভূষণ আছে, কিন্তু ভরতমুনির অসম্মত বলিয়া সেই সমস্ত ভূষণকে উপেক্ষা করা হইল। তবে কোন কোন সন্ধ্যঙ্গ, গুণ ও অলঙ্কারের লক্ষণ ইহার মধ্যে অন্তর্ভূত হইলেও কর্ত্তব্যবোধে তাহাদের উল্লেখ করিতে হয় ॥ ৫৫৯ ॥ ৫৬০ ॥

(১৫) অথ পতাকার স্থান সকল।

যাহা আগন্তুক ভাবে ভবিষ্যৎ অবস্থাযুক্ত প্রধান অর্থের সূচনা করে, তাহাকে পতাকাস্থান কহে। এই পতাকাস্থান দুই প্রকার। তুল্যসম্বিধান ও তুল্যবিশেষণ। ইহার মধ্যে প্রথমটী তিন প্রকার,

এতদ্দ্বিধা তুল্যসন্বিধানং তুল্যবিশেষণং।
তত্রাদ্যং ত্রিপ্রকারং স্যাদ্দ্বিতীয়ন্ত্বেকমেব হি॥
এবং চতুর্ব্বিধং জ্ঞেয়ং পতাকাস্থানকং বুধৈঃ॥৫৬১॥
তত্রাদ্যং।
সহসৈবার্থসম্পত্তির্গুণবত্যুপচারতঃ।
পতাকাস্থানকমিদং প্রথমং পরিকীর্ত্তিতং॥ ৫৬২॥
যথা ললিতমাধবে সপ্তমে।
শ্রীরাধা (পরিক্রম্য পীতোত্তরীয়াঞ্চলং গৃহ্ণতী সকম্পং)
দগ্ধং হন্ত দধানয়া বপুরিদং যস্যাবলোকাশয়া
সোঢ়া মর্ম্মবিপাটনে পটুরিয়ং পীড়াতিবৃষ্টির্ম্ময়া।
কালিন্দীয়তটীকুটীরকুহরক্রীড়াভিসারব্রতী
সোঽয়ং জীবিতবন্ধুরিন্দুবদনে ভূয়ঃ সমাসাদিতঃ॥৫৬৩

দ্বিতীয়টীর প্রভেদ নাই, তাহা একপ্রকার মাত্র সুতরাং সমষ্টিতে পতাকাস্থানকে পণ্ডিতগণ চারিপ্রকারে উল্লেখ করেন॥ ৫৬১॥

তন্মধ্যে প্রথম তুল্যসন্বিধানের প্রথম যথা—

গুণবানের নিকট উপকার বশতঃ যদি সহসা অর্থসম্পত্তি সঙ্ঘটিত হয়, তাহাকে প্রথম পতাকাস্থান কহে॥ ৫৬২॥

যথা ললিতমাধবে। ৭। ১৮।

শ্রীরাধা নববৃন্দাকে কহিলেন, হায়! যাঁহার দর্শনের প্রত্যাশায় এই দগ্ধ দেহ ধারণ করিয়া মর্ম্মবিদারণপটু পীড়ারূপ অতিবৃষ্টি সহ্য করিয়াছি, হে ইন্দুবদনে! কালিন্দী-তটবর্ত্তী কুটীরকুহরে সেই এই ক্রীড়াভিসারব্রতী জীবনবন্ধুকে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলাম॥ ৫৬৩॥

অত্র প্রতিবিম্বে সোহয়ং জীবিতবন্ধুরিত্যুপচার-প্রয়োগেণ ভাবিনঃ কৃষ্ণসঙ্গমস্য সূচনা,সহসার্থসম্পত্তি-রূপমিদং পতাকাস্থানকং ॥ ৫৬৪ ॥

তত্র দ্বিতীয়ং।

বচঃ সাতিশয়ং শ্লিষ্টং কাব্যবন্ধরসাশ্রয়ং।
পতাকাস্থানকমিদং দ্বিতীয়ং পরিকীর্ত্তিতং ॥ ৫৬৫ ॥

যথা দ্বিতীয়েঽঙ্কে শ্রীকৃষ্ণঃ।

স্মরবোধনানুবন্ধী ক্রমবিস্তারিতকলাবিলাসভরঃ।
ক্ষণদাপতিরিব দৃষ্টেঃ ক্ষণদায়ী রাধিকাসঙ্গঃ ॥৫৬৬॥

এখানে প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহাকে "সেই এই জীবনবন্ধু" ইত্যাকার প্রয়োগ করায় ভাবী শ্রীকৃষ্ণসঙ্গম সূচিত হইল এবং তাহাতেই সহসা অর্থসম্পত্তিরূপে পতাকাস্থান প্রকটিত হইল ॥৫৬৪॥

প্রথম পতাকাস্থানের দ্বিতীয় ভেদ যথা—

বাক্য যদি সমধিক শ্লেষযুক্ত এবং কাব্যপ্রবন্ধের রসকে আশ্রয় করে, তবে তাহাকে দ্বিতীয় পতাকাস্থান বলা যায় ॥ ৫৬৫ ॥

যথা ললিতমাধবে। ২। ৩৭।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, আহা! শ্রীরাধার ক্রমবিস্তারিতা এবং সমধিকা বৈদগ্ধী কন্দর্পকে স্মরণ করাইতেছে, অধিক কি বলিব? ইঁহার সঙ্গ রজনীকান্ত চন্দ্রের ন্যায় আমার লোচনের আনন্দ প্রদান করিতে লাগিল ॥ ৫৬৬ ॥

(নেপথ্যে)।

দুর্লভঃ পুণ্ডরীকাক্ষ বৃত্তস্তে বিপ্রকর্ষতঃ।

শ্রীকৃষ্ণঃ (সব্যথমুচ্চৈঃ)।

ভোঃ কোঽয়ং দুর্লভঃ।

(পুনর্নেপথ্যে)।

যত্নাদন্বিষ্যমাণোঽপি বল্লবৈঃ পশুমণ্ডলঃ॥ ৫৬৭॥

অত্র ভবিষ্যতো রাধাসঙ্গদুর্লভত্বস্য সূচনাদিদং শ্লিষ্টং নাম পতাকাস্থানকং॥ ৫৬৮॥

তত্র তৃতীয়ং।

অর্থোপক্ষেপণং যত্তু লীনং সবিনয়ং ভবেৎ।

শ্লিষ্টোত্তরযুতং নাম তত্তৃতীয়ং প্রকীর্ত্তিতং॥ ৫৬৯॥

অতঃপর নেপথ্যে উচ্চারিত হইল—"অহে পদ্মলোচন! বিচ্ছেদবশতঃ দুর্লভ হইল।" শ্রীকৃষ্ণ ব্যথানুভব করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "অহে কি দুর্লভ?"

পুনশ্চ নেপথ্যে উচ্চারিত হইল—"গোপগণ যত্নসহকারে অন্বেষণ করিলেও পশুমণ্ডল দুর্লভ"॥ ৫৬৭॥

এখানে ভবিষ্যৎ শ্রীরাধাসঙ্গের দুর্লভত্ব সূচিত হওয়ায় শ্লিষ্ট পতাকাস্থান হইল॥ ৫৬৮॥

প্রথম পতাকাস্থানের তৃতীয় ভেদ যথা—

অর্থের যে উপক্ষেপ, তাহা যদি লীন এবং বিনয়যুক্ত হয়, তবে শ্লিষ্টোত্তরযুত নামক তৃতীয় পতাকাস্থান হইয়া থাকে॥ ৫৬৯॥

যথা সপ্তমে।

শ্রীকৃষ্ণঃ (সব্যতঃ প্রেক্ষ্য)।

প্রিয় বয়স্য কিয়দ্দূরে সা বৃন্দাটবী?

মধুমঙ্গলঃ (সংস্কৃতেন)।

স্ফুটচ্চটুলচম্পকপ্রকররোচিরুল্লাসিনী
মদোত্তরলকোকিলাবলিকলস্বরালাপিনী।
মরালগতিশালিনী কলয় কৃষ্ণ সা রাধিকা

(ইত্যর্দ্ধোক্তে শ্রীকৃষ্ণঃ সসম্ভ্রমৌৎসুক্যং)।

সখে ক্বাসৌ?

মধুমঙ্গলঃ। (অঙ্গুল্যা দর্শয়ন্)।

পুরঃ স্ফুরতি বল্লভা তব......................

যথা ললিতমাধবে। ৭। ২৭।

শ্রীকৃষ্ণ বামদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, প্রিয় বয়স্য! সেই বৃন্দাটবী কত দূরে?

মধুমঙ্গল সংস্কৃতে কহিলেন, প্রস্ফুটিত মনোহর চম্পকসমূহের ন্যায় যাঁহার কান্তি, অহ্লাদদায়িনী মদমত্ত কোকিলশ্রেণীর কলধ্বনির ন্যায় যিনি আলাপকারিণী এবং যিনি হংসতুল্য গতি-শালিনী, তিনিই শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণ! অবলোকন কর (মধুমঙ্গলের অর্দ্ধোক্তিতে অর্থাৎ কথা শেষ না হইতেই শ্রীকৃষ্ণ সম্ভ্রম এবং ঔৎ-সুক্য সহকারে কহিলেন, "ইনি কোথায়? ইনি কোথায়?" মধুমঙ্গল অঙ্গুলী দ্বারা দেখাইয়া কহিলেন) "সম্মুখে তোমার বল্লভা বিরাজ-

শ্রীকৃষ্ণঃ (সবৈয়গ্র্যং)।

বয়স্য নাহং পশ্যামি তদাশু দর্শয় ক্ব সা মে রাধিকা।

মধুমঙ্গলঃ।

……………………মুকুন্দ বৃন্দাটবী ॥ ৫৭০ ॥

অত্র শ্লিষ্ট সংজল্পিতেন মধুমঙ্গলবাক্যেন ভাবিনো রাধাদর্শনস্য সূচনাৎ শ্লিষ্টোত্তরং নাম ॥ ৫৭১ ॥

তত্র চতুর্থং।

দ্ব্যর্থো বচনবিন্যাসঃ সুশ্লিষ্টঃ কাব্যযোজিতঃ।
উপন্যাসেন যুক্তস্তু চতুর্থং পরিকীর্ত্তিতং ॥ ৫৭২ ॥

মানা।" (শ্রীকৃষ্ণ ব্যগ্রতার সহিত কহিলেন, "বয়স্য! আমি দেখিতে পাইতেছি না, অতএব শীঘ্র আমাকে দেখাও কোথায় আমার সেই শ্রীরাধিকা?") মধুমঙ্গল কহিলেন, "মুকুন্দ! বৃন্দাটবীর কথা আমি বলিয়াছি, শ্রীরাধার কথা বলি নাই, অন্যথা ভাবিয়া ক্লেশ পাইতেছেন কেন?" ॥ ৫৭০ ॥

এখানে মধুমঙ্গলের বাক্যটী শ্লেষযুক্ত অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাটবী ও শ্রীরাধা উভয়ার্থ-বাচক। সেইরূপ বাক্যে ভবিষ্যৎ শ্রীরাধাদর্শনের সূচনা হওয়ায় শ্লিষ্টোত্তর নামক পতাকাস্থান হইল ॥ ৫৭১ ॥

অথ তুল্যবিশেষণ নামক দ্বিতীয় কিন্তু সমষ্টিতে চতুর্থ পতাকাস্থান বলা যাইতেছে—

যে বাক্যবিন্যাসে দুইটী অর্থ থাকে, সুন্দর শ্লেষ থাকে, কাব্য যোজিত হয় এবং উপন্যাসের সহিত সংযুক্ত হয় তাহাকে চতুর্থ পতাকাস্থান বলা যায় ॥ ৫৭২ ॥

যথা পঞ্চমে সুপর্ণঃ।

নভসি রভসবদ্ভিঃ শ্লাঘ্যমানা মুনীন্দ্রৈ-
র্মহিতকুবলয়াক্ষী কীর্ত্তিশুভ্রাংশুবক্ত্রা।
নৃপকুলমিহ হিত্বা চেদিরাজপ্রধানং
মুরদমন গমিষ্যত্যুৎসুকা ত্বাং জয়শ্রীঃ॥ ৫৭৩॥

অত্র সুপর্ণস্য দ্ব্যর্থবচনেন চন্দ্রাবলীপ্রাপ্তিসূচনাৎ তুল্যবিশেষণং॥ ৫৭৪॥

(১৬) অথ অর্থোপক্ষেপকাঃ॥

বস্তু সর্ব্বং দ্বিধা সূচ্যমসূচ্যমিতি ভেদতঃ।
রসহীনং ভবেদযত্তু বস্তু তৎ সূচ্যমুচ্যতে।
অদর্শনীয়মঙ্কে তদবশ্যং বাচ্যমেব চেৎ॥

যথা ললিতমাধবে। ৫। ২৭।

গরুড় কহিলেন, হে মুরদমন! আকাশমণ্ডলে কৌতুকান্বিত মুনীন্দ্রগণ কর্ত্তৃক আদরণীয়া পঙ্কজাক্ষী ও কীর্ত্তিচন্দ্রমুখী বিজয়লক্ষ্মী শিশুপাল প্রভৃতি রাজন্যগণকে ত্যাগ করিয়া এবং উৎকণ্ঠিতা হইয়া আপনার নিকট গমন করিবে॥ ৫৭৩॥

এখানে গরুড়ের উভয়ার্থক বাক্যদ্বারা চন্দ্রাবলীর প্রাপ্তি সূচিত হওয়ায় তুল্যবিশেষণ নামক পতাকাস্থান হইল॥ ৫৭৪॥

(১৬) অথ অর্থোপক্ষেপক সকল।

নাটকীয় বস্তু সকল দুই প্রকার। সূচ্য এবং অসূচ্য। যে বস্তু রসহীন তাহাকে সূচ্য বলা যায়। সেই রসহীন সূচ্য বস্তু অঙ্কের মধ্যে দেখাইবার উপযুক্ত নহে, অথচ তাহা যদি অবশ্যই

অর্থোপক্ষেপকৈরেতৎ সূচয়েৎ সুষ্ঠু পণ্ডিতঃ।
বিষ্কম্ভ-চূলিকাঙ্কাস্যাঙ্কাবতার-প্রবেশকৈঃ ॥ ৫৭৫ ॥
তত্র বিষ্কম্ভঃ।
ভবেদ্বিষ্কম্ভকো ভূতভাবি-বস্ত্বংশসূচকঃ।
অমুখ্যপাত্রৈঃ সঙ্ক্ষেপাদাদাবঙ্কস্য দর্শিতঃ ॥
স মিশ্রঃ শুদ্ধ ইত্যুক্তো মিশ্রঃ স্যান্নীচমধ্যমৈঃ॥৫৭৬
বিদগ্ধমাধবে যদ্বদ্দ্বিতীয়াঙ্কমুখে কৃতঃ।
মুখরাযুক্তয়া নান্দীমুখ্যাসৌ মিশ্রসংজ্ঞকঃ।

বলিতে হয়, তবে বিষ্কম্ভক, চূলিকা, অঙ্কমুখ, অঙ্কাবতার এবং প্রবেশক নামক অর্থোপক্ষেপক দ্বারা নাট্যশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহার সূচনা করিয়া থাকেন। অসূচ্যের বিষয় পরে বক্তব্য। বিশেষ বিশেষ অর্থ বা নটের মনোভাব প্রকাশ পায় বলিয়া ইহার নাম অর্থোপক্ষেপক ॥ ৫৭৫ ॥

এতন্মধ্যে বিষ্কম্ভক যথা—

যাহা অতীত ও ভবিষ্যৎ বস্তুর অংশকে সূচনা করে, তাহার নাম বিষ্কম্ভক, ইহাকে অপ্রধান পাত্র (নট) দ্বারা অঙ্কের প্রথমেই দেখাইতে হয়। সেই বিষ্কম্ভক মিশ্র ও শুদ্ধ ভেদে দুই প্রকার। নীচ এবং মধ্যম পাত্র দ্বারা অভিনীত হইলে তাহাকে মিশ্র বলা যায় ॥ ৫৭৬ ॥

ইহার উদাহরণস্থল বিদগ্ধমাধব নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কের প্রারম্ভ। মুখরা এবং নান্দীমুখী দ্বারা সেই অংশ অভিনীত হওয়ায় মিশ্র

শুদ্ধঃ কেবলমধ্যোঽয়মেকানেককৃতো ভবেৎ।
বিনির্ম্মিতো বহুত্রায়ং তস্মিঁল্ললিতমাধবে ॥ ৫৭৭ ॥
অথ চূলিকা ॥
পাত্রৈর্যবনিকান্তঃস্থৈরদৃশ্যৈর্যাতু নির্ম্মিতা।
আদাবঙ্কস্য মধ্যে বা চূলিকা নাম সা ভবেৎ ॥৫৭৮
স্পষ্টং বহুত্রোদাহরণং ॥ ৫৭৯ ॥
অথ অঙ্কাস্যং ॥
যত্র স্যাদঙ্ক একস্মিন্নঙ্কানাং সূচনাখিলা।
তদঙ্কাস্যমিতি প্রাহুর্বীজার্থখ্যাপকং হি যৎ ॥৫৮০॥

বিষ্কম্ভক হইয়াছে। কেবল মধ্যম পাত্র দ্বারা যাহার অভিনয় হয় তাহাকে শুদ্ধ বিষ্কম্ভক কহে, ইহার অভিনেতা মধ্যম পাত্র, তাহা একজনও হইতে পারে অনেকও হইতে পারে। এই শুদ্ধ বিষ্কম্ভক ললিতমাধবের বহু স্থানে বিনির্ম্মিত আছে ॥ ৫৭৭ ॥

অথ চূলিকা।

পাত্রগণ যবনিকার মধ্যে অদৃশ্য ভাবে অবস্থিতি করিয়া অঙ্কের আদিতে অথবা মধ্যে যে অংশের অভিনয় করেন তাহার নাম চূলিকা ॥ ৫৭৮ ॥

ইহার উদাহরণ বহু স্থানে সুস্পষ্ট ভাবে বিরাজমান ॥ ৫৭৯ ॥

অথ অঙ্কাস্য (অঙ্কমুখ)।

যথায় এক অঙ্কে বহু অঙ্কের সমস্ত সূচিত হইয়া থাকে তাহাকে অঙ্কাস্য বলা যায়। ইহাতে বীজার্থের খ্যাপন করা যায় অর্থাৎ এই অঙ্কাস্যেই নাটকের যাহা মূল বস্তু তাহা প্রকাশিত হয় ॥ ৫৮০ ॥

গার্গীসংযুক্তয়া পৌর্ণমাস্যা ললিতমাধবে।
প্রথমাঙ্কে যথা সুষ্ঠু সূচিতং নিখিলং স্ফুটং ॥৫৮১॥
কেচিত্তু।
পূর্ব্বাঙ্কান্তে সংপ্রবিষ্টৈঃ পাত্রৈর্ভাব্যঙ্কবস্তুনঃ।
সূচনং তদবিচ্ছেত্যৈ যত্তদঙ্কাস্যমীরিতং ॥
ইতি লক্ষয়ন্তি।
এতদঙ্কাবতারেণ গতার্থত্বাত্তু কেচন।
প্রথমোক্তার্থমেবেদং বদন্ত্যঙ্কমুখং বুধাঃ ॥ ৫৮২ ॥
অথ অঙ্কাবতারঃ ॥
অঙ্কাবতারঃ পাত্রাণাং পূর্ব্বাঙ্কার্থানুবর্ত্তিনাং।

ইহার উদাহরণ ললিতমাধবের প্রথমাঙ্কে, অর্থাৎ গার্গী এবং পৌর্ণমাসী ঐ প্রথমাঙ্কে সমস্ত বস্তুকে সুন্দররূপে সূচিত করিয়াছেন ॥ ৫৮১ ॥

কোন কোন পণ্ডিত অঙ্কাস্যের ভিন্নরূপ লক্ষণ করেন—পূর্ব্ব অঙ্কের শেষ ভাগে পাত্রগণ প্রবেশ করিয়া বর্ণনীয় বিষয়ের অবিচ্ছেদের জন্য যে ভাবী অঙ্কের বিষয় গুলির সূচনা করেন, তাহাকেই অঙ্কাস্য কহে। অপর পণ্ডিতগণ কহেন যে, এরূপ অঙ্কাস্যের ভাবার্থ অঙ্কাবতারেই অধিগত হয়, সুতরাং প্রথমে যে অঙ্কাস্যের লক্ষণ করা হইয়াছে তাহাই অঙ্কমুখ ॥ ৫৮২ ॥

অথ অঙ্কাবতার।

সমস্ত পাত্রগণ পূর্ব্বাঙ্কের অর্থানুগামী হইয়া ভাবী অঙ্কে যে

অবিভাগেন সর্ব্বেষাং ভাবিন্যঙ্কে প্রবেশনং ॥৫৮৩॥
স্পষ্টমুদাহরণং ॥ ৫৮৪ ॥

অথ প্রবেশকঃ ॥

যন্নীচৈঃ কেবলৈঃ পাত্রৈর্ভাবিভূতার্থসূচনং।
অঙ্কয়োরুভয়োর্মধ্যে স বিজ্ঞেয়ঃ প্রবেশকঃ ॥৫৮৫॥
যদা স্যান্নীরসং সূচ্যমামুখানন্তরং তদা।
বিষ্কম্ভোঽঙ্কাস্যকং বা স্যাদামুখাক্ষিপ্তপাত্রকং॥৫৮৬
যদা তু সরসং বস্তু মূলাদেব প্রবর্ত্ততে।
আদাবেব তদঙ্কঃ স্যাদামুখাক্ষেপসংশ্রয়ঃ ॥ ৫৮৭ ॥

অবিভাগে প্রবেশ করেন তাহাই অঙ্কাবতার। ইহার উদাহরণ স্পষ্ট ॥ ৫৮৩ ॥ ৫৮৪ ॥

অথ প্রবেশক।

দুই অঙ্কের মধ্যস্থলে কেবল নীচপাত্র সমুহ দ্বারা যে ভাবী এবং ভূতার্থের সূচনা হয়, তাহাকেই প্রবেশক বলিয়া জানিবে ॥ ৫৮৫ ॥

যে সময়ে নাটকীয় নীরস বস্তু আমুখ অর্থাৎ প্রস্তাবনার পরে হয়, তৎকালে বিষ্কম্ভক বা অঙ্কাস্য হইতে পারে, এই অঙ্কাস্যে প্রস্তাবনা দ্বারা সমস্ত পাত্রের আকর্ষণ হয় ॥ ৫৮৬ ॥

কিন্তু যে অঙ্কে মূল হইতেই সরস বস্তুর প্রবৃত্তি হয়, সেই অঙ্ক প্রথমেই কর্ত্তব্য, এই অঙ্কে আমুখের আকর্ষণ অনুগত থাকে অর্থাৎ এরূপ অঙ্কে প্রস্তাবনার অর্থ সূচিত হয় ॥ ৫৮৭ ॥

অসূচ্যন্তু শুভোদার-রসভাব-নিরন্তরং।
প্রারম্ভে যদ্যসূচ্যং স্যাদঙ্কমেবাত্র কল্পয়েৎ ॥ ৫৮৮ ॥
অসূচ্যন্তু দ্বিধা দৃশ্যং শ্রব্যং চাদ্যন্তু দর্শয়েৎ।
দ্বেধা দ্বিতীয়ং স্বগতং প্রকাশঞ্চেতি ভেদতঃ ॥৫৮৯॥
স্বগতং স্বৈকবিজ্ঞেয়ং প্রকাশঞ্চ দ্বিধা ভবেৎ।
সর্ব্বপ্রকাশং নিয়তপ্রকাশঞ্চেতি ভেদতঃ ॥ ৫৯০ ॥
সর্ব্বপ্রকাশং সর্ব্বেষাং স্থিতানাং শ্রবণোচিতং।
দ্বিতীয়ন্তু স্থিতেষন্যেষেকত্র শ্রবণোচিতং ॥ ৫৯১ ॥

যদি নাটকীয় অসূচ্য বস্তু মঙ্গল অথচ উদার রসভাবে পরিপূর্ণ হয় এবং প্রারম্ভকালেই এই অসূচ্য বস্তুর প্রবৃত্তি হয়, তবে সেই স্থানেই অঙ্ককল্পনা করিবে ॥ ৫৮৮ ॥

অসূচ্য বস্তু দুই প্রকার, দৃশ্য ও শ্রব্য। ইহার মধ্যে দৃশ্যটী দেখাইবার উপযুক্ত, তাহাতে বলিবার কিছুই নাই (যেমন নাটকের চিত্রপট (সীন্ বা নটের অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি)। দ্বিতীয় অর্থাৎ স্বগত ও প্রকাশ ভেদে শ্রব্য দুই প্রকার ॥ ৫৮৯ ॥

যাহা একমাত্র নিজেই জানা যায় অপরে জানিতে পারে না, তাহাকে স্বগত কহে। সর্ব্বপ্রকাশ ও নিয়তপ্রকাশ ভেদে প্রকাশও দুই প্রকার ॥ ৫৯০ ॥

অবস্থিত সমস্ত জনগণেরই যাহা শ্রবণযোগ্য তাহাকে সর্ব্বপ্রকাশ কহে। আর অবস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি যাহা শুনিতে পায় তাহাকে নিয়তপ্রকাশ কহে ॥ ৫৯১ ॥

দ্বিধা বিভজ্যতে তজ্জনান্তিকমপবারিতং।
ত্রিপতাককরেণান্যানপবার্য্যান্তরা কথাং।
যা মিথঃ ক্রিয়তে দ্বাভ্যাং তজ্জনান্তিকমুচ্যতে।
রহস্যং কথ্যতেঽন্যস্য পরাবৃত্যাপবারিতং ॥ ৫৯২ ॥

এই নিয়তপ্রকাশ, জনান্তিক ও অপবারিত ভেদে দুই প্রকার। কথার মধ্যে ত্রিপতাকাকৃতি অঙ্গুলীসঙ্কেতে এবং অন্যের অগোচরে ও নিকটে যে পরস্পর কথোপকথন তাহার নাম জনান্তিক। কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া অপরে শুনিতে না পায় এমত ভাবে যে বাক্য-কথন, তাহার নাম অপবারিত। পূর্ব্বটীর সরলার্থ দেখান যাইতেছে—

"জনান্তিক" একটী নাটকের উক্তি বিশেষ তাহার লক্ষণ, যথা—সাহিত্যদর্পণে ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে।

ত্রিপতাককরেণান্যানপবার্য্যান্তরা কথাং।
অন্যোন্যামন্ত্রণং যৎ স্যাজ্জনান্তে তজ্জনান্তিকং॥

যঃ কশ্চিদর্থো যস্মাৎ গোপনীয়স্তস্যান্তরতঃ ঊর্দ্ধং সর্ব্বাঙ্গুলি-নামিতনামিকং ত্রিপতাকলক্ষণং করং কৃত্বা অন্যেন সহ যন্মন্ত্র্যতে তজ্জনান্তিকং। (সাহিত্যদর্পণচূর্ণকং)।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত গোবিন্দলীলামৃত মহাকাব্যের ২২সর্গে, ৯১ শ্লোকের টীকায় যথা—

কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠয়োরগ্রসংযোগো যত্র ভাসতে।
তর্জ্জনীমধ্যমানামাপ্রসারস্ত্রিপতাককঃ॥

তাৎপর্য্য—যাহার কাছে কিছু গোপন করিতে হইবে,তৎ সমীপে অথচ অজ্ঞাতসারে কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠা অঙ্গুলির অগ্রভাগ সংযুক্ত এবং অপর তিন অঙ্গুলি ঊর্দ্ধ করিয়া অপরের সহিত যে মন্ত্রণা, তাহাকে

(১৭) অথ অঙ্কস্বরূপং ॥

প্রত্যক্ষনেতৃচরিতঃ ক্ষুদ্রচূর্ণকসংযুতঃ।
নাতীবগূঢ়সর্ব্বার্থো নাতিপ্রচুরপদ্যবান্।
অযুতো বহুভিঃ কার্য্যৈর্বীজসংহরণেন চ।
অনেকদিননির্বর্ত্যকথয়া চ বিবর্জিতঃ।
দিনার্দ্ধদিনয়োর্যোগ্যবস্তুনা পরিকল্পিতঃ।
বধেন দূরাহ্বানেন যুদ্ধরাজ্যাদিবিপ্লবৈঃ॥
শাপোৎসর্গবিবাহাভ্যাং রতভোজনমৃত্যুভিঃ।
স্নানানুলেপনিদ্রাদ্যৈশ্চ চুম্বনালিঙ্গনাদিভিঃ।
ব্রীড়াহেতুভিরন্যৈশ্চ বীভৎসৈশ্চ বিনাকৃতঃ।
অন্তনিষ্ক্রান্তনিখিলপাত্রোঽঙ্ক ইতি কীর্ত্তিতঃ ॥৫৯৩॥

জনান্তিক কহে। প্রাচীনকালের নাটকীয় জনান্তিকের ব্যাপারটী, বর্ত্তমান কালে পরস্পর অবস্থাভিজ্ঞ লোকে সাধারণসমক্ষে যে অঙ্গুলী নাড়িয়া ঠারে ঠোরে কথা কয়, এই ভাবে পরিণত হইয়াছে ॥ ৫৯২ ॥

(১৭) অঙ্কস্বরূপ।

প্রত্যক্ষ নায়কচরিত্র ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চূর্ণক (গদ্য কথা) থাকিবে, সমস্ত অর্থ তত গূঢ়ার্থ হইবে না, একত্র বহুতর কার্য্য থাকিবে না, বীজ অর্থাৎ মূল বিষয়ের সংহরণ ও হইবে না। যে কথা বহুদিনে সমাপ্ত হয় সেরূপ কথা থাকিবে না, একদিন বা অর্দ্ধদিনের যোগ্য বস্তু দ্বারা পরিকল্পিত হইবে। বধ, দূরাহ্বান, যুদ্ধ, রাজ্যবিপ্লব, শাপ-প্রদান, বিবাহ, রতিক্রীড়া, ভোজন, মৃত্যু, স্নান, অনুলেপন, নিদ্রা, চুম্বন ও আলিঙ্গন ইত্যাদি লজ্জাজনক ব্যাপার এবং অন্যান্য বীভৎস

অঙ্কপ্রসঙ্গাদ্গর্ভাঙ্কলক্ষণং বক্ষ্যতে ময়া।
অঙ্কস্থ মধ্যে যোঽঙ্কঃ স্যাদসৌ গর্ভাঙ্ক ঈরিতঃ॥
বস্তুসূচকনান্দীকো দিঙ্মাত্রমুখসঙ্গতঃ।
অর্থোপক্ষেপকৈর্হীনো যুতঃ পাত্রৈস্তু পঞ্চষৈঃ।
অন্বেষ্যদ্বস্তুবিষয়ঃ স্বাধারাঙ্কান্তশোভিতঃ॥
নাতিপ্রপঞ্চেতিবৃত্তঃ প্রস্তুতার্থানুবন্ধকঃ।
প্রথমাঙ্কেন কর্ত্তব্যঃ সোঽয়ং কাব্যবিশারদৈঃ।
চতুর্থেঽঙ্কে তু গর্ভাঙ্কো যথা ললিতমাধবে॥ ৫৯৪॥

ব্যাপার থাকিবে না। অন্তভাগে সমস্ত পাত্র (নট) রঙ্গালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে। ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত নাটকাংশকে অঙ্ক কহে॥ ৫৯৩॥

অথ গর্ভাঙ্ক।

অঙ্কের প্রসঙ্গে গর্ভাঙ্ক লক্ষণ বলিতেছি। অঙ্কের মধ্যে যে অঙ্ক হয়, তাহার নাম গর্ভাঙ্ক। আশীর্ব্বাদ নমস্কার ও বস্তুনির্দ্দেশ এই তিন প্রকার নান্দী অর্থাৎ মঙ্গলাচরণ, তন্মধ্যে গর্ভাঙ্কে বস্তুনির্দ্দেশ নামক মঙ্গলাচরণ থাকিবে ও ঈষন্মাত্র প্রস্তাবনার ভাব থাকিবে, বিষ্কম্ভক, চূলিকাদি অর্থোপক্ষেপক থাকিবে না, কিন্তু পাঁচ বা ছয়টী পাত্র যুক্ত হইবে। বস্তুবিষয় অন্বেষণীয় হইবে, নিজের আধার যে অঙ্ক অর্থাৎ যে অঙ্কে গর্ভাঙ্ক আছে, সেই অঙ্কের শেষে যে নিয়ম উক্ত হইয়াছে সেই নিয়মে শোভিত হইবে। ইতিবৃত্ত ভাগ তত বিস্তৃত হইবে না, প্রস্তুত বিষয়ের অনুসারী হইবে। কাব্যবিশারদ পণ্ডিতগণ এই গর্ভাঙ্ককে প্রথমাঙ্কের মধ্যে স্বীকার করেন না। চতুর্থ অঙ্কে যে গর্ভাঙ্ক, তাহার উদাহরণ ললিতমাধব নাটক॥ ৫৯৪॥

(১৮) অথ সামান্যনির্ণয়ঃ ॥

নাটকেঽঙ্কা ন কর্ত্তব্যাঃ পঞ্চন্যূনা দশাধিকাঃ।
বিষ্কম্ভকাদ্যৈরপি নো বধো বাচ্যোঽধিকারিণঃ।
অন্যোন্যেন তিরোধানং ন কুর্য্যাদ্রসবস্তুনোঃ।
যৎ স্যাদনুচিতং বস্তু নায়কস্য রসস্য বা।
বিরুদ্ধং তৎ পরিত্যাজ্যমন্যথা বা প্রকল্পয়েৎ।
অবিরুদ্ধঞ্চ যদ্ বৃত্তং রসাভিব্যক্তয়েঽধিকং।
তথাপ্যন্যথয়েদ্ধীমান্ ন বদেদ্বা কদাচন।
লাস্যাঙ্গানি দশ তথা বীথ্যঙ্গানি ত্রয়োদশ।
অঙ্কেষ্বপি নিবধ্যানি কেচিদেবং প্রচক্ষতে।
প্রায়স্তান্যপি সন্ত্যেব তস্মিঁল্ললিতমাধবে ॥ ৫৯৫ ॥

(১৮) অথ সামান্য নির্ণয়।

নাটকের মধ্যে পাঁচের কম ও দশের অধিক অঙ্ক করা উচিত নহে। কোন প্রধান নটের বধ বিষ্কম্ভকাদি দ্বারা বর্ণিত হইবে। রস ও রসাধার বস্তু এতদুভয়ের পরস্পর তিরোধান (আচ্ছাদন) করিবে না। নায়কের বা রসের সম্বন্ধে যে বস্তু অনুচিত, সেই বিরোধী বস্তু ত্যাগ করিবে কিংবা অন্য প্রকারে কল্পনা করিবে। যে চরিতটী বিরোধী নহে অথচ রসপ্রকাশ-বিষয়ে অধিক, তাহাকেও ধীমান্ কবি অন্য প্রকার করিবে, অথবা কদাচ বলিবে না। দশপ্রকার লাস্যাঙ্গ, ত্রয়োদশপ্রকার বীথ্যঙ্গ, ইহাদিগকেও অঙ্কের মধ্যে নিবদ্ধ করিবে, ইহাও কোন কোন পণ্ডিতের মত। বস্তুতঃ উক্ত সমস্ত গুলিই ললিতমাধব নাটকে বর্ত্তমান ॥ ৫৯৫ ॥

ক্বচিদত্র বিনিষ্পাদ্যং ধীরৈরাকাশভাষিতং।
অন্যেনানুক্তমপ্যন্যো বচঃ শ্রুত্বৈব যদ্বদেৎ।
ইতি কিং ভণসীত্যেতদ্ভবেদাকাশভাষিতং ॥ ৫৯৬ ॥
(১৯) অথ ভাষাবিধানং ॥
নাটকে তত্র পাত্রাণাং ভাষা খলু নিরূপ্যতে।
তত্র ভাষা দ্বিধা ভাষা বিভাষা চেতি ভেদতঃ।
চতুর্দ্দশ বিভাষাঃ স্যুঃ প্রাচাদ্যা বাক্যবৃত্তিভিঃ।
আসাং সংস্কাররাহিত্যাদ্বিনিয়োগো ন কথ্যতে॥৫৯৭

পণ্ডিতগণ কোন কোন স্থলে আকাশভাষিত বলিয়া একটী নাট্যোক্তি নিষ্পাদন করেন, তাহার অর্থ এই—একজনেই কথা কহিতেছে, উত্তর দিবার অন্য দ্বিতীয় জন নাই, অথচ উত্তর-শুনিয়াই যেন বক্তা বলিতেছেন, "ইহাই কি বলিতেছ ?" অথবা "কি বলিতেছ ?" ইত্যাকার কথা কহিয়া মনঃকল্পিত উত্তর-কর্ত্তার কথাগুলি সঙ্ক্ষেপে উচ্চারণপূর্ব্বক তাহার প্রত্যুত্তর দেয় কিংবা উত্তরের উপযোগী কার্য্য করে, এই প্রকার নিরাশ্রয় কথোপকথনকে আকাশভাষিত বলা যায় ॥ ৫৯৬ ॥

(১৯) অথ ভাষাবিধান।

উক্ত লক্ষণাক্রান্ত নাটকে পাত্র (নট) দিগের ভাষার নিরূপণ করা যাইতেছে। নাটকের ভাষা প্রথমতঃ দ্বিবিধ, ভাষা ও বিভাষা। বিভাষা চতুর্দ্দশ প্রকার, তাহার প্রাচ্যভাষা ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে, কিন্তু সেই সকল বিভাষার কোন সংস্কার অর্থাৎ সংস্কৃত ব্যাকরণ জনিত ব্যুৎপত্তিজ্ঞান এবং সমাস ও প্রত্যয়-যোগ নাই এ কারণে তাহাদের বিনিয়োগ বলা গেল না ॥ ৫৯৭ ॥

ভাষা দ্বিধা সংস্কৃতা চ প্রাকৃতী চেতি ভেদতঃ।
অত্র সংস্কৃতা।
সংস্কৃতা দেবতাদীনাং মুনীনাং নায়কস্য চ।
লিঙ্গি-বিপ্র-বণিক্-ক্ষত্র-মন্ত্রি-কঞ্চুকিনামপি।
অরণ্যদেবী-গণিকা-মন্ত্রিজাধীতি-যোষিতাং।
যোগিন্যপ্সরসোঃ শিল্পকারিণ্যা অপি কীর্ত্তিতা॥৫৯৮
তত্র প্রাকৃতী।
ষোঢ়ান্তিমা প্রাকৃতী স্যাৎ শৌরসেনী চ মাগধী।
পৈশাচী চূলিকা শাবর্য্যপভ্রংশ ইতি ক্রমাৎ॥

সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভেদে ভাষা দুই প্রকার।

এতন্মধ্যে সংস্কৃত ভাষা যথা—

নাট্যশাস্ত্রে দেবতা প্রভৃতি, মুনিগণ, নায়ক, তপস্বী বা ব্রহ্মচারী, বিপ্র, বণিক্, ক্ষত্রিয়, মন্ত্রী, কঞ্চুকী (ছ), বনদেবী, গণিকা, মন্ত্রীর পুত্র প্রভৃতি, যোষিৎ, যোগিনী, অপ্সরা এবং শিল্পকারিণী, এই সকল ব্যক্তির পক্ষে সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগ করিবে॥ ৫৯৮॥

তন্মধ্যে প্রাকৃত ভাষা।

অন্তিমা অর্থাৎ শেষকার প্রাকৃত ভাষা ছয় প্রকার যথা—শৌরসেনী, মাগধী, পৈশাচী, চূলিকা, শাবরী এবং অপভ্রংশ॥

(ছ) "অন্তঃপুরচরো বৃদ্ধোবিপ্রো গুণগুণান্বিতঃ।
সর্ব্বকার্য্যার্থকুশলঃ কঞ্চুকীত্যভিধীয়তে॥
(সাহিত্যদর্পণঃ)

অন্তঃপুরচারী, গুণসমূহযুক্ত, সর্ব্বকার্য্যকুশল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কঞ্চুকী কহে।

অত্র তু প্রাকৃতং স্ত্রীণাং সর্ব্বাসাং নিয়তং ভবেৎ।
ঐশ্বর্য্যেণ প্রমত্তানাং দারিদ্র্যোপহতাত্মনাং।
যে নীচাঃ কর্ম্মণা জাত্যা তেষাঞ্চ প্রাকৃতং স্মৃতং।
তত্রাপি নায়িকাদীনাং শৌরসেনী প্রকীর্ত্তিতা।
আসামেব তু গাথাসু মহারাষ্ট্রী স্মৃতা বুধৈঃ।
অত্রোক্তা মাগধী ভাষা রাজান্তঃপুরচারিণাং।
তথা বিদূষকাদীনাং চেটানামপি কীর্ত্তিতা।
রক্ষঃপিশাচনীচেষু পৈশাচী দ্বিতয়ং ভবেৎ।
অপভ্রংশস্তু চণ্ডালযবনাদিষু যুজ্যতে।
সর্ব্বেষাং কারণবশাৎ কার্য্যো ভাষাব্যতিক্রমঃ।

এতন্মধ্যে সমস্ত স্ত্রীগণের পক্ষে প্রাকৃত ভাষাই নিয়ত, এতদ্ভিন্ন ঐশ্বর্য্য দ্বারা প্রমত্ত, দারিদ্র্যবশতঃ উপহতাত্মা, এবং কর্ম্ম ও জাতি-গুণে যাহারা নীচ তাহাদের সম্বন্ধেও প্রাকৃত ভাষা প্রযোজ্য। ইহার মধ্যে যাঁহারা নায়কপদাভিষিক্ত তাঁহাদের শৌরসেনী প্রযোজ্য,উত্তমা যোষিদ্‌গণের গাথা অর্থাৎ শ্লোকসমূহে মহারাষ্ট্রী ভাষা প্রযোজ্য, এতন্মধ্যে রাজার অন্তঃপুরচারিগণের পক্ষে মাগধী ভাষা প্রযোজ্য, এবং বিদূষক ও চেট প্রভৃতির বাক্যেও মাগধী ভাষা প্রযোজ্য, রাক্ষস ও পিশাচ প্রভৃতি নীচের বাক্যে মাগধী ও পৈশাচী দুই ভাষাই প্রযোজ্য, চণ্ডাল ও যবনাদি জাতির বাক্যে অপভ্রংশ ভাষাই প্রযোজ্য, অপিচ সকল ব্যক্তিরই কারণবশতঃ ভাষার ব্যতিক্রম করা যাইতে পারে, তথা মাহাত্ম্যের পরিভ্রংশ এবং

মাহাত্মস্য পরিভ্রংশান্মদস্যাতিশয়াত্তথা।
প্রচ্ছাদনঞ্চ বিভ্রান্তির্যথা লিখিতবাচনং।
কদাচিদনুবাদঞ্চ কারণানি প্রচক্ষতে।
নায়িকানাং সখীবেশ্যাকিতবাপ্সরসাং তথা।
বৈদগ্ধ্যার্থং প্রয়োক্তব্যং সংস্কৃতঞ্চান্তরান্তরা।
স্পষ্টান্যেষামুদাহরণানি ॥ ৫৯৯ ॥
(২০) অথোচ্যন্তে স্বভাবেন বৃত্তয়ঃ (জ) পরমাদ্ভুতাঃ।
জাতা নারায়ণাদেতা মধুকৈটভয়োর্বধে ॥

মত্ততার আতিশয্যবশতঃ ভাষার ব্যতিক্রম হইতে পারে, প্রচ্ছাদন, বিভ্রান্তি, যথালিখিত বাচন এবং কোন স্থানে অনুবাদও ভাষা-ব্যতিক্রমের কারণ বলিয়া উক্ত হয়, যথা—নিজের দেহ বা স্বভাব আচ্ছন্ন রাখিয়া অপরের কথা বলিতে গেলে, পরের লিখিত বিষয় যথাযথ পাঠ করিতে গেলে এবং এক ভাষাকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করিলে ভাষার ব্যতিক্রম ভিন্ন চলে না। নায়িকা, সখী, বেশ্যা, ধূর্ত্ত ও অপ্সরাদিগের চতুরতা প্রকাশ জন্য মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগ কর্ত্তব্য। ইহাদের উদাহরণ সুস্পষ্ট ॥ ৫৯৯ ॥

(২০) অথ বৃত্তি সকল।

অনন্তর পরমাদ্ভুত বৃত্তি সকলের স্বভাব বলা যাইতেছে। বৃত্তি সকল মধুকৈটভের বধকালে নারায়ণ হইতে উৎপন্ন। রস ইহাতে

(জ) বর্ত্ততে রসঃ অনয়া ইতি বৃত্তিঃ। ইতি দর্পণটীকা।

নেতৃব্যাপাররূপাস্তু রসাবস্থানসূচকাঃ।
চতস্রো বৃত্তয়ো ধীরৈঃ প্রোক্তা নাট্যস্য মাতরঃ।
ভারত্যারভটী চৈব সাত্বতী কৈশিকী তথা ॥ ৬০০ ॥

তত্র ভারতী।

এষা বাণীপ্রধানত্বাদ্ভারতীতি নিগদ্যতে।
প্রস্তাবনোপযোগিত্বাত্তত্রৈব পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৬০১ ॥
স্ত্রীহীনা পুরুষশ্রেষ্ঠ প্রযোজ্যা বাক্ প্রধানিকা।
ভারতী সংস্কৃতৈর্যুক্তা বৃত্তিঃ স্যাচ্চতুরঙ্গিকা ॥৬০২॥

তত্র আরভটী।

মায়েন্দ্রজালপ্রচুরশ্চিত্রযুদ্ধক্রিয়াময়ঃ।

বর্ত্তমান হয় বলিয়াই ইহাকে বৃত্তি কহে। ইহা একরূপ নায়কের ব্যাপার বিশেষ এবং রসের অবস্থা সূচনকারিণী, নাট্যের জননীরূপা পণ্ডিতগণ এই বৃত্তির চারি প্রকার ভেদ করিয়াছেন, যথা— ভারতী, আরভটী, সাত্বতী এবং কৈশিকী ॥ ৬০০ ॥

তন্মধ্যে ভারতী যথা—

এই বৃত্তি বাণীপ্রধানা, এজন্য ভারতী এই নামে কথিত হয়। প্রস্তাবনার উপযোগিনী বলিয়া প্রস্তাবনাতেই পরিকীর্ত্তিত হয় ॥৬০১॥

এই ভারতী বৃত্তিতে স্ত্রীলোক থাকে না, ইহা শ্রেষ্ঠ পুরুষের প্রযোজ্য, বাক্যই ইহার প্রধান। সংস্কৃতযুক্তা এই ভারতী বৃত্তির চারিটী অঙ্গ আছে ॥ ৬০২ ॥

তন্মধ্যে আরভটী।

যাহাতে প্রচুর মায়া ও ইন্দ্রজাল এবং বিচিত্র যুদ্ধক্রিয়া থাকে,

আটোপশ্ছেদভেদাঢ্যো বৃত্তিরারভটী মতা।
অঙ্গান্যস্যাস্তু চত্বারি সঙ্ক্ষিপ্তিরবপাতনং।
বস্তূত্থাপনসংফেটাবিত্যাহ ভরতো মুনিঃ ॥ ৬০৩ ॥
তত্র সঙ্ক্ষিপ্তিঃ।
সঙ্ক্ষিপ্তিরুক্তা সঙ্ক্ষিপ্তবস্তুসৃষ্টির্মহাদ্ভুতা ॥ ৬০৪ ॥
যথা—

বিধিনা হৃতে শিশুকুলে
তাদৃশমপরং হরিস্তথা ব্যতনোৎ।
বিরমতু পরস্য বার্ত্তা
স্বয়মেব বিসিষ্মিয়ে সোঽপি ॥ ৬০৫ ॥

ছেদন ভেদনের আড়ম্বর থাকে, তাহার নাম আরভটী বৃত্তি। ইহার সঙ্ক্ষিপ্তি, অবপাতন, বস্তূত্থাপন ও সংফেট ভেদে চারিটী অঙ্গ আছে, ইহা ভরতমুনি বলিয়া থাকেন ॥ ৬০৩ ॥

তন্মধ্যে সঙ্ক্ষিপ্তি যথা—

সঙ্ক্ষিপ্ত বস্তু যদি মহৎ ও অদ্ভুতরূপে সৃষ্ট হয়, তাহাকে সঙ্ক্ষিপ্তি কহে ॥ ৬০৪ ॥

উদাহরণ যথা—

ব্রহ্মা বালকগণকে হরণ করিলে পর শ্রীকৃষ্ণ যে অপর বালক সৃষ্টি করিয়া বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাও অবিকল পূর্ব্ববৎ হইয়াছিল। ইহাতে অপরের কথা দূরে থাক, সেই হরিই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ৬০৫ ॥

তত্র অবপাতনং।

বিভ্রান্তিরবপাতঃ স্যাৎ প্রবেশদ্রাববিদ্রবৈঃ ॥৬০৬॥

যথা—

নিঘ্নন্নিঘ্নমিবাগ্রতঃ কুবলয়াপীড়ং মৃদুক্রীড়য়া
তুঙ্গাং রঙ্গভুবং প্রবিশ্য তরসা প্রত্যর্থিনাং ত্রাসনঃ।
দৃপ্যন্মল্লদবাম্বুদশ্চলদৃশা ক্ষুদ্রানপি দ্রাবয়ন্
পশ্যারাদ্গরুড়ায়তে সরুড়য়ং কংসোরগে কেশবঃ ॥ ৬০৭ ॥

তত্র বস্তূত্থাপনং।

তদ্বস্তূত্থাপনং যত্তু বস্তু মায়াপ্রকল্পিতং।

তন্মধ্যে অবপাতন।

প্রবেশ, দ্রাবণ ও বিদ্রব দ্বারা যে বিভ্রান্তি তাহাকে অবপাতন কহে ॥ ৬০৬ ॥

উদাহরণ যথা—

দেখ দেখ, আজ এই কেশব ক্রোধযুক্ত হইয়া কংসরূপী সর্পের নিকট গরুড়ের ন্যায় আচরণ করিতেছেন, কারণ—অত্যল্প চেষ্টায় উত্তুঙ্গ রঙ্গভূমিতে প্রবেশপূর্ব্বক যুদ্ধার্থিগণকে সহসা ত্রাসান্বিত করিয়া যেন আয়ত্ত বস্তুর ন্যায় কুবলয়াপীড়কে বধ করিলেন। মেঘ যেমন দাবানলকে শান্ত করে, তদ্রূপ কৃষ্ণমেঘ দর্পোন্মত্ত মল্লগণের দর্পদাবানলকে শান্ত করিলেন এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দৃষ্টিপাত দ্বারা ক্ষুদ্রগণকে বিদ্রাবিত করিলেন ॥ ৬০৭ ॥

তন্মধ্যে বস্তূত্থাপন।

যে বস্তু মায়াদ্বারা প্রকল্পিত, তাহাকে বস্তূত্থাপন কহে।

যথা—

দৌর্জ্জন্যানি হৃদি স্ফুটানি কপটস্নেহেন সংবৃণ্বতী
মায়াকল্পিতসুন্দরীমধুরিমা লেভে ব্রজং পূতনা।
তস্যাঃ সুষ্ঠু তথা পয়োধররসঃ পীতঃ শিশুক্রীড়য়া
গোবিন্দেন হঠাদ্যথা ন স পুনর্মাতুস্তয়া পায্যতে॥
৬০৮॥

তত্র সংফেটঃ।

সংফেটঃ স্যাৎ সমাঘাতঃ ক্রুদ্ধসংক্রুদ্ধযোজিতঃ॥৬০৯

যথা—

চানূরমল্লেন তথা মুরারে-
রন্যোন্যমাসীদ্গুরুসংপ্রহারঃ।

উদাহরণ যথা—

কংসপ্রেরিতা পূতনা রাক্ষসী হৃদয়ের সুস্পষ্ট দৌর্জ্জন্যরাশিকে কপটস্নেহে সংবরণপূর্ব্বক মায়াদ্বারা সুন্দরী যুবতীর মধুরিমা প্রাপ্ত হইয়া ব্রজধামে আগমন করিয়াছিলেন এবং গোবিন্দ বালাক্রীড়া-পরতন্ত্র হইয়া হঠাৎ তাঁহার সুন্দর স্তনদুগ্ধ এমন ভাবে পান করিয়াছিলেন যে, পরে যশোদা মাতাকে আর যাহাতে নিজের স্তন দুগ্ধ পান করাইতে না হয়॥ ৬০৮॥

তন্মধ্যে সংফেট।

ক্রুদ্ধ এবং সম্যক্ ক্রুদ্ধ ব্যক্তিদ্বয়ের সম্পাদিত যে পরস্পর সমাক্ আঘাত তাহাকে সংফেট কহে॥ ৬০৯॥

উদাহরণ যথা—

চানুর মল্লের সহিত মুরারির পরস্পর সেই রূপ প্রবল যুদ্ধ হইয়া-

• কংসস্য যেনানকদুন্দুভেশ্চ
সন্তাপচিন্তাভিরুরঃ পফাল ॥ ৬১০ ॥
অথ সাত্ত্বতী ॥
সাত্ত্বিকেন গুণেনাপি ত্যাগশৌর্য্যাদিনা যুতা।
হর্ষপ্রধানা নিঃশোকা সাত্ত্বতী পরিকীর্ত্তিতা ॥
অঙ্গান্যস্যাস্তু চত্বারি সংলাপোত্থাপকাবপি।
সংঘাত্যপরিবর্ত্তৌ চেত্যেষাং লক্ষণমুচ্যতে ॥ ৬১১॥
তত্র সংলাপঃ।
ঈর্ষ্যাক্রোধাদিভির্ভাবৈরসৈর্বীরাদ্ভুতাদিভিঃ।
পরস্পরং গভীরোক্তিঃ সংলাপ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥৬১২

ছিল, যাহাতে কংসের এবং আনকদুন্দুভি বসুদেবের বক্ষস্থল সন্তাপ-চিন্তায় যুগপৎ বিদীর্ণ হইয়াছিল ॥ ৬১০ ॥

অথ সাত্বতী।

যাহা সাত্ত্বিকগুণ এবং ত্যাগ শৌর্য্যাদি দ্বারা যুক্ত, হর্ষই যাহার প্রধান, এবং যাহাতে শোকের গন্ধ নাই, তাহার নাম সাত্বতী। ইহারও অঙ্গ চারিটী, যথা—সংলাপ, উত্থাপক, সংঘাত্য এবং পরিবর্ত্ত। ইহাদের লক্ষণ বলা যাইতেছে ॥ ৬১১ ॥

তন্মধ্যে সংলাপ যথা—

ঈর্ষ্যা ও ক্রোধাদি ভাব এবং বীর ও অদ্ভুতাদি রসবশতঃ যে পরস্পর গভীর উক্তি তাহাকে সংলাপ কহে ॥ ৬১২ ॥

যথা—

বয়ং বালাস্তুল্যৈঃ সহ রচয়িতুং যুদ্ধমুচিতাঃ
পুরো যূয়ং মল্লাঃ প্রকটিতকরালাচলরুচঃ।
মদেনোন্মত্তানাং মৃদুলতনুভিঃ কঃ করভকৈঃ
করীন্দ্রাণাং ধীরঃ পরিণমনরঙ্গং রচয়তি ॥ ৬১৩ ॥
অবিতথমসি বালঃ কালরূপং বিভিন্দন্
দ্বিরদপতিমুদগ্রং বাল্যবিক্রীড়য়ৈব।
ইহ কিল ভুজযুদ্ধপ্রস্তুতেরুচ্চলেয়ং
তব তনুকৃতসখ্যা সাক্ষিণী লোমরাজিঃ ॥ ৬১৪ ॥

উদাহরণ যথা—

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—অহে পুরোবর্ত্তি মল্লগণ! তোমাদের দেহাড়ম্বর ভয়ানক পর্ব্বতের ন্যায় প্রকটিত হইতেছে, আমরা বালক, তুল্যাবয়ব লোকের সহিত যুদ্ধরচনা করাই তোমাদের কর্ত্তব্য। দেখ—জ্ঞানিলোকে কি কখনও, কোমলাঙ্গ করিশাবকের সহিত মদোন্মত্ত করিরাজের যুদ্ধরঙ্গ রচনা করিয়া থাকেন? ॥ ৬১৩ ॥

মল্লগণ উত্তর করিলেন—অহে কৃষ্ণ! তুমি যে বালক তাহা সত্য, কারণ তুমি বাল্যক্রীড়া দ্বারাই কালরূপী ভয়ানক দ্বিরদপতিকে বিদীর্ণ করিয়াছ। সম্প্রতি পরস্পর ভুজযুদ্ধের প্রস্তাব হওয়াতেই তোমার দেহসম্মিলিত এই লোমরাজি উদ্গত হইয়া সম্পূর্ণ বাল্যসাক্ষ্য প্রদান করিতেছে ॥ ৬১৪ ॥

তত্র উত্থাপকঃ।

প্রেরণং যৎ পরস্যাদৌ যুদ্ধায়োত্থাপকস্তু সঃ ॥৬১৫॥

যথা—

লুণ্ঠন্নস্মি পুরস্ত্রিবিষ্টপপুরীসৌভাগ্যসারশ্রিয়ং
গীর্বাণেশ্বর পারিজাতমমরীকন্দর্পসন্দর্পদং।
পৌলোমীকুচকুম্ভকেলিমকরীব্যাপারবৈজ্ঞানিকঃ
পাণিস্তে নহি দাক্ষিণঃ কথমসৌ দম্ভোলিমুদযচ্ছতে ॥
৬১৬ ॥

তত্র সংঘাত্যঃ।

প্রভাবমন্ত্রদৈবাদ্যৈঃ সংঘাত্যঃ সঙ্ঘভেদনং ॥ ৬১৭ ॥

তন্মধ্যে উত্থাপক।

প্রথমতঃ পরকে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করাকে উত্থাপক কহে ॥ ৬১৫

হে দেবরাজ ইন্দ্র! আপনার এই দক্ষিণ হস্ত স্বর্গীয় পুরী অমরাবতীর সৌভাগ্যের সার সম্পত্তি, দেবাঙ্গনাগণের কন্দর্পদর্প-প্রদ পারিজাত কুসুমের চয়নকারী এবং শচীর কুচকুম্ভের কেলি-মকরীর লিখন ব্যাপারে সবিশেষ শিল্পজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও অতি-কঠিন বজ্রটীকে কেন না ত্যাগ করে? ॥ ৬১৬ ॥

তন্মধ্যে সংঘাত্য।

প্রভাব, মন্ত্রণা এবং দৈবাদি দ্বারা যে সমূহের ভেদসাধন তাহাকে সাংঘাত্য কহে ॥ ৬১৭ ॥

তত্র প্রভাবেণ যথা—

দুকূলং ধুন্বানা জয় জয় জয়েত্যুচ্চভণিতিঃ
স্থিতা রঙ্গাভ্যর্ণে প্রণয়গরিমোদ্দামিতমুখী।
প্রভাবং পশ্যন্তী কমপি কমনীয়াদ্ভুতরসং
হরেঃ কংসোপেক্ষাং ব্যধিত বত সাক্ষান্মধুপুরী॥৬১৮

মন্ত্রেণ যথা—

নিশম্য যুক্তিং দনুজার্দ্দনস্য
গোবর্দ্ধনাবর্দ্ধনবদ্ধরাগাং।
আভীরগোষ্ঠী রভসেন সর্ব্বা
গীর্ব্বাণরাজস্য মখাদ্ব্যরংসীৎ ॥ ৬১৯ ॥

তন্মধ্যে প্রভাবজন্য যথা—

যে নগরীর সর্ব্বত্র পতাকা সকল উড্ডীন হইতেছে, যথায় "জয়, জয়, জয়" এইরূপ ধ্বনি সর্ব্বত্র শ্রুত হইতেছে এবং যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটে থাকিয়া প্রণয়গরিমায় যাহার মুখ উদ্দাম, সেই মথুরানগরীও শ্রীকৃষ্ণের কোন এক অনির্ব্বচনীয় ও কমনীয় অদ্ভুত রসপূর্ণ প্রভাব অবলোকন করিতে করিতে, হায়! কেবল কংসের উপেক্ষাই বিধান করিতে লাগিলেন ॥ ৬১৮ ॥

মন্ত্রণা দ্বারা যথা—

দনুজদলন শ্রীকৃষ্ণ আভীরবর্গের গৃহদেবতাতুল্য গোবর্দ্ধন গিরির সম্বর্দ্ধনাবিষয়ে বদ্ধানুরাগ হইয়া কর্ম্মকাণ্ড বাদ উত্থাপন-পূর্ব্বক ইন্দ্রযজ্ঞভঙ্গের যে যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহা সমস্ত আভীর

তত্র পরিবর্ত্তকঃ।

প্রারব্ধকার্য্যাদন্যস্য করণং পরিবর্ত্তকঃ ॥ ৬২০ ॥

যথা—

ব্রজভুবি গুরুগর্ব্বাৎ কুর্ব্বতস্তীব্রবৃষ্টিং
হৃদি ভবদনুভাবাদদ্য ভীতি র্মমাসীৎ।
ত্বমসি কিল কৃপালুর্দোগ্ধ্রু কামোঽপি কামং
তদিহ ময়ি শরণ্যে গোকুলেন্দ্র প্রসীদ ॥ ৬২১ ॥

অথ কৈশিকী ॥

নৃত্যগীতবিলাসাদিমৃদুশৃঙ্গারচেষ্টিতৈঃ।

বর্গ শ্রবণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের যজ্ঞ হইতে হঠাৎ বিরত হইলেন ॥ ৬১৯ ॥

তন্মধ্যে পরিবর্ত্তক।

যে কার্য্য করিতে আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহা ত্যাগ করিয়া অন্য কার্য্য করার নাম পরিবর্ত্তক ॥ ৬২০ ॥

দেবরাজ শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, হে গোকুলেন্দ্র! প্রবল গর্ব্ব-সহকারে ব্রজভূমিতে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া এবং তৎপরে গোবর্দ্ধন-ধারণরূপ আপনার মহানুভাব সন্দর্শন করিয়া আজ আমার মনে বড়ই ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে। আপনি কৃপালু, এবং আমিও আপনার শরণাপন্ন, অতএব সমস্ত কামনা প্রদান করিতে সমর্থ হইলেও আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৬২১ ॥

অথ কৈশিকী বৃত্তি।

কৈশিকী বৃত্তিতে নৃত্য, গীত ও বিলাসাদি থাকিবে, মৃদুমাত্র

সমন্বিতা ভবেদ্বৃত্তিঃ কৈশিকী শ্লক্ষ্ণভূষণা।
হরেঃ কেশাভিসম্বন্ধাৎ কৈশিকীতি প্রথাং গতা।
অঙ্গান্যস্যাস্তু চত্বারি নর্ম্ম তৎপূর্ব্বকা ইমে।
স্ফঞ্জঃ স্ফোটশ্চ গর্ভশ্চেত্যেষাং লক্ষণমুচ্যতে ॥৬২২
তত্র নর্ম্ম।
শৃঙ্গাররসভূয়িষ্ঠঃ প্রিয়চিত্তানুরঞ্জকঃ।
অগ্রাম্যঃ পরিহাসঃ স্যান্নর্ম্ম তত্তু ত্রিধা মতং।
শৃঙ্গারহাস্যজং শুদ্ধহাস্যজং ভয়হাস্যজং।
শৃঙ্গারহাস্যজং নর্ম্ম ত্রিবিধং পরিকীর্ত্তিতং।
সম্ভোগেচ্ছাপ্রকটনাদনুরাগনিবেদনাৎ।

শৃঙ্গারচেষ্টা থাকিবে এবং শ্লক্ষ্ণ অর্থাৎ মনোরম নায়কাদির বেশ ভূষা থাকিবে। হরির কেশের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া ইহার নাম কৈশিকী। কৈশিকীর ভেদ চারিটী, নর্ম্ম এবং নর্ম্মপূর্ব্বক তিনটী অর্থাৎ নর্ম্ম, নর্ম্মস্ফঞ্জ, নর্ম্মস্ফোট, নর্ম্মগর্ভ। ইহাদের লক্ষণ যথাক্রমে বলা যাইতেছে। (নর্ম্ম ১৮প্রকার তাহা পরে বলা হইবে) ॥ ৬২২ ॥

তন্মধ্যে নর্ম্ম যথা—

শৃঙ্গাররসপ্রচুর, প্রিয়চিত্তের অনুরঞ্জনকারী অথচ অনশ্লীল পরিহাসকে নর্ম্ম কহে। তাহা তিনপ্রকার। শৃঙ্গারহাস্যজ, শুদ্ধ-হাস্যজ এবং ভয়হাস্যজ। শৃঙ্গারহাস্যজ নর্ম্ম তিনপ্রকার। সম্ভোগেচ্ছাপ্রকটন, অনুরাগনিবেদন এবং কৃতাপরাধ প্রিয়ের ভেদসাধন।

তথা কৃতাপরাধস্য প্রিয়স্য প্রতিভেদনাৎ।
সম্ভোগেচ্ছাপ্রকটনং ত্রিধা বাগ্বেশচেষ্টিতৈঃ ॥৬২৩॥
তত্র বাচা যথা পদ্যাবল্যাং।
গচ্ছাম্যচ্যুত দর্শনেন ভবতঃ কিং তৃপ্তিরুৎপদ্যতে
কিন্ত্বেবং বিজনস্থয়োর্হতজনঃ সম্ভাবয়ত্যন্যথা।
ইত্যামন্ত্রণভঙ্গিসূচিতবৃথাবস্থানখেদাং হস-
ন্নাশ্লিষ্যন্ পুলকোৎকরাঞ্চিততনুর্গোপীং হরিঃ পাতু বঃ
॥ ৬২৪ ॥
বেশেন যথা—
অভ্যুদ্যতে শশিনি পেশলকৃষ্ণদূতী
সংলাপসম্বলিত-মানসলোচনাভিঃ।

সম্ভোগেচ্ছাপ্রকটনও বাক্য, বেশ ও চেষ্টা এই তিন প্রকার হইতে পারে ॥ ৬২৩ ॥

তন্মধ্যে বাক্যদ্বারা সম্ভোগেচ্ছাপ্রকাশ যথা—
পদ্যাবলী গ্রন্থে। ২০৮ শ্লোক।

হে অচ্যুত! যেমন তুমি আমিও তেমনি, অতএব গৃহে গমন করি, এখানে তোমাকে দেখিয়া আমার কি তৃপ্তি হইবে অর্থাৎ কিছুই হইবে না, কিন্তু আমরা দুজনে নির্জ্জনস্থ হইলে পোড়া লোক-সকল অন্য প্রকার বিহারের সম্ভাবনা করিবে, কেবল কলঙ্কে প্রয়োজন কি? অতএব যাওয়াই উচিত। এইরূপ আহ্বানভঙ্গী-দ্বারা বৃথা অবস্থানে শ্রীরাধার দেহ খেদবশতঃ অলস হইল। এই

অগ্রাহি মণ্ডনবিধির্বিপরীতভূষা-
বিন্যাসহাসিতসখীজনমঙ্গনাভিঃ ॥ ৬২৫ ॥

চেষ্টয়া যথা—

শ্যামে যামুনরোধসি প্রিয়সখীবর্গান্তরস্থায়িনী
সব্যাং স্মেরমুখী দৃশং মধুভিদঃ স্মেরে মুখাম্ভোরুহে।
ভৃঙ্গোদ্ভাষিণি দক্ষিণান্তু কিরতী ক্রীড়ানিকুঞ্জে মুহুঃ
সূর্য্যে রজ্যতি সচ্ছলং বিচিনুতে তল্পায় পুষ্পাবলীং
॥ ৬২৬ ॥

অবস্থায় শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিয়া যে হরির অঙ্গ পুলকিত হইয়াছিল, তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৬২৪ ॥

বেশদ্বারা সম্ভোগেচ্ছাপ্রকাশ যথা—

চন্দ্র উদিত হইলে ব্রজাঙ্গনাগণ মন ও নেত্রদ্বারা যেন আলাপ প্রকাশ করিতে করিতে সুদক্ষা কৃষ্ণদূতীকে এমন বিপরীতভাবে মণ্ডনবিধি অর্থাৎ বেশ ভূষা পরিধান করাইলেন, যাহাতে নিকটস্থ সখীজন সেই ভূষণবিন্যাস দর্শন পূর্ব্বক হাস্য না করিয়া থাকিতে পারিল না ॥ ৬২৫ ॥

চেষ্টাদ্বারা সম্ভোগেচ্ছাপ্রকাশ যথা—

কোন সখী শ্যামার নিকট শ্রীরাধার চেষ্টা বর্ণনা করিতেছেন হে শ্যামে! শ্রীরাধা সহাস্যবদনে প্রিয় সখীবর্গের নিকটেই যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণের সহাস্য বদনপদ্মে বাম চক্ষু এবং ভৃঙ্গোদ্ভাষিত কেলীনিকুঞ্জে দক্ষিণ চক্ষু নিক্ষেপ করিয়া পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে অরুণরাগ প্রকাশ পাইলেও শয়নরচনার পুষ্পাবলী সঞ্চয় করিতেছেন ॥ ৬২৬ ॥

অনুরাগপ্রকাশোঽপি ভোগেচ্ছানর্ম্মবৎ ত্রিধা ॥৬২৭

তত্র বাচা যথা—

দেহি কুন্দমিতি দেবি বক্ষ্যতী
যন্মুকুন্দমবিলম্বমব্রবীঃ।
তাবকীন-কুলপালিকাব্রতং
তেন সাম্প্রতমভূদ্বিকস্বরং ॥ ৬২৮ ॥

বেশেন যথা—

যদুপহসসি মা সদাভিসারোৎ-
সুকহৃদয়ামভিতস্তদত্র যুক্তং।
বপুষি হরিকথাপ্রসঙ্গমাত্রে
তব চ কথং পুলকালিরুন্মিমীল ॥ ৬২৯ ॥

সম্ভোগেচ্ছাপ্রকাশ যেমন তিন প্রকার, সেইরূপ অনুরাগ-প্রকাশও তিন প্রকার অর্থাৎ বাক্যদ্বারা, বেশদ্বারা এবং চেষ্টাদ্বারা অনুরাগপ্রকাশ ॥ ৬২৭ ॥

তন্মধ্যে বাক্যদ্বারা অনুরাগপ্রকাশ যথা—

হে দেবি! তুমি "কুন্দ দাও" এই কথা বলিতে যাইয়া যে অবিলম্বে মুকুন্দের নাম উচ্চারণ করিয়াছ, সম্প্রতি তাহাতেই তোমার সমস্ত কুলপালিকা ব্রত পরিস্ফুট হইয়াছে ॥ ৬২৮ ॥

বেশদ্বারা অনুরাগপ্রকাশ যথা—

শ্রীকৃষ্ণের নিকট সর্ব্বদা অভিসারের জন্য আমার হৃদয় ব্যাকুল হয়, ইহা দেখিয়া তুমি যে আমাকে সর্ব্বদা উপহাস কর, তাহা যুক্তই

চেষ্টয়া যথা—

সখি কুর্ব্বতী বিবিক্তে বনমালাগুম্ফনাভ্যাসং।
বিদিতাসি ত্বমখণ্ডিতপাতিব্রত্যে কৃতং ভণিতৈঃ॥৬৩০

প্রিয়াপরাধনির্ভেদোঽপ্যুক্তস্ত্রেধা তথা বুধৈঃ ॥৬৩১

তত্র বাচা যথা—

ব্রজরাজকুমার মা কৃথা স্তুতিমুদ্রাভিরনল্পচাতুরীং।
অনিমিত্তবিশঙ্কিতেন তে বচসাহং গুরুণাস্মি বোধিতা
॥ ৬৩২ ॥

বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কথাপ্রসঙ্গমাত্রে তোমার শরীরে যে পুলকাবলী প্রকাশ পায়, ইহার কারণ কি বল দেখি ? ॥ ৬২৯ ॥

চেষ্টাদ্বারা অনুরাগপ্রকাশ যথা—

হে সখি ! তুমি যখন নির্জ্জনে বসিয়া বনমালা গাঁথিতে অভ্যাস করিতেছিলে, তাহাতেই তোমার পাতিব্রত্য ধর্ম্ম যে অখণ্ডিত, তাহা বেশ বুঝিয়াছি, আর কোন কথার প্রয়োজন নাই॥ ৬৩০ ॥

পূর্ব্বে ৬২৩ শ্লোকে যে "প্রিয়ের প্রতি ভেদ" বলা হইয়াছে, তাহাও তিন প্রকার অর্থাৎ বাক্য, বেশ ও চেষ্টাদ্বারা॥ ৬৩১ ॥

তন্মধ্যে বাক্যদ্বারা যথা—

হে ব্রজরাজকুমার ! স্তুতিমুদ্রাদ্বারা আর তোমাকে অধিক চাতুরী করিতে হইবে না, তোমার বাক্য নিষ্কারণে বিশেষ ও প্রবল শঙ্কাযুক্ত হইয়াছে, ইহাতেই আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি॥৬৩২॥

বেশেন যথা—ললিতমাধবে।

চন্দ্রাবলী (সোৎপ্রাসস্মিতং)।

কজ্জলসামলমজ্ঝং পল্লবসোণুজ্জলং মুউণ্ণস্‌স।

গুঞ্জাফলং ব অহরং সহি পেক্‌খন্তী পমোদামি॥৬৩৩

চেষ্টয়া যথা—

লোলভ্রূলতয়া বিপক্ষদিগুপন্যাসে বিধূতং শির-স্তদ্বৃত্তস্য নিশামনে কৃতনমস্কারং বিলক্ষস্মিতং।

চন্দ্রাবলী।

কজ্জলশ্যামলমধ্যং, পল্লবশোণোজ্জ্বলং মুকুন্দস্য।

গুঞ্জাফলমিব অধরং, সখি পশ্যন্তী প্রমোদে॥

ইতি সংস্কৃতভাষা॥

অত্র সহি ইত্যত্র মাহবি ইতি, পমোদামি ইত্যত্র নন্দামি ইতি মুদ্রিতললিতমাধবীয়ঃ পাঠঃ॥ ৬৩৩॥

বেশের দ্বারা যথা ললিতমাধবে। ৯। ৬০।

চন্দ্রাবলী উচ্চহাস্য সহকারে কহিলেন, হে মাধবি! মধ্যে কজ্জলের ন্যায় শ্যামবর্ণ ও নবপল্লবের তুল্য উজ্জ্বল রক্তবর্ণ গুঞ্জাফল-সদৃশ মুকুন্দবদন সন্দর্শন করিয়া আমি আনন্দিতা হইলাম॥ ৬৩৩॥

চেষ্টাদ্বারা যথা—

নায়িকা চঞ্চল ভ্রূলতা সঞ্চালন করিয়া বিপক্ষ পক্ষের উপন্যাস-বিষয়ে মস্তক কম্পন করিলেন। নায়ক লজ্জা ও মধুরহাস্য সহকারে সেই বিবরণের কারণজিজ্ঞাসু হইয়া নমস্কার করিলেন। রোষবশতঃ

রোষাত্তাম্রকপোলকান্তিনি মুখে দৃষ্ট্যা নতং পাদয়ো-
রুৎসৃষ্টো গুরুসন্নিধাবপি বিধির্দ্বাভ্যাং ন কালোচিতঃ
॥ ৬৩৪ ॥

অথ শুদ্ধহাস্যজং ॥

শুদ্ধহাস্যজমপ্যুক্তং তদ্বদেব ত্রিধা বুধৈঃ ॥ ৬৩৫ ॥

তত্র বাচা যথা—

বৃদ্ধে চন্দ্র ইতি প্রতারয় ন মামজ্ঞাসিষং মদ্ভয়া-
ন্নিক্ষিপ্তং নবনীতপিণ্ডমুপরি স্থানেঽদ্য রাধাম্বয়া।

নায়িকার গণ্ডস্থল রঞ্জিত হইলে সেই রঞ্জনকান্তিযুক্ত বদনে দৃষ্টিপাত করিয়া নায়ক গুরুবর্গের নিকটেও দুই চরণে পতিত হইলেন। অথচ এমন সময়েও উভয়ে উভয়ের প্রতি কোন সময়োচিত ব্যাপার প্রয়োগ করিলেন না। (ইহাতে চেষ্টাদ্বারা প্রিয় ব্যক্তির ভেদসাধনপূর্ব্বক নর্ম্ম প্রকাশ পাইল) ॥ ৬৩৪ ॥

অথ শুদ্ধহাস্যজ।

পূর্ব্বের ন্যায় শুদ্ধহাস্যজও তিন প্রকার অর্থাৎ বাচিক, বৈশিক ও চৈষ্টিক ॥ ৬৩৫ ॥

তন্মধ্যে বাচিক যথা—

হে বৃদ্ধে! আমাকে চন্দ্র বলিয়া আর প্রতারণা করিবেন না, আমি সমস্ত জানিতে পারিয়াছি, চন্দ্র দেখিয়া আর ভুলিব না। অদ্য শ্রীরাধার জননী আমার ভয়ে নবনীত-পিণ্ডটী উপরি স্থানে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন, কিন্তু আমিও অতি গোপনভাবে সুদীর্ঘ যষ্টিদ্বারা

গূঢ়ং পাতয়িতাস্মি দীর্ঘতরয়া যষ্ট্যেতি বাচং হরে-
রিন্দুন্যস্তদৃশো নিশম্য মুখরা ক্ষেমং হসন্তী ক্রিয়াৎ
॥ ৬৩৬ ॥

বেশচেষ্টাভ্যাং যথা—

কম্বলকৃতবৃষবেষং শৃঙ্গাশৃঙ্গিপ্রণীতসংরম্ভং।
প্রেক্ষ্য হরিং বিধিরহসীম্মুদিরচ্ছন্নো গভীরোহপি ॥
৬৩৭ ॥

অথ ভয়হাস্যজং ॥

হাস্যাদ্ভয়েন জনিতং কথিতং ভয়হাস্যজং।
তদ্দ্বিধা মুখ্যমঙ্গঞ্চ তদ্দ্বয়ং পূর্ব্ববত্ত্রিধা ॥ ৬৩৮ ॥

তাহা পাতিত করিব, শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহার বাক্যশ্রবণপূর্ব্বক হাস্যকারিণী মুখরা তোমাদিগের মঙ্গল করুন ॥ ৬৩৬ ॥

বেশ ও চেষ্টাদ্বারা যথা—

শ্রীকৃষ্ণ কম্বলের দ্বারা অঙ্গ আবৃত করিয়া বৃষবেশ ধারণপূর্ব্বক বৃষের সহিত শৃঙ্গে শৃঙ্গে যুদ্ধ করিতে থাকিলে, অতি গম্ভীরস্বভাব বিধাতাও মেঘাচ্ছন্ন হইয়া সন্দর্শনপূর্ব্বক হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না ॥ ৬৩৭ ॥

অথ ভয়হাস্যজ।

হাস্য এবং ভয়দ্বারা যাহা জন্মে তাহাকে ভয়হাস্যজ কহে। সেই ভয়হাস্যজ দুই প্রকার, মুখ্য ও অঙ্গ, এবং সেই মুখ্য ও অঙ্গ প্রত্যেকে পূর্ব্বের ন্যায় তিন প্রকার ॥ ৬৩৮ ॥

মুখ্যং বাচা যথা—

শৈলেন্দ্রোদ্ধৃতিলীলয়া কিল পরিত্রাতে গবাং মণ্ডলে
তত্র স্তোত্রবিধিৎসয়াভ্যুপগতং দৃষ্ট্বা সহস্রেক্ষণং।
প্রত্যাসীদতি পশ্য রাক্ষসপতিঃ সাক্ষাদয়ং পাহি মা-
মিত্যুৎক্রোশতি মুগ্ধবল্লবশিশৌ স্মেরো হরিঃ পাতু বঃ
॥ ৬৩৯ ॥

এবং বেশচেষ্টাভ্যামপ্যুদাহার্য্যং ॥ ৬৪০ ॥

তত্রাঙ্গং। তত্র বাচা যথা—

যদ্যুল্লঙ্ঘ্য গিরং বিসর্পসি ততঃ স্বাঙ্গে ব্রণং পাণিজৈঃ
কুর্ব্বন্নেব কৃতং ত্বয়েতি জরতীলক্ষায় বক্ষ্যাম্যহং।

বাচিক মুখ্য যথা—

শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উত্তোলন করিয়া গোগণকে পরিত্রাণ করিলে পর, শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিবার জন্য সহস্রলোচন দেবরাজকে তথায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া সরলস্বভাব গোপবালকগণ বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, সাক্ষাৎ রাক্ষসপতি রাবণ আসিতেছেন, আমাদিগকে রক্ষা কর, এই কথা বলিয়া গোপবালকগণ চীৎকার করিতে থাকিলে যে হরি হাস্য করিতে লাগিলেন, তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৬৩৯ ॥

এইরূপে বেশ ও চেষ্টার উদাহরণও বুঝিতে হইবে ॥ ৬৪০ ॥

তন্মধ্যে বাচিক অঙ্গ যথা—

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে কহিলেন হে রাধে! তুমি যদি আমার কথা উল্লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন কর, তবে আমি নিজের নখদ্বারা নিজ

ইত্যুক্তে স্বয়মাকুলামিব ভয়াদালোক্য রাধাং পুরঃ
স্তব্ধীভূতগতিং হরিঃ স্মিতমুখঃ শ্লিষ্যন্মুদং বঃ ক্রিয়াৎ
॥ ৬৪১ ॥

বেষেণ যথা—

রাধাপুরঃ স্ফুরতি সংবিহিতাভিমন্যু-
বেষে মুরদ্বিষি মনাগুপলব্ধভীতিঃ।
নৈসর্গিকীং প্রণয়তঃ স্বমনঃপ্রবৃত্তিং
তত্রাবধার্য্য চতুরা স্মিতমাততান ॥ ৬৪২ ॥

চেষ্টয়া যথা—রসসুধাকরে।

প্রহ্লাদবৎসল বয়ং বিভিমো বিহারা-
দস্মাদিতি ধ্বনিতনর্ম্মসু গোপিকাসু।

অঙ্গ ক্ষত করিয়া বৃন্দাকে দেখাইয়া বলিব "রাধা এই কার্য্য করিয়াছে" এই কথা শুনিয়া শ্রীরাধা ভয়ে আকুলা হইলেন, গতিরোধ হইল, এমন অবস্থায় যে হরি শ্রীরাধাকে হাস্য করিতে করিতে আলিঙ্গন করিতেছেন, তিনি তোমাদের আনন্দ বিধান করুন ॥ ৬৪১ ॥

বেশদ্বারা হাস্য যথা—

শ্রীকৃষ্ণ অভিমন্যুর বেশ ধারণ করিয়া শ্রীরাধার অগ্রে বিরাজ করিতে থাকিলে শ্রীরাধার মনে প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ ভয়ের সঞ্চার হইল, কিন্তু শেষে প্রণয়বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে স্বাভাবিক মনোভাব আছে তাহাই অবধারণ (নিশ্চয়) করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ৬৪২ ॥

চেষ্টাদ্বারা যথা—রসসুধাকরে।

হে প্রহ্লাদবৎসল শ্রীকৃষ্ণ! তোমার এই বিহার হইতে আমরা

লীলামৃদুস্তনতটেষু নখাঙ্কুরাণি
ব্যাপারয়ন্নবতু বঃ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ ॥ ৬৪৩ ॥
নর্ম্মেদমষ্টাদশধা বিস্পষ্টমভিদর্শিতং ॥ ৬৪৪ ॥

বড়ই ভয় পাই, গোপিকাগণ এই কথা বলিয়া পরিহাস-বাক্য উচ্চারণ করিলে, যে ময়ূরপিচ্ছধারী শ্রীকৃষ্ণ বিলাসবশতঃ সুকোমল স্তনতটে নখাঙ্কুর চালনা করিয়াছিলেন, তিনি তোমাদিগের রক্ষা বিধান করুন ॥ ৬৪৩ ॥

কৈশিকী বৃত্তির চারিটী ভেদের মধ্যে প্রথম ভেদ নর্ম্ম, তাহার আবার অষ্টাদশ প্রকার ভেদ সুস্পষ্টভাবে দেখান হইল (ঝ) ॥৬৪৪॥

(ঝ) অষ্টাদশ প্রকার নর্ম্মের তালিকা যথা—শৃঙ্গাররসপ্রচুর, প্রিয়চিত্তানুরঞ্জক ও অশ্লীলতাদোষরহিত পরিহাসকে নর্ম্ম বলে। নর্ম্ম প্রথমতঃ শৃঙ্গারহাস্যজ, শুদ্ধহাস্যজ ও ভয়হাস্যজ ভেদে তিন প্রকার। প্রথমটীর প্রথম ভেদ সম্ভোগেচ্ছা-প্রকটন তাহা বাচিক, বৈশিক, চৈষ্টিক এই ৩ প্রকার। প্রথমটীর ২য় ভেদ অনুরাগ-নিবেদন, তাহা বাচিক, বৈশিক, চৈষ্টিক এই তিন প্রকার। প্রথমটীর ৩য় ভেদ কৃতাপরাধ প্রিয়ের ভেদসাধন, তাহা বাচিক, বৈশিক, চৈষ্টিক ৩ প্রকার। এই প্রথমটীতে মোট ৯ প্রকার। নর্ম্মের ২য় ভেদ শুদ্ধহাস্যজ বাচিক, বৈশিক, চৈষ্টিক এই তিন প্রকার, সমষ্টিতে ১২ প্রকার। নর্ম্মের ৩য় ভেদ ভয়হাস্যজ প্রথমতঃ মুখ্য ও অঙ্গ ভেদে ২ প্রকার। মুখ্যটী বাচিক, বৈশিক, চৈষ্টিক ৩ প্রকার সমষ্টিতে ১৫ প্রকার। অঙ্গটীও বাচিক, বৈশিক, চৈষ্টিক ৩ প্রকার, সর্ব্বসমষ্টিতে ১৮ প্রকার নর্ম্ম। সঙ্ক্ষেপে যথা—প্রথম শৃঙ্গারহাস্যজ ৯ প্রকার। দ্বিতীয় শুদ্ধহাস্যজ ৩ প্রকার। তৃতীয় ভয়হাস্যজ মুখ্য ৩, অঙ্গ ৩, এই ৬ প্রকার, সাকল্যে ১৮ প্রকার।

অথ নর্ম্মস্ফঞ্জঃ ॥

নর্ম্মস্ফঞ্জঃ সুখোদেযাগো ভয়ান্তো নবসঙ্গমে ॥৬৪৫॥

যথা—

সাশঙ্কং ক্ষিপতোর্দৃশং প্রতিদিশং ব্রীড়াজড়স্বান্তয়ো-
র্যাতা কাসি নিশীতি তীব্রজরতীবাচাধিকত্রস্তয়োঃ।
গোষ্ঠদ্বারি নিবেশিতস্য কুহরে গোগ্রন্থিরাশেস্তদা
রাধামাধবয়োরভূৎ ক্ষণিকবত্তস্মিন্নবঃ সঙ্গমঃ ॥৬৪৬॥

অথ নর্ম্মস্ফঞ্জ।

নব সঙ্গম কালে, "শেষে ভয় আছে" এরূপ ভাবে যে সুখের উদ্যোগ তাহার নাম নর্ম্মস্ফঞ্জ ॥ ৬৪৫ ॥

উদাহরণ যথা—

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ একদিন নিশাযোগে বহির্গত হইতেছেন দেখিয়া বৃদ্ধা অতীব তীব্রস্বরে কহিলেন "এখন রাত্রিতে কোথায় যাইতেছিস্" এই কথা শুনিয়া উভয়েই অতিশঙ্কাকুলচিত্তে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের মন লজ্জাবশতঃ অতি জড় হইল, অধিক কি, গোগৃহের দ্বারদেশে যে গোগ্রন্থি সকল রাশীকৃতভাবে স্থাপিত ছিল, তাহার গর্ত্তমধ্যে দুই জনে লজ্জা ও ভয়বশতঃ লুকায়িত হইলেন। শ্রীরাধামাধবের এই ক্ষণিক নবসঙ্গম সেই কুহরমধ্যেই সম্পন্ন হইল ॥ ৬৪৬ ॥

অথ নর্ম্মস্ফোটঃ ॥

নর্ম্মস্ফোটস্তু ভাবাংশৈঃ সূচিতোঽল্পরসো ভবেৎ॥৬৪৭

যথা—বিদগ্ধমাধবে।

মধুমঙ্গলঃ। (শ্রীকৃষ্ণং পশ্যন্ স্বগতং)।

ফুল্লপ্রসূনপটলৈস্তপনীয়বর্ণা-
মালোক্য চম্পকলতাং কিল কম্পতেঽসৌ
শঙ্কে নিরঙ্ক-নবকুঙ্কুমপঙ্ক-গৌরী
রাধাস্য চিত্তফলকে তিলকীবভূব ॥ ৬৪৮ ॥

অথ নর্ম্মগর্ভঃ ॥

নেতুর্বা নায়িকায়া বা ব্যাপারঃ স্বার্থসিদ্ধয়ে।

অথ নর্ম্মস্ফোট।

যথায় ভাবের অংশ দ্বারা অল্পমাত্র রস সূচিত হয়, তাহাকে নর্ম্মস্ফোট কহে ॥ ৬৪৭ ॥

যথা—বিদগ্ধমাধবে। ২। ৩৪।

মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া মনে মনে সংস্কৃতে কহিলেন—শ্রীকৃষ্ণ চম্পকলতাকে বিকসিত কুসুমরাজিতে স্বর্ণবর্ণা অবলোকন করিয়া কম্পিত হইতেছেন,অতএব বোধকরি নবকুঙ্কুমতুল্য গৌরাঙ্গী শ্রীরাধা ইহাঁর চিত্তফলকের তিলকস্বরূপ হইয়াছেন ॥ ৬৪৮ ॥

অথ নর্ম্মগর্ভ।

যথায় স্বাভিপ্রেত বিষয়ের সাধন জন্য নায়ক বা নায়িকার

প্রচ্ছাদনপরো যস্তু নর্ম্মগর্ভঃ স উচ্যতে ॥ ৬৪৯ ॥
যথা—রসসুধাকরে।
প্রিয়ো মানগ্লানেরনুশয়বিকল্পৈঃ স্মিতমুখে
সখীবর্গে গূঢ়ং কৃতবসতিরুত্থায় সহসা।
সমানেষ্যে ধূর্ত্তং তমহমিতি জল্পন্নতমুখীং
প্রিয়াং তামালিঙ্গন্ হরিরবতি খেদং হরতু বঃ ॥৬৫০
তিস্রোঽর্থবৃত্তয়ঃ প্রোক্তাঃ শব্দবৃত্তিস্তু ভারতী॥৬৫১

ব্যাপারকে আচ্ছাদন করিয়া উল্লেখ করা যায়, তাহাই নর্ম্মগর্ভ বলিয়া উক্ত হয় ॥ ৬৪৯ ॥

উদাহরণ যথা—রসসুধাকরে।

লক্ষ্মীদেবীর মনে মানবশতঃ গ্লানি উপস্থিত হওয়ায় তিনি সুদীর্ঘ দ্বেষ বা অনুতাপসমূহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া সখীগণ ঈষৎ হাস্য করিতে থাকিলে শ্রীরাধা নতবদনা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই খানে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত ছিলেন,সহসা উঠিয়া "আমি সেই ধূর্ত্তকে লইয়া আসিব" এই কথা বলিয়া প্রেয়সীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক যিনি তাঁহার খেদাপনয়ন করিতে থাকিলেন, সই হরি তোমাদিগেরও খেদ হরণ করুন ॥ ৬৫০ ॥

চারি প্রকার অর্থবৃত্তির মধ্যে তিন প্রকার উল্লিখিত হইল। ইহার মধ্যে ভারতী নামক বৃত্তি কেবল শব্দবৃত্তি। "ভারতী সংস্কৃত-প্রায়া বাগ্ব্যাপারো নরাশ্রয়ঃ" অর্থাৎ সংস্কৃতবহুল ও বাক্যপ্রধান যে নরাশ্রয় ব্যাপার, তাহার নাম ভারতী বৃত্তি। প্ররোচনা, বীথী, প্রহসন এবং আমুখ এই সাহিত্যদর্পণোক্ত চারিটী ভারতীর ভেদ গ্রন্থকর্ত্তা প্রারম্ভে (২৪ শ্লোকে) উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ৬৫১ ॥

(২১) অথৈতাসাং চতসৃণাং রসনৈয়ত্যমুচ্যতে।
শান্তবীরাদ্ভুতপ্রীতবৎসলেষু চ সাত্বতী।
প্রেয়ঃশৃঙ্গারহাস্যেষু প্রোক্তা বৃত্তিস্তু কৈশিকী।
বীভৎসে করুণে চারভটী বীরে ভয়ানকে।
প্রায়ো রসেষু সর্ব্বত্র ভারতী করুণাদিষু ॥ ৬৫২ ॥

॥ * ॥ ইতি গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্য-কবিতাপরিমলবাসিতসজ্জনমানসকানন—শ্রীভগবচ্চৈতন্যদেবপ্রিয়পার্ষদাগ্রগণ্য---পূজনীয়শ্রীলরূপগোস্বামি-পাদপ্রণীতা নাটকচন্দ্রিকা সম্পূর্ণা ॥ * ॥

॥ * ॥ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥ * ॥

---

(২১) অতঃপর এই চারিটী বৃত্তি যে, রসে নিয়ত অর্থাৎ "উক্ত চারি বৃত্তি রসবিশেষে নিয়তই থাকা চাই" তাহা বলা যাইতেছে।

শান্ত, বীর, অদ্ভুত, প্রীত (দাস্য) এবং বৎসল রসে সাত্বতী বৃত্তি। প্রেয় (সখ্য), শৃঙ্গার এবং হাস্য রসে কৈশিকী বৃত্তি। বীভৎস, করুণ, বীর ও ভয়ানক রসে আরভটী বৃত্তি এবং করুণাদি সমস্ত রসেই প্রায় ভারতী বৃত্তির প্রয়োগ হইয়া থাকে ॥ ৬৫২ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীশ্রীভগবৎশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুদাসদাসানুদাস শ্রীরাসবিহারিসাঙ্খ্যতীর্থ-বিলিখিত নাটক-চন্দ্রিকার বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ ॥ * ॥

১৩১৩। ১৫ই পৌষপূর্ণিমা।

শুদ্ধিপত্রং।

——:0:——

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি
०	অথ নাটকলক্ষণং	২	১
রম্যোঽতিবৃত্ত	রম্যোতিবৃত্ত	২	৩
পদোজ্বলা	পদোজ্জ্বলা	৬	১
ইএ	এই	১০	২১
"এই আমি"	"এই অমুক	১৪	১১
অথ সন্ধিঃ	(৪) অথ সন্ধিঃ	১৭	৭
সে ৌ	সন্ধৌ	১৯	৩
কথাঙ্গীনাং	কথাঙ্গানাং	২৬	২
রহিয়াছে	রহিয়াছি	২৮	১২
গুণোৎকর্ষাণাং	গুণোৎকর্ষাণাং	৩২	৩
শক্রু	শত্রু	৬৭	১৯
ঐ	ঐ	৬৮	১৭
রিমর্শ	বিমর্শ	৭০	১৬
বদ্ধনাদি	বন্ধনাদি	৭৩	১৫
অত্র দ্রবঃ	অথ দ্রবঃ	৭৪	২
তত্রানূজ্ঞা	তত্রানুজ্ঞা	৯২	৮
শ্রীরাধা	শ্রীরাধা।	১১৯	৯
স্বাপ্নায়িতং	স্বপ্নায়িতং	১২৮	৩
সাদৃস্থ	সাদৃশ্য	১৪৪	১১

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
সমথ	সমর্থ	১৪৭	২০
নির্মঞ্জন	নির্মঙ্কন	ঐ	২১
অন্বেষ্যব্বস্তুবিষয়ঃ	অন্বেষ্যবস্তুবিষয়ঃ	১৯৭	৫
প্রথমাঙ্কেন	প্রথমাঙ্কে ন	ঐ	৭
হহা	ইহা	২০৩	১১